Bengali: Easy-to-Read Version

Language: বাংলা (Bengali)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy

Taken from the Bengali: Easy-to-Read Version © 2001, 2016 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.
9c530795-7893-5768-8bb6-58791486713d
ISBN: 978-1-5313-1309-8

মথিলিখিত

সুসমাচার

যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা

(লূক ৩:২৩-৩৮)

১ ১ এই হল যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা। ইনি ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, দায়ূদ ছিলেন অব্রাহামের বংশধর।
২ অব্রাহামের ছেলে ইস্হাক।
ইস্হাকের ছেলে যাকোব।
যাকোবের ছেলে যিহূদা ও তার ভাইরা।
৩ যিহূদার ছেলে পেরস ও সেরহ। (এদের মায়ের নাম তামর।)
পেরসের ছেলে হিষ্রোণ।
হিষ্রোণের ছেলে রাম।
৪ রামের ছেলে অম্মীনাদব।
অম্মীনাদবের ছেলে নহশোন।
নহশোনের ছেলে সল্মোন।
৫ সল্মোনের ছেলে বোয়স। (এঁর মায়ের নাম রাহব।)
বোয়সের ছেলে ওবেদ। এর মায়ের নাম রূৎ।
ওবেদের ছেলে যিশয়।
৬ যিশয়ের ছেলে রাজা দায়ূদ।
দায়ূদের ছেলে রাজা শলোমন। (এর মা ছিলেন ঊরিয়ের বিধবা স্ত্রী।)
৭ শলোমনের ছেলে রহবিয়াম।
রহবিয়ামের ছেলে অবিয়।
অবিয়ের ছেলে আসা।
৮ আসার ছেলে যিহোশাফট।
যিহোশাফটের ছেলে যোরাম।
যোরামের ছেলে উষিয়।
৯ উষিয়ের ছেলে যোথম।
যোথমের ছেলে আহস।
আহসের ছেলে হিষ্কিয়।
১০ হিষ্কিয়ের ছেলে মনঃশি।
মনঃশির ছেলে আমোন।
আমোনের ছেলে যোশিয়।
১১ যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তার ভাইরা। বাবিলে ইহুদীদের নির্বাসনের সময় এঁরা জন্মেছিলেন।
১২ যিকনিয়ের ছেলে শল্টীয়েল। ইনি বাবিলে নির্বাসনের পর জন্মেছিলেন। শল্টীয়েলের ছেলে সরুব্বাবিল।
১৩ সরুব্বাবিলের ছেলে অবীহূদ।
অবীহূদের ছেলে ইলীয়াকীম।
ইলীয়াকীমের ছেলে আসোর।
১৪ আসোরের ছেলে সাদোক।
সাদোকের ছেলে আখীম।
আখীমের ছেলে ইলীহূদ।
১৫ ইলীহূদের ছেলে ইলিয়াসর।
ইলিয়াসরের ছেলে মত্তন।
মত্তনের ছেলে যাকোব।

১৬ যাকোবের ছেলে যোষেফ।
এই যোষেফই ছিলেন মরিয়মের স্বামী
এবং মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়, যাঁকে মশীহ বা খ্রীষ্ট বলে।
১৭ এইভাবে অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ। দায়ূদের পর থেকে বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ এবং বাবিলে নির্বাসনের পর থেকে খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ।

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

(লূক ২:১-৭)

১৮ এই হল যীশু খ্রীষ্টের জন্ম সংক্রান্ত বিবরণ: যোষেফের সঙ্গে তাঁর মা মরিয়মের বাগদান হয়েছিল; কিন্তু তাঁদের বিয়ের আগেই জানতে পারা গেল যে পবিত্র আত্মার শক্তিতে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছেন। ১৯ তাঁর ভাবী স্বামী যোষেফ ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি মরিয়মকে লোক চক্ষে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না, তাই তিনি মরিয়মের সাথে বিবাহের এই বাগদান বাতিল করে গোপনে তাকে ত্যাগ করতে চাইলেন।
২০ তিনি যখন এসব কথা চিন্তা করছেন, তখন প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "যোষেফ, দায়ূদের সন্তান, মরিয়মকে তোমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে ভয় করো না, কারণ তার গর্ভে যে সন্তান এসেছে, তা পবিত্র আত্মার শক্তিতেই হয়েছে। ২১ দেখ, সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তুমি তাঁর নাম রেখো যীশু, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"
২২ এইসব ঘটেছিল যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভু যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়। ২৩ "শোন এক কুমারী গর্ভবতী হবে, আর সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তারা তাঁকে ইম্মানূয়েল *(যার অর্থ 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর') বলে ডাকবে।"
২৪ যোষেফ ঘুম থেকে উঠে প্রভুর দূতের আদেশ অনুসারে কাজ করলেন। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। ২৫ কিন্তু মরিয়মের সেই সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত যোষেফ মরিয়মের সঙ্গে সহবাস করলেন না। যোষেফ সেই সন্তানের নাম রাখলেন যীশু।

পণ্ডিতরা যীশুকে দেখতে আসলেন

২ ১ হেরোদ যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হয়। সেই সময় প্রাচ্য থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুশালেমে এসে যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন। ২ তাঁরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ইহুদীদের যে নতুন রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়? কারণ পূর্ব দিকে আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছি।"
৩ রাজা হেরোদ একথা শুনে খুব বিচলিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে জেরুশালেমের সব লোক বিচলিত হল। ৪ তখন তিনি ইহুদীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "মশীহ (খ্রীষ্ট) কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন?" ৫ তাঁরা হেরোদকে বললেন, "যিহূদিয়া প্রদেশের বৈৎলেহমে, কারণ ভাববাদী সেরকমই লিখে গেছেন:
৬ 'আর তুমি যিহূদা প্রদেশের বৈৎলেহম,
তুমি যিহূদার শাসনকর্তাদের চোখে কোন অংশে নগন্য নও,
কারণ তোমার মধ্য থেকে একজন শাসনকর্তা উঠবেন
যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরাবেন।'" †
৭ তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের সঙ্গে একান্তে দেখা করার জন্য তাঁদের ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিলেন ঠিক কোন সময় তারাটা দেখা গিয়েছিল। ৮ এরপর হেরোদ তাদের বৈৎলেহমে পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন, "দেখ, তোমরা সেখানে গিয়ে ভাল করে সেই শিশুর খোঁজ কর; আর খোঁজ পেলে, আমাকে জানিয়ে যেও, যেন আমিও সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পারি।"
৯ তাঁরা রাজার কথা শুনে রওনা দিলেন। তাঁরা পূর্ব দিকে আকাশে যে তারাটা উঠতে দেখেছিলেন, সেটা তাঁদের আগে আগে চলল এবং শিশুটি যেখানে ছিলেন তার ওপরে থামল। ১০ তাঁরা সেই তারাটি দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন।
১১ পরে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে শিশুটি ও তাঁর মা মরিয়মকে দেখতে পেয়ে তাঁরা মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করলেন ও তাঁর উপাসনা করলেন। তারপর তাঁদের উপহার সামগ্রী খুলে বের করে তাঁকে সোনা, সুগন্ধি গুগ্গুল ও সুগন্ধি নির্যাস উপহার দিলেন। ১২ এরপর ঈশ্বর স্বপ্নে তাঁদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা হেরোদের কাছে ফিরে না যান, তাই তাঁরা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

---

*১:২৩ উদ্ধৃতি যিশ. ৭:১৪.
†২:৬ উদ্ধৃতি মীখা ৫:২.

যীশুকে নিয়ে পিতামাতার মিশরে গমন

১৩ তাঁরা চলে যাবার পর প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দেখা দিয়ে বললেন, "ওঠো! শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে
পালিয়ে যাও। যতদিন না আমি তোমাদের বলি, তোমরা সেখানেই থেকো, কারণ এই শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য হেরোদ
এর খোঁজ করবে।"
১৪ তখন যোষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে রাতে মিশরে রওনা হলেন। ১৫ আর হেরোদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত
সেখানে থাকলেন। এরূপ ঘটল যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভুর কথা সফল হয়; প্রভু বললেন, "আমি মিশর থেকে আমার
পুত্রকে ডেকে আনলাম।" ‡

হেরোদ বৈৎলেহমের শিশু পুত্রদের হত্যা করলেন

১৬ হেরোদ যখন দেখলেন যে সেই পণ্ডিতরা তাঁকে বোকা বানিয়েছে, তখন তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সেই পণ্ডিতদের
কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনেছিলেন, সেই হিসাব মতো দু'বছর ও তার কম বয়সের যত ছেলে বৈৎলেহম ও তার আশেপাশের
অঞ্চলে ছিল, সকলকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। ১৭ এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যে কথা বলেছিলেন তা
পূর্ণ হল:
১৮ "রামায় একটা শব্দ শোনা গেল,
কান্নার রোল ও তীব্র হাহাকার,
রাহেল তাঁর সন্তানদের জন্য কাঁদছেন।
তিনি কিছুতেই শান্ত হতে চাইছেন না, কারণ তারা কেউ আর বেঁচে নেই।" ¶

মিশর থেকে যোষেফ ও মরিয়মের প্রত্যাবর্তন

১৯ হেরোদ মারা যাবার পর প্রভুর এক দূত মিশরে যোষেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ২০ "ওঠো! এই শিশু ও তাঁর
মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যারা এই ছেলের প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছিল তারা সকলে মারা গেছে।"
২১ তখন যোষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে গেলেন। ২২ কিন্তু যোষেফ যখন শুনলেন যে হেরোদের
জায়গায় তাঁর পুত্র আর্খিলায় যিহূদিয়ার রাজা হয়েছে, তখন তিনি সেখানে ফিরে যেতে ভয় পেলেন। পরে আর এক স্বপ্নে
তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হল, ২৩ তখন তিনি গালীলে ফিরে নাসরৎ নগরে বসবাস করতে লাগলেন। এই রকম ঘটল যেন
ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: তিনি নাসরতীয় §বলে আখ্যাত হলেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাজ

(মার্ক ১:১-৮; লূক ৩:১-৯, ১৫-১৭; যোহন ১:১৯-২৮)

৩ ১ সেই সময় বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে যিহূদিয়ার প্রান্তর এলাকায় প্রচার করতে লাগলেন। ২ তিনি বললেন, "তোমরা
মন ফেরাও, দেখ স্বর্গরাজ্য এসে পড়ল।" ৩ এই যোহনের বিষয়েই ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন:
"প্রান্তরে এক উচ্চ রব শোনা যাচ্ছে,
'তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর;
যে পথ দিয়ে তিনি যাবেন তা সমান কর।'" **
৪ যোহন উটের লোমের তৈরী পোশাক পরতেন, কোমরে চামড়ার বেল্ট বাঁধতেন।পঙ্গপাল ও বনমধু ছিল তাঁর খাদ্য।
৫ জেরুশালেম, সমগ্র যিহূদিয়া ও যর্দনের আশপাশের অঞ্চলের লোকেরা প্রান্তরে তাঁর কাছে আসতে লাগল। ৬ তারা এসে
নিজেদের পাপ স্বীকার করত আর তিনি তাদের যর্দন নদীতে বাপ্তাইজ করতেন।

---

‡২:১৫ উদ্ধৃতি হোশেয় ১১:১.
¶২:১৮ উদ্ধৃতি যিরমিয় ৩১:১৫.
§২:২৩ নাসরতীয় নাসরতে বসবাসকারী ব্যক্তি। নাসরতীয় কথাটির অর্থ সম্ভবতঃ "শাখা।" দ্রষ্টব্য যিশ. ১১:১.
**৩:৩ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৪০:৩.

৭ যোহন যখন দেখলেন যে অনেক ফরীশী ††ও সদ্দূকী ‡‡তাঁর কাছে বাপ্তিস্মের জন্য আসছে, তখন তিনি তাদের বললেন,
"তোমরা সাপের বাচ্চারা! ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কে তোমাদের চেতনা দিল? ৮ তোমরা কাজে
দেখাও, যাতে বোঝা যায় যে তোমরা সত্যিই মন ফিরিয়েছ। ৯ আর নিজেরা মনে মনে একথা চিন্তা করে গর্ব করো না যে,
'আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম।' আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলিকেও অব্রাহামের সন্তানে পরিণত করতে
পারেন। ১০ প্রতিটি গাছের গোড়াতে কুড়ুল লাগানোই আছে। আর যে গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া
হবে।
১১ "তোমরা মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তাইজ করছি। আমার পরে একজন আসছেন, যিনি আমার থেকে
মহান, তাঁর জুতো জোড়া বইবার যোগ্যও আমি নই। তিনি পবিত্র আত্মায় ও আগুনে তোমাদের বাপ্তাইজ করবেন। ১২ তাঁর
কুলা তাঁর হাতেই আছে, তাঁর খামার তিনি পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর গম গোলায় তুলবেন। কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না
সেই আগুনে তূষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম

(মার্ক ১:৯-১১; লূক ৩:২১-২২)

১৩ সেই সময় যীশু গালীল থেকে যর্দন নদীর ধারে এলেন। তিনি যোহনের কাছে বাপ্তিস্মের জন্য এগিয়ে গেলেন। ১৪ কিন্তু
যোহন তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। যোহন বললেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তাইজ হওয়া উচিত। আর আপনি কি
না আমার কাছে এসেছেন?"
১৫ এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "এখন এরকমই হতে দাও, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।"
তখন যোহন যীশুকে বাপ্তাইজ করতে রাজী হলেন।
১৬ যীশু বাপ্তাইজিত হয়ে জল থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আকাশ খুলে গেল, আর তিনি দেখলেন ঈশ্বরের
আত্মা কপোতের মতো নেমে তাঁর ওপরে আসছেন। ১৭ স্বর্গ থেকে একটি স্বর শোনা গেল, সেই স্বর বলল, "এই আমার
প্রিয় পুত্র, এর প্রতি আমি অত্যন্ত প্রীত।"

যীশুর পরীক্ষা

(মার্ক ১:১২-১৩; লূক ৪:১-১৩)

৪ ১ এরপর দিয়াবল যেন যীশুকে পরীক্ষা করতে পারে তাই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। ২ একটানা চল্লিশ দিন ও
চল্লিশ রাত সেখানে উপোস করে কাটানোর পর যীশু ক্ষুধিত হলেন। ৩ তখন সেই পরীক্ষক দিয়াবল তাঁর কাছে এসে বলল,
"তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল।"
৪ কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন: "শাস্ত্রে একথা লেখা আছে,
'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না,
কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে।'" ¶¶
৫ দিয়াবল তখন পবিত্র নগরী জেরুশালেমের মন্দিরের চূড়ায় যীশুকে নিয়ে গেল; ৬ আর যীশুকে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের
পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ শাস্ত্রে তো একথা লেখা আছে:
'তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার উপর দৃষ্টি রাখতে আদেশ দেবেন
আর তাঁরা তোমাকে তুলে ধরবেন,
যেন পাথরের উপর পড়ে তোমার পায়ে আঘাত না লাগে।'" §§
৭ যীশু তখন তাকে বললেন, "শাস্ত্রে একথাও লেখা আছে,
'তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করবে না।'" *
৮ এরপর দিয়াবল আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে জগতের সমস্ত রাজ্য ও তার সম্পদ দেখাল। ৯ পরে
দিয়াবল যীশুকে বলল, "তুমি যদি আমার সামনে মাথা নত করে আমার উপাসনা কর, তবে এসবই আমি তোমায় দেব।"

---

††৩:৭ ফরীশী ফরীশী ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের এক সম্প্রদায়, যারা নিজেদের পুরানো ইহুদী ধর্ম এবং রীতি রেওয়াজ কঠোরতার সঙ্গে পালনকারী হিসেবে দাবী করে।

‡‡৩:৭ সদ্দূকী সদ্দূকী ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের এক বিশেষ সম্প্রদায়। যারা পুরানো ধর্ম নিয়মের শুধু প্রথম পাঁচটি পুস্তককেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানেই বিশ্বাস করে না।

¶¶৪:৪ উদ্ধৃতি দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩.

§§৪:৬ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ৯১:১১-১২.

*৪:৭ উদ্ধৃতি দ্ব. বি. ৬:১৬.

১০ তখন যীশু তাকে বললেন, “দূর হও শয়তান! কারণ শাস্ত্রের লেখা আছে,
‘তোমরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে,
একমাত্র তাঁরই সেবা করবে।’” †
১১ তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল আর স্বর্গদূতরা এসে যীশুর সেবা করলেন।

গালীলে যীশুর কাজ শুরু

(মার্ক ১:১৪-১৫; লূক ৪:১৪-১৫)

১২ যীশু যখন শুনলেন যোহনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন। ১৩ তিনি নাসরতে থাকলেন না, সেখান থেকে সবূলূন ও নপ্তালির সীমানার মধ্যে গালীল হ্রদের ধারে কফরনাহূমে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। ১৪ এই সকল ঘটল যাতে ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়:
১৫ “সাগরের পথে যর্দনের পশ্চিমপারে সবূলূন ও নপ্তালি দেশ,
অইহুদীদের গালীল।
১৬ যে লোকরা অন্ধকারে বাস করে,
তারা মহাজ্যোতি দেখতে পেল,
আর যাঁরা মৃত্যুছায়ার দেশে থাকে,
তাদের উপর আলোর উদয় হল।” ‡
১৭ সেই সময় থেকে যীশু এই বলে প্রচার করতে শুরু করলেন, “তোমরা মন ফেরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।”

যীশুর কিছু শিষ্য নির্বাচন

(মার্ক ১:১৬-২০; লূক ৫:১-১১)

১৮ যীশু যখন গালীল হ্রদের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দুই ভাইকে দেখতে পেলেন, শিমোন যার অন্য নাম পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়। তাঁরা তখন হ্রদে জাল ফেলছিলেন। ১৯ যীশু তাদের বললেন, “আমার সঙ্গে চল, মাছ নয়, কেমন করে মানুষ ধরতে হয়, আমি তা তোমাদের শেখাব।” ২০ শিমোন এবং আন্দ্রিয় তখনই জাল ফেলে যীশুর সঙ্গে চললেন।
২১ সেখান থেকে যীশু আরও এগিয়ে গেলে আরো দুজন লোককে দেখতে পেলেন। সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন। যীশু দেখলেন, তাঁরা তাদের বাবার সঙ্গে নৌকাতে জাল সারাচ্ছেন। যীশু তাঁদের ডাকলেন, ২২ তাঁরা তখনই নৌকা ও তাঁদের বাবাকে ছেড়ে যীশুর সঙ্গে চললেন।

যীশুর শিক্ষাদান ও আরোগ্যকরণ

(লূক ৬:১৭-১৯)

২৩ যীশু গালীলের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে, ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং সকলের কাছে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তিনি লোকদের মধ্যে নানারকম রোগ-ব্যাধি ভাল করতে থাকলেন। ২৪ সমস্ত সুরিয়া দেশে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল, ফলে লোকরা নানা রোগে অসুস্থ রোগীদের সুস্থ করার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে এলো, যেমন ব্যথা-বেদনাগ্রস্ত, ভূতে পাওয়া, মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর তিনি তাদের সকলকেই ভাল করলেন। ২৫ গালীল, দিকাপলি, জেরুশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দনের ওপার থেকেও বহুলোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল।

যীশুর শিক্ষাদান

(লূক ৬:২০-২৩)

৫ ১ যীশু অনেক লোকের ভীড় দেখে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। তিনি সেখানে বসলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এলেন।
২ এরপর তিনি তাঁদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, বললেন:
৩ “ধন্য সেই লোকেরা যারা আত্মায় নত-নম্র,
কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
৪ ধন্য সেই লোকেরা যারা শোক করে,
কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাবে।

---

†৪:১০ উদ্ধৃতি দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৩.
‡৪:১৬ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৯:১-২.

৫ বিনয়ী লোকেরা ধন্য।
তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশের অধিকার লাভ করবে। ¶
৬ ধন্য সেই লোকেরা, যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত
কারণ তারা তৃপ্ত হবে।
৭ যারা দয়াবান তারা ধন্য,
কারণ তারা দয়া পাবে।
যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ তারা ধন্য,
কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে।
৮ ধন্য তারা যারা তাদের চিন্তায় পরিশুদ্ধ,
কারণ তারা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবে।
৯ ধন্য তারা যারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে,
কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে পরিচিত হবে।
১০ ঈশ্বরের পথে চলতে গিয়ে যারা নির্যাতন ভোগ করছে তারা ধন্য,
কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই হবে।

১১ "তোমরা আমার অনুসারী হয়েছ বলে যখন লোকে তোমাদের অপমান ও নির্যাতন করে আর তোমাদের নামে মিথ্যা কুৎসা রটায় তখন তোমরা ধন্য। ১২ তোমরা আনন্দ করো, খুশী হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার সঞ্চিত আছে। তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা ছিলেন লোকে তাঁদেরও এভাবেই নির্যাতন করেছে।

তোমরা লবন এবং আলোর মতো

(মার্ক ৯:৫০; ৪:২১; লূক ১৪:৩৪-৩৫; ৮:১৬)

১৩ "তোমরা পৃথিবীর লবন, কিন্তু লবন যদি তার নিজের স্বাদ হারায় তবে কেমন করে তা আবার নোন্তা করা যাবে? তখন তা আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেওয়া হয় আর লোকরা তা মাড়িয়ে যায়।

১৪ "তোমরা জগতের আলো, পাহাড়ের ওপরে কোন শহর, যা কখনও লুকানো যায় না। ১৫ বাতি জ্বেলে কেউ পাত্রের নীচে রাখে না, তা বাতিদানের ওপরেই রাখে আর তা ঘরের সকলকে আলো দেয়। ১৬ তেমনি তোমাদের আলোও লোকদের সামনে উজ্জ্বল হোক্, যেন তারা তোমাদের সৎকাজ দেখে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে।

পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে যীশুর বক্তব্য

১৭ "ভেবো না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসিনি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি। ১৮ আমি তোমাদের সত্যি বলছি আকাশ ও পৃথিবীর লোপ না হওয়া পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার বিন্দু বিসর্গও লোপ হবে না, বিধি-ব্যবস্থার সবই পূর্ণ হবে।

১৯ "তাই কেউ যদি এইসব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য করে আর অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তবে সে স্বর্গরাজ্যে সব থেকে তুচ্ছ বলে গন্য হবে। কিন্তু যারা বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ও অপরকে তা পালন করতে শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গন্য হবে। ২০ আমি তোমাদের সত্যি বলছি ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের থেকে তোমাদের ধার্মিকতা যদি উন্নত মানের না হয় তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

ক্রোধ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা

২১ "তোমরা শুনেছ, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে বলা হয়েছিল, 'নরহত্যা করো না; §আর কেউ নরহত্যা করলে তাকে বিচারালয়ে তার জবাবদিহি করতে হবে।' ২২ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ কোনো লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় বিচারে তাকে তার জবাবদিহি করতে হবে। আর কেউ যদি কোন লোককে বলে, 'ওরে মূর্খ' (অর্থাৎ নির্বোধ) তবে তাকে ইহুদী মহাসভার সামনে তার জবাব দিতে হবে। কেউ যদি কাউকে বলে 'তুমি পাষণ্ড,' তবে তাকে নরকের আগুনেই তার জবাব দিতে হবে।

২৩ "মন্দিরে যজ্ঞবেদীর সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময় যদি তোমার মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে, ২৪ তবে সেই নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীর সামনে রেখে চলে যাও, প্রথমে গিয়ে তার সঙ্গে সে বিষয়ে মিটমাট করে নাও, পরে এসে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ কোরো।

¶৫:৫ তারা … করবে গীত ৩৭:১১.
§৫:২১ উদ্ধৃতি যাত্রা ২০:১৩; দ্বি. বি. ৫:১৭.

২৫ “তোমার শত্রু যদি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে চায় তবে আদালতে নিয়ে যাবার সময় পথেই তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি
মিটমাট করে ফেল; তা না হলে সে তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেবে, বিচারক তোমাকে রক্ষীর হাতে দেবে আর রক্ষীরা
তোমাকে কারাগারে পাঠাবে। ২৬ আমি তোমায় সত্যি বলছি, সেখান থেকে তুমি ছাড়া পাবে না, যতক্ষণ না তোমার দেনার শেষ
পয়সাটা চুকিয়ে দাও।

যৌন পাপ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

২৭ “তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে: ‘যৌনপাপ করো না।’ **২৮ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি কেউ যদি কোন স্ত্রীলোকের
দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তবে সে মনে মনে তার সঙ্গে যৌন পাপ করল। ২৯ সেই রকম তোমার ডান চোখ যদি পাপ
করার জন্য তোমায় প্ররোচিত করে তবে তা উপড়ে ফেলে দাও। সমস্ত দেহ নিয়ে নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অংশ
হারানো তোমার পক্ষে ভালো। ৩০ যদি তোমার ডান হাত পাপ করতে প্ররোচিত করে, তবে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার
সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভালো।

বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(মথি ১৯:৯; মার্ক ১০:১১-১২; লূক ১৬:১৮)

৩১ “আবার বলা হয়েছে, ‘কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায়, তবে তাকে ত্যাগপত্র দিতে হবে।’ ††৩২ কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, একমাত্র যৌনপাপের দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তবে সে তাকে
ব্যাভিচারিণী হবার পথে নামিয়ে দেয়। আর যে কেউ স্ত্রীকে বিয়ে করে সেও যৌনপাপ করে।

প্রতিশ্রুতি দান বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

৩৩ “তোমরা একথাও শুনেছ, আমাদের পিতৃপুরুষদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে সব প্রতিশ্রুতি কর
তা ভেঙো না, তোমাদের কথা মতো সে সবই পূর্ণ করো।’ ‡‡৩৪ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কোন শপথই করো না।
স্বর্গের নামে করো না, কারণ তা ঈশ্বরের সিংহাসন। ৩৫ পৃথিবীর নামে শপথ করো না, কারণ পৃথিবী ঈশ্বরের পাদপীঠ।
জেরুশালেমের নামেও শপথ করো না, কারণ তা হল মহান রাজার নগরী। ৩৬ এমন কি তোমার মাথার দিব্যিও দিও না, কারণ
তোমার মাথার একগাছা চুল সাদা অথবা কালো করার ক্ষমতা তোমার নেই । ৩৭ তোমাদের কথার ‘হ্যাঁ’ যেন ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’
যেন ‘না’ হয়, এছাড়া অন্য আর যা কিছু তা মন্দের কাছ থেকে আসে।

প্রতিশোধ নেওয়া বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(লূক ৬:২৯-৩০)

৩৮ “তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে যে, ‘চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত।’ ¶¶৩৯ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,
দুষ্ট লোকদের প্রতিরোধ করো না, বরং কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তবে তার দিকে অপর গালটিও বাড়িয়ে দিও।
৪০ কেউ যদি তোমার পাজামা নেবার জন্য আদালতে মামলা করতে চায়; তবে তাকে তোমার ধুতিটাও ছেড়ে দিও। ৪১ যদি কেউ
তার বোঝা নিয়ে তোমাকে এক মাইল পথ যেতে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দু মাইল যেও। ৪২ কেউ যদি তোমার কাছ থেকে কিছু
চায়, তাকে তা দিও। তোমার কাছ থেকে কেউ ধার চাইলে তাকে তা দিতে অস্বীকার করো না।

সকলকে ভালবাসো

(লূক ৬:২৭-২৮, ৩২-৩৬)

৪৩ “তোমরা তাদের বলতে শুনেছ, ‘তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো, §§শত্রুকে ঘৃণা করো।’ ৪৪ কিন্তু আমি তোমাদের
বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো। যারা তোমাদের ওপর নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, ৪৫ যেন তোমরা
স্বর্গের পিতার সন্তান হতে পার। তিনি তো ভাল মন্দ সকলের উপর সূর্যালোক দেন, ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপর বৃষ্টি
দেন। ৪৬ আমি একথা বলছি, কারণ যারা তোমাদের ভালবাসে তোমরা যদি কেবল তাদেরই ভালবাস, তবে তোমরা কি পুরস্কার

**৫:২৭ উদ্ধৃতি যাত্রা ২০:১৪; দ্বি. বি. ৫:১৮.
††৫:৩১ উদ্ধৃতি দ্বি. বি. ২৪:১.
‡‡৫:৩৩ তোমরা … করো দ্রষ্টব্য লেবীয় ১৯:১২; গণনা ৩০:২; দ্বি. বি. ২৩:২১.
¶¶৫:৩৮ উদ্ধৃতি যাত্রা ২১:২৪; লেবীয় ২৪:২০.
§§৫:৪৩ উদ্ধৃতি লেবীয় ১৯:১৮.

পাবে? কর আদায়কারীরাও কি তাই করে না? ৪৭ তোমরা যদি কেবল তোমাদের ভাইদেরই শুভেচ্ছা জানাও, তবে অন্যদের
থেকে আর বেশী কি করলে? বিধর্মীরাও তো এমন করে থাকে। ৪৮ তাই তোমাদের স্বর্গের পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমন
সিদ্ধ হও।

দান করার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

৬ ১ "সাবধান! লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম বা ঈশ্বরের কাজ করো না। তাহলে তোমাদের স্বর্গের পিতার কাছ থেকে কোন
পুরস্কার পাবে না।
২ "তাই তুমি যখন কোন অভাবী মানুষকে কিছু দাও, তখন তূরী বাজিয়ে তা দিও না। যারা ভণ্ড তারা লোকদের প্রশংসা
পাবার আশায় সমাজ-গৃহে ও পথে-ঘাটে ঐভাবে তূরী বাজিয়ে দান করে। আমি বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়ে গেছে। ৩ কিন্তু
তুমি যখন অভাবী লোকদের কিছু দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিও না, ৪ যেন
তোমার দান গোপনে দেওয়া হয়। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(লূক ১১:২-৪)

৫ "তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মতো করো না, তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য সমাজ-গৃহে
ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।
৬ কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা যাঁকে দেখা যায় না, তাঁর কাছে
প্রার্থনা করো। তাহলে তোমার পিতা যিনি গোপনে যা কিছু করা হয় দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।
৭ "তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বিধর্মীদের মতো একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করো না, কারণ তারা মনে করে তাদের
বাক্য বাহুল্যের গুনে তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে। ৮ তাই তোমরা তাদের মতো হয়ো না, কারণ তোমাদের চাওয়ার আগেই
তোমাদের পিতা জানেন তোমাদের কি প্রয়োজন আছে। ৯ তাই তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো,
'হে আমাদের স্বর্গের পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক্।
১০ তোমার রাজত্ব আসুক।
তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক্।
১১ যে খাদ্য আমাদের প্রয়োজন তা আজ আমাদের দাও।
১২ আমাদের কাছে যারা অপরাধী, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি,
তেমনি তুমিও আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা কর।
১৩ আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না,
কিন্তু মন্দের হাত থেকে উদ্ধার কর।' *
১৪ তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। ১৫ কিন্তু তোমরা যদি
অন্যদের ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

উপবাস বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

১৬ "যখন তোমরা উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মতো মুখ শুকনো করে রেখো না। তারা যে উপবাস করেছে তা লোকেদের
দেখাবার জন্য তারা মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। ১৭ কিন্তু
তুমি যখন উপবাস করবে, তোমার মাথায় তেল দিও আর মুখ ধুয়ো। ১৮ যেন অন্য লোকে জানতে না পারে যে তুমি উপবাস
করছ। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি দেখবেন। তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপন
বিষয়ও দেখতে পান, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

---

*৬:১৩ কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ ১৩ যুক্ত করা হয়েছে: "রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন।"

ঈশ্বর অর্থের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ

(লূক ১২:৩৩-৩৪; ১১:৩৪-৩৬; ১৬:১৩)

১৯ "এই পৃথিবীতে তোমরা নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় করো না। এখানে ঘুন ধরে ও মরচে পড়ে তা নষ্ট হয়ে যায়,
আর চোরে সিঁধ কেটে তা চুরিও করতে পারে। ২০ বরং স্বর্গে তোমার জন্য সম্পদ সঞ্চয় কর, সেখানে ঘুন ধরবে না, মরচেও
পড়বে না, চোরেও চুরি করবে না। ২১ তোমার ধন-সম্পদ যেখানে রয়েছে, তোমার মনও সেখানে পড়ে থাকবে।
২২ "চোখই দেহের প্রদীপ, তাই তোমার চোখ যদি নির্মল হয়, তোমার সারা দেহও উজ্জ্বল হবে। ২৩ কিন্তু তোমার চোখ
যদি অশুচি হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। তোমার মধ্যেকার আলো যদি অন্ধকারাচ্ছন্নই হয়, তবে সে
অন্ধকার নিজে কি ভীষণ।
২৪ "কোন মানুষ দুজন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না। সে হয়তো প্রথম জনকে ঘৃণা করবে ও দ্বিতীয় জনকে ভালবাসবে
অথবা প্রথম জনের প্রতি অনুগত হবে ও দ্বিতীয় জনকে তুচ্ছ করবে। ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এই উভয়ের দাসত্ব তোমরা
করতে পারো না।

ঈশ্বরের রাজ্যই প্রথম বিষয়

(লূক ১২:২২-৩৪)

২৫ "তাই আমি তোমাদের বলছি, বেঁচে থাকার জন্য কি আহার করব বা কি পান করব এ নিয়ে চিন্তা করো না। আর কি পরব
একথা ভেবে দেহের বিষয়েও চিন্তা করো না। খাদ্যের চেয়ে জীবন কি মূল্যবান নয়, অথবা পোশাকের চেয়ে দেহটা কি মূল্যবান
নয়? ২৬ আকাশের পাখীদের দিকে একবার তাকাও, দেখ, তারা বীজ বোনে না বা ফসলও কাটে না, অথবা গোলা ঘরে নিয়ে
গিয়ে তা জমাও করে না। তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বর তাদের আহার যোগান। তোমরা কি ওদের থেকে আরও মূল্যবান
নও? ২৭ তোমাদের মধ্যে কে ভাবনা চিন্তা করে নিজের আয়ু এক ঘন্টা বাড়াতে পারে?
২৮ "পোশাকের বিষয়েই বা কেন এত চিন্তা কর? মাঠের লিলি ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখ কিভাবে তারা ফুটে উঠেছে। তারা
পরিশ্রম করে না, নিজেদের জন্য পোশাকও তৈরী করে না। ২৯ কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, রাজা শলোমন তার সমস্ত
জাঁকজমক সত্ত্বেও তার পোশাকে ঐ ফুলগুলির একটির মতোও নিজেকে সাজাতে পারে নি। ৩০ মাঠে যে ঘাস আছে আর কাল
উনুনে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন তাদের এত সুন্দর করে সাজান, তখন হে অল্প বিশ্বাসী লোকেরা, তিনি কি তোমাদের
আরও সুন্দর করে সাজাবেন না?
৩১ "তোমরা এই বলে চিন্তা করো না, 'আমরা কি খাবো?' বা 'কি পান করবো?' বা 'কি পরবো'? ৩২ বিধর্মীরাই এসব নিয়ে
চিন্তা করে। তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বর তো জানেন এসব জিনিসের তোমাদের প্রয়োজন আছে। ৩৩ তাই তোমরা প্রথমে
ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছা কি তা পূর্ণ করতে চেষ্টা কর, তাহলে তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন সে সব দেওয়া হবে।
৩৪ কালকের জন্য চিন্তা করো না; কালকের চিন্তা কালকের জন্য থাক। প্রতিটি দিনের পক্ষে সেই দিনের কষ্টই যথেষ্ট।

অপরের বিচারের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(লূক ৬:৩৭-৩৮, ৪১-৪২)

৭ ১ "পরের বিচার করো না, তাহলে তোমার বিচারও কেউ করবে না। ২ কারণ যেভাবে তোমরা অন্যের বিচার কর, সেই
ভাবে তোমাদেরও বিচার করা হবে; আর যেভাবে তুমি মাপবে সেই ভাবে তোমার জন্যও মাপা হবে।
৩ "তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটো আছে কেবল তা-ই দেখছ; কিন্তু নিজের চোখের মধ্যে যে তক্তা আছে তা দেখতে পাও
না? ৪ যখন তোমার নিজের চোখেই একটা তক্তা রয়েছে তখন কিভাবে তোমার ভাইকে বলছ, 'এস তোমার চোখ থেকে কুটোটা
বার করে দিই?' ৫ ভণ্ড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে তক্তাটা বার করে ফেলো, তাহলে তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে
কুটোটা বার করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।
৬ "কোন পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিও না আর শুয়োরের সামনে তোমাদের মুক্তো ছুঁড়ো না, তাহলে সে তা পায়ের তলায় মাড়িয়ে
নষ্ট করবে ও তোমার দিকে ফিরে তোমায় আক্রমণ করবে।

প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর

(লূক ১১:৯-১৩)

৭ "চাইতে থাক, তোমাদের দেওয়া হবে। খুঁজতে থাক, পাবে। দরজায় ধাক্কা দিতে থাক, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া
হবে। ৮ কারণ যে চাইতে থাকে সে পায়, যে খুঁজতে থাকে সে খুঁজে পায়, আর যে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে তার জন্য দরজা
খুলে দেওয়া হয়।

৯ "তোমার ছেলে যদি তোমার কাছে রুটি চায়, তবে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার সন্তানকে রুটির বদলে
পাথরের টুকরো দেবে? ১০ যদি সে একটা মাছ চায় তবে বাবা কি তার হাতে একটা সাপ তুলে দেবে? নিশ্চয় না। ১১ তোমরা
মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জানো, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের কাছে যারা চায়,
তাদের তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জিনিস দেবেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান

১২ "তাই অপরের কাছ থেকে তোমরা যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাদের প্রতিও তেমনি ব্যবহার কর। এটাই হল মোশির
বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষার অর্থ।

স্বর্গে এবং নরকে যাওয়ার পথ

(লূক ১৩:২৪)

১৩ "সংকীর্ণ দরজা দিয়ে সেই পথে প্রবেশ করো, যে পথ স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার
দরজা প্রশস্ত, পথও চওড়া, বহু লোক সেই পথেই চলছে। ১৪ কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে গেছে তার দরজা সংকীর্ণ আর পথও
দুর্গম, খুব অল্প লোকই তার সন্ধান পায়।

লোকেরা যা করে তা লক্ষ্য কর

(লূক ৬:৪৩-৪৪; ১৩:২৫-২৭)

১৫ "ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান। তারা তোমাদের কাছে নিরীহ মেষের ছদ্মবেশে আসে অথচ ভেতরে তারা হিংস্র
নেকড়ে বাঘ। ১৬ তাদের জীবনের ফল দেখেই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কেউ কি কাঁটাঝোপের মধ্যে থেকে দ্রাক্ষা বা
শিয়ালকাঁটার ভেতর থেকে ডুমুর পেতে পারে? ১৭ ঠিক সেই ভাবে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে, কিন্তু খারাপ গাছে
খারাপ ফলই ধরে। ১৮ ভাল গাছে খারাপ ফল এবং খারাপ গাছে ভাল ফল ধরতে পারে না। ১৯ যে গাছে ভাল ফল ধরে না
তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। ২০ তাই আমি তোমাদের আবার বলছি, তারা যা করে তা দেখেই তোমরা তাদের চিনতে
পারবে।

২১ "যারা আমাকে প্রভু, প্রভু বলে তাদের প্রত্যেকেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা নয়। আমার স্বর্গের
পিতার ইচ্ছা যে পালন করবে, কেবল সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। ২২ সেই দিন অনেকে আমায় বলবে, 'প্রভু,
প্রভু আমরা কি আপনার নামে ভাববাণী বলিনি? আপনার নামে আমরা কি ভূতদের তাড়াই নি? আপনার নামে আমরা কি অনেক
অলৌকিক কাজ করিনি?' ২৩ তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব, 'আমি তোমাদের কখনও আপন বলে জানিনি, দুষ্টের দল! আমার
সামনে থেকে দূর হও।'

একজন জ্ঞানী লোক এবং একজন মুর্খ লোক

(লূক ৬:৪৭-৪৯)

২৪ "তাই বলি, যে কেউ আমার কথা শোনে ও তা পালন করে, সে এমন এক বুদ্ধিমান লোকের মতো যে পাথরের ভিতের
ওপর তার বাড়ি তৈরী করল। ২৫ পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এল এবং প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বয়ে সেই বাড়ির গায়ে লাগল; কিন্তু
সেই বাড়িটা ধসে পড়ল না, কারণ তা পাথরের ওপরে তৈরী করা হয়েছিল।

২৬ "আবার যে কেউ আমার এইসব কথা শুনে তা পালন না করে, সে একজন মূর্খ লোকের মতো, যে বালির উপরে বাড়ি তৈরী
করেছিল। ২৭ পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, আর ঝোড়ো বাতাস এসে তার বাড়িতে ধাক্কা মারল, তাতে বাড়িটা কি সাংঘাতিক
ভাবেই না ধসে পড়ল।"

২৮ যীশু যখন এইসব কথা বলা শেষ করলেন, তখন জনতা তাঁর এইসব শিক্ষা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ২৯ কারণ যীশু একজন
ব্যবস্থার শিক্ষকের মতো শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, বরং যার অধিকার আছে সেই রকম লোকের মতোই শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান

(মার্ক ১:৪০-৪৫; লূক ৫:১২-১৬)

৮ ১ যীশু সেই পাহাড় থেকে নেমে এলে অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। ২ সেই সময় একজন কুষ্ঠ রোগী
যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলল, "প্রভু, আপনি ইচ্ছে করলেই আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।"

৩ তখন যীশু সেই কুষ্ঠ রোগীর দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি তাই-ই চাই। তুমি ভাল
হয়ে যাও।" সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়ে গেল। ৪ তখন যীশু তাকে বললেন, "দেখ, তুমি কাউকে একথা বোলো না, বরং

যাও যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও; আর গিয়ে মোশির আদেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। তাতে তারা জানবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ।"

শতপতির দাসের আরোগ্যলাভ

(লূক ৭:১-১০; যোহন ৪:৪৩-৫৪)

৫ এরপর যীশু যখন কফরনাহূম শহরে গেলেন, তখন একজন শতপতি তাঁর কাছে এসে অনুনয় করে বললেন, ৬ "প্রভু, আমার চাকরের পক্ষাঘাত হয়েছে, সে বিছানায় পড়ে আছে ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে।"

৭ যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, আমি যাব, এবং তাকে সুস্থ করব।"

৮ সেই শতপতি তখন যীশুকে বললেন, "প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে আমার বাড়ীতে আপনি আসবেন। আপনি কেবল মুখে বলে দিন, তাতেই আমার চাকর ভাল হয়ে যাবে। ৯ আমি নিজে অপরের কর্তৃত্বের অধীন আর আমার সৈন্যদের উপরে আমি কর্তৃত্ব করি। আমি কাউকে 'যাও' বললে সে যায়, আবার কাউকে 'এস' বললে সে আসে; আর আমার চাকরকে 'এটা কর' বললে সে তা করে।"

১০ যীশু একথা শুনে আশ্চর্য হলেন; যাঁরা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সমগ্র ইস্রায়েলে আমি এত বেশী বিশ্বাস কারও মধ্যে দেখতে পাইনি। ১১ আমি তোমাদের আরো বলছি যে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অনেকে আসবে আর অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে ভোজে বসবে। ১২ কিন্তু যাঁরা রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাদের বাইরে অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে। সেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে।"

১৩ এরপর যীশু সেই শতপতিকে বললেন, "যাও, তুমি যেমন বিশ্বাস করেছ, তেমনি হোক্।" আর সেই মুহূর্তেই তার চাকর সুস্থ হয়ে গেল।

যীশু অনেক লোককে সুস্থ করলেন

(মার্ক ১:২৯-৩৪; লূক ৪:৩৮-৪১)

১৪ যীশু পিতরের বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন, পিতরের শাশুড়ীর ভীষণ জ্বর হয়েছে, আর তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। ১৫ যীশু তাঁর হাত স্পর্শ করা মাত্রই জ্বর ছেড়ে গেল। তখন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে যীশুর সেবা করতে লাগলেন।

১৬ সন্ধ্যা হলে লোকেরা ভূতে পাওয়া অনেক লোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল। আর তিনি তাঁর হুকুমে সেই সব ভূতদের দূর করে দিলেন। এছাড়া তিনি রোগীদের সুস্থ করলেন। ১৭ এর দ্বারা ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণী পূর্ণ হল:
"তিনি আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করলেন, আমাদের ব্যাধিগুলি বহন করলেন।" †

যীশুকে অনুসরণ

(লূক ৯:৫৭-৬২)

১৮ যীশু যখন দেখলেন যে তাঁর চারপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তখন হ্রদের ওপারে যাওয়ার জন্য অনুগামীদের আদেশ দিলেন। ১৯ একজন ব্যবস্থার শিক্ষক তাঁর কাছে এসে বললেন, "গুরু, আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব।"

২০ তখন যীশু তাকে বললেন, "শিয়ালের গর্ত আছে এবং আকাশের পাখীদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।"

২১ তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আর একজন বললেন, "প্রভু আগে আমার বাবাকে কবর দিয়ে আসার অনুমতি দিন, তারপর আমি আপনাকে অনুসরণ করব।"

২২ কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে এস, যারা মৃত তারাই মৃতদের কবর দেবে।"

যীশু ঝড় থামালেন

(মার্ক ৪:৩৫-৪১; লূক ৮:২২-২৫)

২৩ এরপর যীশু একটা নৌকাতে উঠলেন আর তাঁর শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে গেলেন। ২৪ সেই হ্রদের মধ্যে হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল, তাতে নৌকার উপর ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল। যীশু তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ২৫ তাই শিষ্যরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, "প্রভু বাঁচান! আমরা যে ডুবে মরলাম।"

২৬ তখন যীশু তাঁদের বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসীর দল! কেন তোমরা এত ভয় পাচ্ছ?" তারপর তিনি উঠে ঝোড়ো বাতাস ও হ্রদের ঢেউকে ধমক দিলেন, তখন সব কিছু শান্ত হল।

---

†৮:১৭ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৫৩:৪.

২৭ এতে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, “ইনি কিরকম লোক? এঁর কথা এমন কি বাতাস ও সাগরও শোনে!”

যীশু দুজন লোকের ভূত ছাড়ালেন

(মার্ক ৫:১-২০; লূক ৮:২৬-৩৯)

২৮ যীশু যখন হ্রদের অপর পারে গাদারীয়দের দেশে এলেন সেই সময় ভূতে পাওয়া দুজন লোক কবর থেকে বেরিয়ে তাঁর সামনে এল। তারা এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে কোন মানুষ সেই পথ দিয়ে চলতে পারত না। ২৯ তারা চিৎকার করে বলল, “হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনি আমাদের নিয়ে কি করতে চান? নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কি আপনি আমাদের নির্যাতন করতে এসেছেন?”

৩০ সেখান থেকে কিছু দূরে এক পাল শুয়োর চরছিল। ৩১ তখন ভূতেরা যীশুকে অনুনয় করে বলল, “আপনি যদি আমাদের তাড়িয়েই দেবেন তবে ঐ শুয়োর পালের মধ্যে ঢুকতে হুকুম দিন।”

৩২ যীশু তাদের বললেন, “তাই যাও!” তখন তারা সেই লোকদের মধ্যে থেকে বার হয়ে এসে সেই শুয়োরগুলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল; তাতে সেই শুয়োরের পাল ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌড়াতে দৌড়াতে হ্রদের জলে গিয়ে ডুবে মরল। ৩৩ যারা সেই পাল চরাচ্ছিল, তারা দৌড়ে পালাল। তারা নগরের মধ্যে গিয়ে সব খবর জানাল। বিশেষ করে সেই ভূতে পাওয়া লোকদের বিষয়ে বলল। ৩৪ তখন নগরের সব লোক যীশুকে দেখার জন্য বার হয়ে এল। তারা যীশুর দেখা পেয়ে তাঁকে অনুনয় করে বলল তিনি যেন তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে যান।

যীশু একজন পঙ্গু লোককে সুস্থ করলেন

(মার্ক ২:১-১২; লূক ৫:১৭-২৬)

৯ ১ এরপর যীশু নৌকায় উঠে হ্রদের অপর পারে নিজের শহরে এলেন। ২ কয়েকজন লোক তখন খাটিয়ায় শুয়ে থাকা এক পঙ্গুকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। তাদের এমন বিশ্বাস দেখে তিনি সেই পঙ্গুকে বললেন, “বাছা, সাহস সঞ্চয় কর, তোমার সব পাপের ক্ষমা হল।”

৩ তখন কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক বলতে লাগলেন, “এই লোকটা দেখছি এধরণের কথা বলে ঈশ্বরের নিন্দা করছে।”

৪ তারা কি চিন্তা করছে, তা জানতে পেরে যীশু বললেন, “তোমরা মনে মনে কেন এমন মন্দ চিন্তা করছ? ৫–৬ কোনটা বলা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা করা হল’ না, ‘তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও?’ কিন্তু আমি তোমাদের দেখাব যে এই পৃথিবীতে মানবপুত্রের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে।” এই বলে যীশু সেই পঙ্গু লোকটির দিকে ফিরে বললেন, “ওঠ, তোমার খাটিয়া নিয়ে বাড়ি চলে যাও।”

৭ তখন সেই পঙ্গু লোকটি উঠে তার বাড়ি চলে গেল। ৮ লোকেরা এই ঘটনা দেখে ভয় পেয়ে গেল; আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

যীশু মথিকে মনোনীত করলেন

(মার্ক ২:১৩-১৭; লূক ৫:২৭-৩২)

৯ যীশু সেখান থেকে চলে যাবার সময় দেখলেন একজন লোক কর আদায়ের গদিতে বসে আছে। তাঁর নাম মথি। যীশু তাঁকে বললেন, “আমার সঙ্গে এস।” মথি তখনই উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন।

১০ পরে মথির বাড়িতে যীশু খেতে বসলে সেখানে অনেক কর আদায়কারী ও পাপী-তাপী মানুষ এসে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল। ১১ ফরীশীরা তা দেখে যীশুর অনুগামীদের বললেন, “তোমাদের গুরু কর আদায়কারী ও পাপী-তাপীর সঙ্গে কেন খাওয়া-দাওয়া করেন?”

১২ একথা শুনে যীশু বললেন, “যারা সুস্থ আছে তাদের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, বরং রোগীদেরই ডাক্তারের প্রয়োজন। ১৩ বলিদান নয়, আমি চাই তোমরা দয়া করতে শেখ, ‡শাস্ত্রের এই কথার অর্থ কি তা বুঝে দেখ। কারণ সৎ ও ধার্মিক লোকদের নয়, পাপীদেরই আমি ডাকতে এসেছি।”

যীশু, ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের মতো ছিলেন না

(মার্ক ২:১৮-২২; লূক ৫:৩৩-৩৯)

১৪ পরে যোহনের অনুগামীরা যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা ও ফরীশীরা প্রায়ই উপোস করি; কিন্তু আপনার শিষ্যরা কেন উপোস করে না?”

---

‡৯:১৩ উদ্ধৃতি হোশেয় ৬:৬.

১৫ তখন যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে কি বরের বন্ধুরা শোক করতে পারে? কিন্তু দিন আসছে যখন বরকে তাদের
কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা উপোস করবে।
১৬ "নতুন কাপড়ের টুকরো নিয়ে কেউ পুরানো কাপড়ে তালি দেয় না, তাহলে ছেঁড়াটা আরো বিশ্রী হবে। ১৭ পুরানো চামড়ার
থলিতে কেউ নতুন দ্রাক্ষা রস রাখে না, রাখলে চামড়ার থলিটি ফেটে যায়, ফলে দ্রাক্ষারস পড়ে যায় আর থলিটিও নষ্ট হয়।
টাটকা রস নতুন থলিতেই রাখতে হয়, তাতে দুটোই সুরক্ষিত থাকে।"

মৃত মেয়ের জীবনদান ও অসুস্থ স্ত্রীলোকের আরোগ্যলাভ

(মার্ক ৫:২১-৪৩; লূক ৮:৪০-৫৬)

১৮ যীশু যখন তাদের এসব কথা বলছিলেন, সেই সময় সমাজ-গৃহের নেতাদের একজন তাঁর কাছে এসে নতজানু হয়ে বললেন,
"আমার মেয়েটা এই মাত্র মারা গেল, আপনি এসে তাকে একটু স্পর্শ করুন তাহলে সে বেঁচে উঠবে।"
১৯ তখন যীশু উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন, আর তাঁর শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে চললেন।
২০ পথে যাবার সময় একজন স্ত্রীলোক যীশুর পিছন দিকে এসে তাঁর পোশাকের খুঁট স্পর্শ করল, সে বারো বছর ধরে
রক্তস্রাবে কষ্ট পাচ্ছিল। ২১ সে মনে মনে ভাবল, "আমি যদি যীশুর পোশাক কেবল ছুঁতে পারি, তাহলেই ভাল হয়ে যাব।"
২২ যীশু ঘুরে দাঁড়ালেন আর তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "বাছা, তুমি মনে সাহস রাখো, তোমার বিশ্বাসই তোমায় সুস্থ
করল।" তখন থেকে স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।
২৩ যীশু সেই নেতার বাড়িতে পরে গিয়ে দেখলেন, যারা করুণ সুরে বাঁশি বাজায় তারা রয়েছে আর লোকরা চিৎকার করে
কাঁদছে। ২৪ যীশু বললেন, "তোমরা বাইরে যাও। মেয়েটি মরে নি, ও তো ঘুমিয়ে আছে।" লোকগুলো এই কথা শুনে তাঁকে
নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। ২৫ লোকদের ঘর থেকে বার করে দেওয়া হলে, যীশু ভেতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন, তাতে
সে উঠে বসল। ২৬ এই ঘটনার কথা সেই অঞ্চলের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

বহুলোকের আরোগ্যলাভ

২৭ যীশু যখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন দুজন অন্ধ তাঁর পিছনে পিছনে চলল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল,
"হে দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন।"
২৮ যীশু বাড়িতে এলে সেই দুজন অন্ধ তাঁর কাছে এল। তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি বিশ্বাস কর যে আমি
তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি?" অন্ধ লোক দুটি বলল, "হ্যাঁ, প্রভু আমরা বিশ্বাস করি।"
২৯ তখন তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করে বললেন, "তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছ, তোমাদের প্রতি তেমনি হোক্।" ৩০ আর
তখনই তারা চোখে দেখতে পেল। যীশু তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে বললেন, "দেখ, একথা কেউ যেন জানতে না পারে।"
৩১ কিন্তু তারা সেখান থেকে গিয়ে যীশুর বিষয়ে সেই অঞ্চলের সব জায়গায় বলতে লাগল।
৩২ ঐ দুজন লোক যখন চলে যাচ্ছে, এমন সময় কয়েকজন লোক ভূতে পাওয়া একজন লোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল, সে
কথা বলতে পারত না। ৩৩ সেই ভূতকে তার ভেতর থেকে তাড়িয়ে দেবার পর বোবা লোকটি কথা বলতে লাগল। তাতে সমবেত
সব লোক আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "ইস্রায়েলে এমন কখনও দেখা যায় নি।"
৩৪ কিন্তু ফরীশীরা বলতে থাকল, "সে ভূতদের শাসনকর্তার শক্তিতে তাদের তাড়ায়।"

মানুষের জন্য যীশুর দুঃখবোধ

৩৫ যীশু সেই অঞ্চলের সমস্ত নগর ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে এবং স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার
প্রচার করতে লাগলেন। তাছাড়া তিনি লোকেদের সমস্ত রোগ ব্যাধি ভাল করতে লাগলেন। ৩৬ লোকদের ভীড় দেখে তাদের
জন্য যীশুর মমতা হল, কারণ তারা পালকবিহীন মেষপালের মতো ক্লান্ত ও অসহায় ছিল। ৩৭ তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন,
"ফসল প্রচুর কিন্তু কাটার লোক কত অল্প, ৩৮ তাই তোমরা ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ কর, যেন তিনি ফসল কাটার
জন্য মজুর পাঠান।"

প্রচারের জন্য যীশু প্রেরিতদের পাঠালেন

(মার্ক ৩:১৩-১৯; ৬:৭-১৩; লূক ৬:১২-১৬; ৯:১-৬)

১০ ১ যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের অশুচি আত্মা তাড়িয়ে দেবার ও সব রোগ-ব্যাধি সারাবার ক্ষমতা
দিলেন। ২ সেই বারো জন প্রেরিতের নাম:
প্রথম হলেন শিমোন (যাঁকে পিতর বলা হয়),
তারপর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়,

সিবদিয়ের ছেলে যাকোব
ও তাঁর ভাই যোহন,
৩ ফিলিপ
ও বর্থলময়,
থোমা
ও কর আদায়কারী মথি,
আলফেয়ের ছেলে যাকোব
ও থদ্দেয়,
৪ দেশভক্ত ¶
শিমোন ও যীশুকে (যে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল) সেই যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়।

৫ এই বারো জনকে যীশু এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, "তোমরা অইহুদীদের অঞ্চলে বা শমরীয়দের কোন নগরে যেও না, ৬ বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের কাছে যেও। ৭ তাদের কাছে গিয়ে প্রচার কর যে, 'স্বর্গরাজ্য এসে পড়েছে।' ৮ তোমরা গিয়ে রোগীদের সারিয়ে তোল, মৃতদের বাঁচিয়ে তোল, কুষ্ঠ রোগীদের পরিষ্কার করো, ভূতদের বার করে দাও। তোমরা এসব কাজ বিনামূল্যে করো, কারণ তোমরা সেই ক্ষমতা বিনামূল্যেই পেয়েছ। ৯ তোমাদের কোমরের কাপড়ে বেঁধে তোমরা সোনা, রূপো বা টাকা পয়সা সঙ্গে নিও না। ১০ পথ চলতে কোন থলি বা বাড়তি জামাকাপড় কিংবা জুতো নিও না, এমন কি লাঠিও নয়, কারণ আমি বলছি শ্রমিক তার পারিশ্রমিক পাবার যোগ্য।

১১ "তোমরা যখন কোন শহর বা গ্রামে যাবে, সেখানে এমন কোন উপযুক্ত লোক খুঁজে বার করো যার উপর আস্থা রাখতে পার এবং কোথাও চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার বাড়িতেই থেকো। ১২ যখন তোমরা সেই বাড়িতে গিয়ে উঠবে তখন সেখানকার লোকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলো, 'তোমাদের শান্তি হোক্।' ১৩ সেই বাড়ির লোকরা যদি তোমাদের স্বাগত জানায়, তবে তারা সেই শান্তি লাভের উপযুক্ত। কিন্তু তারা যদি তোমাদের স্বাগত না জানায়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদেরই কাছে ফিরে আসুক। ১৪ কেউ যদি তোমাদের গ্রহণ না করে বা তোমাদের কথা শুনতে না চায়, তবে সেই বাড়ি বা সেই শহর ছেড়ে চলে যেও। যাবার সময় সেখানকার পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো। ১৫ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মহাবিচারের দিনে সদোম ও ঘমোরার §লোকদের থেকে সেই শহরের অবস্থা ভয়ঙ্কর হবে।

কষ্ট বিষয়ে যীশুর সতর্কবানী

(মার্ক ১৩:৯-১৩; লূক ২১:১২-১৭)

১৬ "সাবধান! দেখ, আমি নেকড়ের পালের মধ্যে মেষের মতো তোমাদের পাঠাচ্ছি। তাই তোমরা সাপের মতো চতুর ও পায়রার মতো অমায়িক হয়ো। ১৭ কিন্তু লোকদের থেকে সাবধান থেকো, কারণ তারা তোমাদের গ্রেপ্তার করে সমাজগৃহের মহাসভার হাতে তুলে দেবে। আর তারা সমাজ-গৃহে নিয়ে গিয়ে তোমাদের বেত মারবে। ১৮ আমার অনুসারী হওয়ার জন্য শাসকদের সামনে ও রাজাদের দরবারে তোমাদের হাজির করা হবে। তোমরা এইভাবে তাদের কাছে ও অইহুদীদের কাছে আমার বিষয়ে বলার সুযোগ পাবে। ১৯ তারা যখন তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে বলবে এবং কি বলবে সে নিয়ে চিন্তা করো না, কারণ কি বলতে হবে ঠিক সময়ে তা তোমাদের মুখে যুগিয়ে দেওয়া হবে। ২০ মনে রেখো, তোমরা যে বলবে, তা নয়, কিন্তু তোমাদের ভেতর দিয়ে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের আত্মাই কথা বলবেন।

২১ "ভাই ভাইকে এবং বাবা ছেলেকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য ধরিয়ে দেবে। ছেলেমেয়েরা বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। ২২ আমার নামের জন্য সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে। ২৩ যখন তারা এক শহরে তোমাদের ওপর নির্যাতন করবে, তখন তোমরা অন্য শহরে পালিয়ে যেও। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মানবপুত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা ইস্রায়েলের সমস্ত শহরে তোমাদের কাজ শেষ করতে পারবে না।

২৪ "ছাত্র তার গুরু থেকে বড় নয়, আর ক্রীতদাসও তার মনিব থেকে বড় নয়। ২৫ ছাত্র যদি গুরুর মতো হয়ে উঠতে পারে, আর ক্রীতদাস যদি তার মনিবের মতো হয়ে উঠতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। বাড়ির কর্তাকে তারা যদি বেল্সবূল বলে, তবে বাড়ির অন্যদের তারা আরও কত কি বলবে।

¶১০:৪ দেশভক্ত দেশভক্তরা ছিল ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক দল।
§১০:১৫ সদোম ও ঘমোরা এই দুটি নগরের নাগরিকদের পাপের শাস্তি দিতে ঈশ্বর সেই নগরগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

মানুষকে নয়, ঈশ্বরকে ভয় কর

(লূক ১২:২-৭)

২৬ "তাই তাদের ভয় করো না, কারণ গুপ্ত সব বিষয়ই প্রকাশ পাবে, গোপন সব বিষয়ই প্রকাশ করা হবে। ২৭ অন্ধকারের
মধ্যে আমি যা বলছি, আমি চাই তা তোমরা দিনের আলোতে বল। আর আমি তোমাদের কানে যা বলছি, আমি চাই তা তোমরা
ছাদের উপর থেকে চিৎকার করে বল।
২৮ "যারা কেবল তোমাদের দৈহিকভাবে হত্যা করতে পারে তাদের ভয় করো না, কারণ তারা তোমাদের আত্মাকে ধ্বংস
করতে পারে না। কিন্তু যিনি দেহ ও আত্মা উভয়ই নরকে ধ্বংস করতে পারেন বরং তাঁকেই ভয় কর। ২৯ দুটো চড়াই পাখি কি
মাত্র কয়েক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবু তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না। ৩০ হ্যাঁ, এমন কি
তোমাদের মাথার সব চুলও গোনা আছে। ৩১ কাজেই তোমরা ভয় পেও না। অনেকগুলি চড়াই পাখির থেকেও তোমাদের মূল্য
ঢের বেশী।

তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে লোককে বলো

(লূক ১২:৮-৯)

৩২ "যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের সামনে তাকে স্বীকার করব।
৩৩ কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের সামনে তাকে অস্বীকার
করব।

যীশুর অনুগামী হবার দরুন তোমরা বিপদে পড়বে

(লূক ১২:৫১-৫৩; ১৪:২৬-২৭)

৩৪ "একথা ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি। আমি শান্তি দিতে আসি নি কিন্তু খড়্গ দিতে এসেছি। ৩৫ আমি
এই ঘটনা ঘটাতে এসেছি:
'আমি ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে,
মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে,
বৌমাকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি।
৩৬ নিজের আত্মীয়রাই হবে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু।' **
৩৭ "যে কেউ আমার চেয়ে তার বাবা-মাকে বেশী ভালবাসে সে আমার আপনজন হবার যোগ্য নয়। আর যে কেউ তার ছেলে
বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে, সে আমার আপনজন হবার যোগ্য নয়। ৩৮ যে নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পথে
না চলে, সেও আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়। ৩৯ যে কেউ নিজের জীবন লাভ করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে আমার
জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে, সে তা লাভ করবে।

যারা তোমাদের গ্রহণ করে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন

(মার্ক ৯:৪১)

৪০ "যে তোমাদের সাদরে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তো যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন সেই ঈশ্বরকেই গ্রহণ করে। ৪১ কেউ যদি কোন ভাববাদীকে একজন ভাববাদী বলেই সাদরে গ্রহণ করে, তবে
ভাববাদীর যে পুরস্কার সেও তা লাভ করবে। আর কেউ যদি কোন ধার্মিক লোককে ধার্মিক বলে সাদরে গ্রহণ করে, তবে ধার্মিক
ব্যক্তির প্রাপ্য যে পুরস্কার সেও তা পাবে। ৪২ এই সামান্য লোকদের মধ্যে কাউকে যদি আমার অনুগামী বলে কেউ এক
ঘটি ঠাণ্ডা জল দেয়, আমি সত্যি বলছি, সেও তার পুরস্কার পাবে।"

বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু

(লূক ৭:১৮-৩৫)

১১ ১ যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে এইভাবে নির্দেশ দেওয়া শেষ করলেন। এরপর তিনি গালীল শহরে শিক্ষা দেবার ও
প্রচার করার জন্য সেখান থেকে চলে গেলেন।

**১০:৩৬ উদ্ধৃতি মীখা ৭:৬.

২ যোহন (বাপ্তাইজ) কারাগার থেকে খ্রীষ্টের কাজের কথা শুনলেন। তখন তিনি তাঁর অনুগামীদের যীশুর কাছে পাঠালেন।
৩ অনুগামীরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "যার আগমনের কথা ছিল, আপনি কি সেই লোক, না আমরা আর কারও জন্য অপেক্ষা
করব?"
৪ এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা যা শুনছ ও দেখছ, যোহনকে গিয়ে তা বল ৫ অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি পাচ্ছে, খোঁড়ারা
হাঁটছে, কুষ্ঠরোগীরা আরোগ্য লাভ করছে, বধির জনেরা শুনতে পাচ্ছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠছে, আর দরিদ্র লোকদের কাছে
সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে। ৬ ধন্য সেই লোক, আমাকে গ্রহণ করতে যার কোন বাধা নেই।"
৭ যোহনের অনুগামীরা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন লোকদের উদ্দেশ্য করে যীশু যোহনের বিষয়ে বলতে শুরু করলেন, "তোমরা
মরুপ্রান্তরে কি দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোলায়মান বেত গাছ? ৮ না, তা নয়। তাহলে কি দেখতে গিয়েছিলে? জমকালো
পোশাক পরা কোন লোককে? শোন! যারা জমকালো পোশাক পরে তাদের রাজপ্রাসাদে দেখতে পাবে। ৯ তাহলে তোমরা কি
দেখবার জন্য গিয়েছিলে? একজন ভাববাদীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, যাকে তোমরা দেখেছ তিনি ভাববাদীর চেয়েও
মহান! ১০ তিনি সেই লোক যার বিষয়ে শাস্ত্রে লেখা আছে,
'শোন! আমি তোমার আগে আগে আমার এক দূতকে পাঠাচ্ছি।
সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।' ††
১১ "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভে যত মানুষের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে
কেউই মহান নয়, তবু স্বর্গরাজ্যের কোন ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও যোহনের থেকে মহান। ১২ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সময় থেকে আজ
পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভীষণভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আর শক্তিধর লোকরা তা জোরের সাথে অধিকার করতে চেষ্টা করছে। ১৩ যোহনের
আগমণের পূর্ব পর্যন্ত যা ঘটবে সকল ভাববাদী ও মোশির বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে তা বলা হয়েছে। ১৪ তোমরা যদি একথা বিশ্বাস
করতে রাজী থাক তবে শোন, এই যোহনই সেই ভাববাদী এলিয়, ‡‡যাঁর আসবার কথা ছিল। ১৫ যার শোনবার মতো কান আছে
সে শুনুক।
১৬ "আমি কিসের সঙ্গে এই যুগের লোকদের তুলনা করব? এরা এমন একদল ছোট ছেলেমেয়েদের মতো যারা হাটে বসে
অন্য ছেলেমেয়েদের ডেকে বলে,
১৭ 'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম,
তোমরা নাচলে না।
আমরা শোকের গান গাইলাম,
কিন্তু তোমরা বিলাপ করলে না।'
১৮ যোহন অন্য লোকদের মতো না করলেন আহার, না করলেন পান, আর লোকরা বলে, 'ওকে ভূতে পেয়েছে।' ১৯ এরপর
মানবপুত্র এসে অন্য লোকদের মতো পান ও আহার করলেন বলে লোকে বলছে, 'ঐ দেখ! একজন পেটুক ও মদখোর, কর
আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু।' কিন্তু প্রজ্ঞা তার কাজের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে।"

অবিশ্বাসী লোকদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

(লূক ১০:১৩-১৫)

২০ যে সমস্ত শহরে যীশু বেশীর ভাগ অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তাদের তিনি ভর্ত্সনা করলেন, কারণ তারা তাদের
মন ফেরায় নি। তিনি তাদের বললেন, ২১ "ধিক্ কোরাসীন! ধিক বৈৎসৈদা! ¶¶তোমাদের কি ভয়ঙ্কর দুর্দশাই না হবে! আমি
তোমাদের একথা বলছি কারণ, তোমাদের মধ্যে যে সব অলৌকিক কাজ আমি করেছি তা যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে
সেখানকার লোকেরা অনেক আগেই তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে চটের বস্ত্র পরে ছাই মেখে মন-ফেরাতো। §§২২ তাই
আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে তোমাদের থেকে সোর ও সীদোনের *অবস্থা সহ্য করবার মতো হবে।
২৩ "আর যে কফরনাহূম তুমি নাকি স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত হবে? না! তোমাকে পাতালে নামিয়ে আনা হবে। যে সমস্ত
অলৌকিক কাজ তোমার মধ্যে করা হয়েছে তা যদি সদোমে করা হত তবে সদোম আজও টিকে থাকত। ২৪ আমি তোমাদের
বলছি, বিচারের দিনে তোমাদের চেয়ে বরং সদোম দেশের দশা অনেক সহনীয় হবে।"

---

††১১:১০ উদ্ধৃতি মালাখি ৩:১.
‡‡১১:১৪ এলিয় দ্রষ্টব্য মালাখি ৪:৫-৬.
¶¶১১:২১ কোরাসীন, বৈৎসৈদা গালীল ঝিলের কিনারায় স্থিত নগরসকল, যেখানে যীশু লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন।
§§১১:২১ তারা ... ফেরাতো তখনকার দিনের লোকেরা শোক প্রকাশ করার জন্য এক প্রকার চটের বস্ত্র পরিধান করত,
আর নিজের শরীরে ভস্ম মাখত।
*১১:২২ সোর ও সীদোন লেবাননের নগর যেখানে খুব খারাপ লোক বসবাস করত।

যীশু লোকদের শান্তি দেবার জন্য আহ্বান জানান

(লূক ১০:২১-২২)

২৫ এই সময় যীশু বললেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, আমার পিতা, আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ জগতের জ্ঞানী ও
পণ্ডিতদের কাছে এসব তৎত্ব তুমি গোপন রেখে শিশুর মতো সরল লোকদের কাছে তা প্রকাশ করেছ। ২৬ হ্যাঁ, পিতা এইভাবেই
তো তুমি এটা করতে চেয়েছিলে।
২৭ "আমার পিতা সব কিছুই আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন। পিতা ছাড়া পুত্রকে কেউ জানে না; আর পুত্র ছাড়া পিতাকে
কেউ জানে না। পুত্র যার কাছে পিতাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন সে-ই তাঁকে জানে।
২৮ "তোমরা যারা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। ২৯ আমার
জোয়াল তোমাদের কাঁধে তুলে নাও, আর আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমি বিনয়ী ও নম্র, তাতে তোমাদের প্রাণ
বিশ্রাম পাবে। ৩০ কারণ আমার দেওয়া জোয়াল বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার দেওয়া ভার হাল্কা।"

কিছু ইহুদী যীশুর সমালোচনা করলেন

(মার্ক ২:২৩-২৮; লূক ৬:১-৫)

১২ ১ সেই সময় একদিন যীশু এক বিশ্রামবারে শস্য ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। শিষ্যদের খিদে পাওয়ায় তাঁরা গমের
শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন। ২ কিন্তু ফরীশীরা তা দেখে যীশুকে বললেন, "দেখ! বিশ্রামবারে যা করা নিয়ম বিরুদ্ধ,
তোমার শিষ্যরা তাই করছে।"
৩ তখন যীশু তাঁদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের যখন খিদে পেয়েছিল তখন তিনি কি করেছিলেন তা কি তোমরা পড় নি?
৪ তিনি তো ঈশ্বরের মন্দিরে ঢুকে সেই পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন। দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের অবশ্যই তা খাওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল
না, কেবল যাজকরাই তা খেতে পারতেন। ৫ এছাড়া তোমরা কি মোশির বিধি-ব্যবস্থা পড়নি যে বিশ্রামবারে মন্দিরের মধ্যে
যে যাজকরা কাজ করেন তাঁরাও বিশ্রামবারের বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেন; আর তার জন্য তাদের কোন দোষ হয় না? ৬ কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি, মন্দির থেকেও মহান কিছু এখানে আছে। ৭ 'বলিদান ও নৈবেদ্য থেকে আমি দয়াই চাই।' †শাস্ত্রের
এই বাণীর অর্থ কি তা যদি তোমরা জানতে, তবে যারা দোষী নয় তাদের তোমরা দোষী করতে না।
৮ "কারণ মানবপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।"

যীশু পঙ্গু রোগীকে সুস্থ করেন

(মার্ক ৩:১-৬; লূক ৬:৬-১১)

৯ এরপর যীশু সেখান থেকে তাদের সমাজ-গৃহে গেলেন। ১০ সেখানে একজন লোক ছিল, যার একটা হাত শুকিয়ে পঙ্গু হয়ে
গিয়েছিল। যীশুকে দোষী করবার উদ্দেশ্য নিয়ে লোকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্রামবারে কি
রোগীকে সুস্থ করা উচিত?"
১১ কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "ধর তোমাদের মধ্যে কারও একটা ভেড়া আছে, সেই ভেড়াটা যদি বিশ্রামবারে গর্তে পড়ে
যায়, তবে তুমি কি তাকে ধরে তুলবে না? ১২ আর ভেড়ার চেয়ে মানুষের মূল্য অনেক বেশী। তাই মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে
বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা ন্যায়সঙ্গত।"
১৩ তারপর যীশু সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও।" সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে পর সেটা ভাল হয়ে
অন্য হাতটার মতো হয়ে গেল। ১৪ তখন ফরীশীরা বাইরে গিয়ে যীশুকে মেরে ফেলার জন্য চক্রান্ত করতে লাগল।

যীশু ঈশ্বরের মনোনীত দাস

১৫ কিন্তু যীশু সে কথা জানতে পেরে সেখান থেকে চলে গেলেন। অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। তাদের
মধ্যে যারা রোগী ছিল, তিনি তাদের সকলকে সুস্থ করলেন। ১৬ কিন্তু তাঁর এই কাজের কথা সকলকে বলে বেড়াতে তিনি তাদের
দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন। ১৭ আর এইভাবে তাঁর বিষয়ে ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে বলা ঈশ্বরের বাণী পূর্ণ হল:
১৮ "এই আমার দাস,
একে আমি মনোনীত করেছি।
আমার অতি প্রিয় জন,
যার উপর আমি সন্তুষ্ট।

---

†১২:৭ উদ্ধৃতি হোশেয় ৬:৬.

আমি তাঁর উপরে আমার আত্মার প্রভাব রাখব,
তাতে তিনি অইহুদীদের কাছে ন্যায়নীতির বাণী প্রচার করবেন।
১৯ তিনি কলহ বিবাদ করবেন না,
লোকেরা পথে ঘাটে তাঁর গলার স্বর শুনবে না।
২০ মচকানো বেতগাছ তিনি ভাঙবেন না,
মিট্-মিট্ করে জ্বলতে থাকা পলতেকে তিনি নিভিয়ে দেবেন না
যতদিন না ন্যায়নীতিকে জয়ী করেন ততদিন।
২১ সর্বজাতির লোক তাঁর ওপর প্রত্যাশা রাখবে।" ‡

ঈশ্বর প্রদত্ত যীশুর পরাক্রম

(মার্ক ৩:২০-৩০; লূক ১১:১৪-২৩; ১২:১০)

২২ সেই সময় লোকেরা ভূতে পাওয়া একজন লোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল। লোকটা অন্ধ ও বোবা ছিল। যীশু তাকে সুস্থ করলেন: তাতে সে দেখতে পেল ও কথা বলতে পারল। ২৩ এই দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে বলল, "ইনিই কি দায়ূদের সন্তান?"

২৪ ফরীশীরা একথা শুনে বললেন, "এ তো ভূতদের শাসনকর্তা বেল্সবূলের ¶শক্তিতে ভূতদের তাড়ায়।"

২৫ যীশু ফরীশীদের মনের কথা বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যই ধ্বংস হয়ে যায়। যে শহর বা পরিবার নিজেদের মধ্যে বিবাদে বিভক্ত তা টিকে থাকতে পারে না। ২৬ শয়তান যদি ভূতকে তাড়ায় তবে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে গেলে তার রাজ্য কি করে টিকে থাকবে? ২৭ আমি যদি বেল্সবূলের শক্তিতে ভূত তাড়াই, তবে তোমাদের লোকেরা কার শক্তিতে তাদের তাড়ায়? সুতরাং তোমাদের নিজেদের অনুগামীরাই প্রমাণ করবে যে তোমরা ভুল বলছ। ২৮ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে ভূতদের তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের কাছে এসে গেছে। ২৯ আবার বলছি, কোন শক্তিমান লোককে আগে না বেঁধে কেউ কি তার বাড়িতে ঢুকে তার সবকিছু লুট করতে পারে? তাকে বাঁধবার পর তবেই তো তার বাড়ির সবকিছু লুট করতে পারবে। ৩০ যে আমার পক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষে, যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে তা ছড়াচ্ছে।

৩১ "তাই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব পাপ এবং ঈশ্বর-নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কোন অসম্মানজনক কথাবার্তার ক্ষমা হবে না। ৩২ মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে তার ক্ষমা নেই, এযুগে বা আগামী যুগে কখনই না।

কাজ দেখেই লোককে জানা যায়

(লূক ৬:৪৩-৪৫)

৩৩ "ভাল ফল পেতে হলে ভাল গাছ থাকা দরকার, কিন্তু খারাপ গাছ থাকলে তোমরা খারাপ ফলই পাবে, কারণ ফল দেখেই গাছ চেনা যায়। ৩৪ তোমরা কালসাপ! তোমাদের মতো দুষ্ট লোকেরা কি করে ভাল কথা বলতে পারে? মানুষের অন্তরে যা আছে, মুখ দিয়ে তো সে কথাই বার হয়। ৩৫ ভাল লোক তার অন্তরে ভাল কথাই সঞ্চিত রাখে, আর ভাল কথাই বলে; কিন্তু যার অন্তরে মন্দ বিষয় থাকে, সে তার মুখ দিয়ে মন্দ কথাই বলে। ৩৬ আমি তোমাদের বলছি, লোকে যত বেহিসেবী কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রতিটি কথার হিসাব তাদের দিতে হবে। ৩৭ তোমাদের কথার সুত্র ধরেই তোমাদের নির্দোষ বলা হবে, অথবা তোমাদের কথার ওপর ভিত্তি করেই তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে।"

ইহুদীরা যীশুর কাছে প্রমাণ চাইলেন

(মার্ক ৮:১১-১২; লূক ১১:২৯-৩২)

৩৮ এরপর কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর কাছে এসে বললেন, "হে গুরু, আমরা আপনার কাছ থেকে কোন চিহ্ন বা অলৌকিক কাজ দেখতে চাই।"

৩৯ যীশু তাদের বললেন, "এ যুগের দুষ্ট ও পাপী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে; কিন্তু ভাববাদী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখান হবে না। ৪০ যোনা যেমন সেই বিরাট মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিলেন, তেমনই মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর অন্তঃস্থলে কাটাবেন। ৪১ বিচারের দিনে নীনবীয় লোকেরা এই কালের লোকদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে

---

‡১২:২১ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৪২:১-৪.
¶১২:২৪ বেল্সবূল দুষ্ট আত্মাদের রাজা। শয়তানের আর এক নাম।

তাদের দোষী করবে, কারণ নীনবীয় লোকেরা যোনার প্রচারের ফলে তাদের মন ফেরাল। আর দেখ, যোনার চেয়ে এখানে আরও একজন মহান আছেন।

৪২ "বিচারের দিনে দক্ষিণ দেশের রাণী উঠে এই যুগের লোকদের দোষী সাব্যস্ত করবে, কারণ রাজা শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন, আর দেখ শলোমনের চেয়ে মহান একজন এখানে আছেন।

এই যুগের লোকেরা মন্দে পরিপূর্ণ

(লূক ১১:২৪-২৬)

৪৩ "যখন কোন দুষ্ট আত্মা কোন মানুষের মধ্য থেকে বার হয়ে যায়, তখন সে জলবিহীন শুকনো অঞ্চলে বিশ্রাম পাবার জন্য ঘোরাঘুরি করতে থাকে কিন্তু তা পায় না। ৪৪ তারপর সে বলে, 'আমি যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে ফিরে যাব।' আর ফিরে এসে দেখে সেই ঘর খালি পড়ে আছে; পরিষ্কার ও সাজানো আছে। ৪৫ পরে সে গিয়ে তার থেকে আরো খারাপ অন্য সাতটা দুষ্ট আত্মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তারপর তারা সকলে সেখানে গিয়ে বাস করতে থাকে, তাতে সেই লোকটার প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। এই যুগের মন্দ লোকদের অবস্থাও সেরকম হবে।"

যীশুর অনুগামীরাই তাঁর পরিবার

(মার্ক ৩:৩১-৩৫; লূক ৮:১৯-২১)

৪৬ যীশু যখন সমবেত লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর মা ও ভাইরা এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছায় বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ৪৭ সেই সময় একজন লোক তাঁকে বলল, "দেখুন, আপনার মা ও ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

৪৮ যীশু তখন তাকে বললেন, "কে আমার মা? কারাই বা আমার ভাই?" ৪৯ এরপর তিনি তাঁর অনুগামীদের দেখিয়ে বললেন, "দেখ! এরাই আমার মা, আমার ভাই। ৫০ হ্যাঁ, যে কেউ আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার মা, ভাই ও বোন।"

যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনী শোনালেন

(মার্ক ৪:১-৯; লূক ৮:৪-৮)

১৩ ১ সেই দিনই যীশু ঘর থেকে বার হয়ে হ্রদের ধারে এসে বসলেন। ২ তাঁর চারপাশে বহু লোক এসে জড় হল, তাই তিনি একটা নৌকায় উঠে বসলেন, আর সেই সমবেত জনতা তীরে দাঁড়িয়ে রইল। ৩ তখন তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

তিনি বললেন, "একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। ৪ সে যখন বীজ বুনছিল, তখন কতকগুলি বীজ পথের ধারে পড়ল, আর পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে ফেলল। ৫ আবার কতকগুলি বীজ পাথুরে জমিতে পড়ল, সেখানে মাটি বেশী ছিল না। মাটি বেশী না থাকাতে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বার হল। ৬ কিন্তু সূর্য উঠলে পর অঙ্কুরগুলি ঝলসে গেল, আর শেকড় মাটির গভীরে যায়নি বলে তা শুকিয়ে গেল। ৭ আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল। কাঁটাঝোপ বেড়ে উঠে চারাগুলোকে চেপে দিল। ৮ কিছু বীজ ভাল জমিতে পড়ল, তাতে ফসল হতে লাগল। সে যা বুনেছিল, কোথাও তার ত্রিশগুণ, কোথাও ষাটগুণ, কোথাও শতগুণ ফসল হল। ৯ যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!"

শিক্ষার সময় যীশু কেন দৃষ্টান্ত দিতেন

(মার্ক ৪:১০-১২; লূক ৮:৯-১০)

১০ যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "কেন আপনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে লোকদের সঙ্গে কথা বললেন?"

১১ এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে ঈশ্বরের গুপ্ত সত্য বোঝার ক্ষমতা কেবল মাত্র তোমাদেরই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সকলকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ১২ কারণ যার কিছু আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর হবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। ১৩ আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলি, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না আর তারা বোঝেও না। ১৪ এদের এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে:

'তোমরা শুনবে আর শুনবে,
কিন্তু বুঝবে না।
তোমরা তাকিয়ে থাকবে,
কিন্তু কিছুই দেখবে না।

১৫ এইসব লোকদের অন্তর অসাড়,
এরা কানে শোনে না,
চোখ থাকতেও সত্য দেখতে অস্বীকার করে।
এরকমটাই ঘটেছে যেন এরা চোখে দেখে,
কানে শুনে
আর অন্তরে বুঝে
ভাল হবার জন্য আমার কাছে ফিরে না আসে।' §
১৬ কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তা দেখতে পায়; আর ধন্য তোমাদের কান, কারণ তা শুনতে পায়। ১৭ আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক লোকেরা দেখতে চেয়েও তা দেখতে পায় নি। আর তোমরা যা যা
শুনছ, তা তারা শুনতে চেয়েও শুনতে পায় নি।

বীজ বোনার দৃষ্টান্ত

(মার্ক ৪:১৩-২০; লূক ৮:১১-১৫)

১৮ "এখন তবে সেই চাষী ও তার বীজ বোনার মর্মার্থ শোন।
১৯ "কেউ যখন স্বর্গরাজ্যের শিক্ষার বিষয় শুনেও তা বোঝে না, তখন দুষ্ট আত্মা এসে তার অন্তরে যা বোনা হয়েছিল তা
সরিয়ে নেয়। এটা হল সেই পথের ধারে পড়া বীজের কথা।
২০ "আর পাথুরে জমিতে যে বীজ পড়েছিল, তা সেই সব লোকদের কথাই বলে যারা স্বর্গরাজ্যের শিক্ষা শুনে সঙ্গে সঙ্গে
আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করে; ২১ কিন্তু তাদের মধ্যে সেই শিক্ষার শেকড় ভাল করে গভীরে যেতে দেয় না বলে তারা অল্প
সময়ের জন্য স্থির থাকে। যখন সেই শিক্ষার জন্য সমস্যা, দুঃখ কষ্ট ও তাড়না আসে, তখনই তারা পিছিয়ে যায়।
২২ "কাঁটাঝোপে যে বীজ পড়েছিল, তা এমন লোকদের বিষয় বলে যারা সেই শিক্ষা শোনে, কিন্তু সংসারের চিন্তা ভাবনা ও
ধনসম্পত্তির মায়া সেই শিক্ষাকে চেপে রাখে। সেজন্য তাদের জীবনে কোন ফল হয় না।
২৩ "যে বীজ উৎকৃষ্ট জমিতে বোনা হল, তা এমন লোকদের কথা প্রকাশ করে যারা শিক্ষা শোনে, তা বোঝে এবং ফল দেয়।
কেউ একশ গুণ, কেউ ষাট গুণ আর কেউ বা তিরিশ গুণ ফল দেয়।"

গম এবং শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্ত

২৪ এবার যীশু তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন। স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো যিনি তাঁর জমিতে ভাল
বীজ বুনলেন। ২৫ কিন্তু লোকেরা যখন সবাই ঘুমিয়ে ছিল, তখন সেই মালিকের শত্রু এসে গমের মধ্যে শ্যামা ঘাসের বীজ
বুনে দিয়ে চলে গেল। ২৬ শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল, তখন তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা গেল। ২৭ সেই
মালিকের মজুররা এসে তাঁকে বলল, "আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনেন নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে এল?"
২৮ "তিনি তাদের বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই কোন শত্রুর কাজ।'
"তাঁর চাকরেরা তখন তাঁকে বলল, 'আপনি কি চান, আমরা গিয়ে কি শ্যামা ঘাসগুলি উপড়ে ফেলব?'
২৯ "তিনি বললেন, 'না, কারণ তোমরা যখন শ্যামা ঘাস ওপড়াতে যাবে তখন হয়তো ঐগুলোর সাথে গমের গাছগুলোও
উপড়ে ফেলবে। ৩০ ফসল কাটার সময় না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে সব বাড়তে দাও। পরে ফসল কাটার সময় আমি মজুরদের
বলব তারা যেন প্রথমে শ্যামা ঘাস সংগ্রহ করে আঁটি আঁটি করে বাঁধে ও তা পুড়িয়ে দেয় এবং গম সংগ্রহ করে গোলায়
তোলে।'"

যীশু আরো দৃষ্টান্ত সহযোগে শিক্ষা দিলেন

(মার্ক ৪:৩০-৩৪; লূক ১৩:১৮-২১)

৩১ যীশু তাদের সামনে আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন, "স্বর্গরাজ্য এমন একটা সরষে দানার মতো যা নিয়ে কোন একজন
লোক তার জমিতে লাগাল। ৩২ সমস্ত বীজের মধ্যে ওটা সত্যিই সবচেয়ে ছোট, কিন্তু গাছ হয়ে বেড়ে উঠলে পর তা সমস্ত
শাক-সব্জীর থেকে বড় হয়ে একটা বড় গাছে পরিণত হয়, যাতে পাখিরা এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধে।"
৩৩ তিনি তাদের আর একটা দৃষ্টান্ত বললেন, "স্বর্গরাজ্য যেন খামিরের মতো। একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে একতাল ময়দার
সঙ্গে মেশাল ও তার ফলে সমস্ত ময়দা ফেঁপে উঠল।"

---

§১৩:১৫ উদ্ধৃতি যিশাইয় ৬:৯-১০.

৩৪ জনসাধারণের কাছে উপদেশ দেবার সময় যীশু প্রায়ই এই ধরণের দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি দৃষ্টান্ত ছাড়া কোন শিক্ষাই দিতেন
না। ৩৫ যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়:
"আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলব;
জগতের সৃষ্টি থেকে যে সমস্ত বিষয় এখনও গুপ্ত আছে সেগুলি প্রকাশ করব।" **

যীশু কঠিন গল্পের ব্যাখ্যা দিলেন

৩৬ পরে যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে ঘরে চলে গেলেন। তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, "সেই ক্ষেতের ও শ্যামা
ঘাসের দৃষ্টান্তটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।"
৩৭ এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "যিনি ভাল বীজ বোনেন, তিনি মানবপুত্র। ৩৮ জমি বা ক্ষেত হল এই জগত,
স্বর্গরাজ্যের লোকরা হল ভাল বীজ। আর শ্যামাঘাস তাদেরই বোঝায়, যারা মন্দ লোক। ৩৯ গমের মধ্যে যে শত্রু শ্যামা
ঘাস বুনে দিয়েছিল, সে হল দিয়াবল। ফসল কাটার সময় হল জগতের শেষ সময় এবং মজুররা যারা সংগ্রহ করে, তারা
ঈশ্বরের স্বর্গদূত।
৪০ "শ্যামা ঘাস জড় করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পৃথিবীর শেষের সময়েও ঠিক তেমনি হবে। ৪১ মানবপুত্র তাঁর
স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে দেবেন, আর যারা পাপ করে ও অপরকে মন্দের পথে ঠেলে দেয়, তাদের সবাইকে সেই স্বর্গদূতরা
মানবপুত্রের রাজ্যের মধ্য থেকে একসঙ্গে জড় করবেন। ৪২ তাদের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন। সেখানে লোকে
কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। ৪৩ তারপর যারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে, তারা পিতার রাজ্যে সূর্যের মতো
উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!

গুপ্তধন ও মুক্তার দৃষ্টান্ত মূলক গল্প

৪৪ "স্বর্গরাজ্য ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ধনের মতো। একজন লোক তা খুঁজে পেয়ে আবার সেই ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে
রাখল। সে এতে এত খুশী হল যে সেখান থেকে গিয়ে তার সর্বস্ব বিক্রি করে সেই ক্ষেতটি কিনল।
৪৫ "আবার স্বর্গরাজ্য এমন একজন সওদাগরের মতো, যে ভাল মুক্তা খুঁজছিল। ৪৬ যখন সে একটা খুব দামী মুক্তার খোঁজ
পেল, তখন গিয়ে তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সেই মুক্তাটাই কিনল।

মাছ ধরা জালের দৃষ্টান্ত

৪৭ "স্বর্গরাজ্য আবার এমন একটা বড় জালের মতো যা সমুদ্রে ফেলা হলে তাতে সব রকম মাছ ধরা পড়ল। ৪৮ জাল
পূর্ণ হলে লোকরা সেটা পাড়ে টেনে তুলল, পরে তারা বসে ভালো মাছগুলো বেছে ঝুড়িতে রাখল এবং খারাপগুলো ফেলে দিল।
৪৯ জগতের শেষের দিনে এই রকমই হবে। স্বর্গদূতরা এসে ধার্মিক লোকদের মধ্য থেকে দুষ্ট লোকদের আলাদা করবেন।
৫০ স্বর্গদূতরা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দুষ্ট লোকদের ফেলে দেবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘসবে।"
৫১ যীশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি এসব কথা বুঝলে?"
তারা তাঁকে বলল, "হ্যাঁ, আমরা বুঝেছি।"
৫২ তখন তিনি তাদের বললেন, "প্রত্যেক ব্যবস্থার শিক্ষক, যিনি স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি এমন
একজন গৃহস্থের মতো, যিনি তাঁর ভাঁড়ার থেকে নতুন ও পুরানো উভয় জিনিসই বার করেন।"

যীশু নিজের শহরে যাত্রা করলেন

(মার্ক ৬:১-৬; লূক ৪:১৬-৩০)

৫৩ যীশু এই দৃষ্টান্তগুলি বলার পর সেখান থেকে চলে গেলেন। ৫৪ তারপর তিনি নিজের শহরে গিয়ে সেখানে সমাজ-গৃহে
তাদের মধ্যে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "এই জ্ঞান ও এইসব অলৌকিক
কাজ করার ক্ষমতা এ কোথা থেকে পেল? ৫৫ এ কি সেই ছূতোর মিস্ত্রির ছেলে নয়? এর মায়ের নাম কি মরিয়ম নয়? আর
এর ভাইদের নাম কি যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা নয়? ৫৬ আর এর সব বোনেরা এখানে আমাদের মধ্যে কি থাকে না?
তাহলে কোথা থেকে সে এসব পেল?" ৫৭ এইভাবে তাঁকে মেনে নিতে তারা মহা সমস্যায় পড়ল।
কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "নিজের গ্রাম ও বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গাতেই ভাববাদী সম্মান পান।" ৫৮ তাঁর প্রতি লোকদের
অবিশ্বাস দেখে তিনি সেখানে বেশী অলৌকিক কাজ করলেন না।

**১৩:৩৫ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ৭৮:২.

হেরোদ যীশুর সম্পর্কে শুনলেন

(মার্ক ৬:১৪-২৯; লূক ৯:৭-৯)

১৪ ১ সেই সময় গালীলের শাসনকর্তা হেরোদ, যীশুর বিষয় শুনতে পেলেন। ২ তিনি তাঁর চাকরদের বললেন, "এই লোক
নিশ্চয়ই বাপ্তিস্মদাতা যোহন। সে নিশ্চয়ই মৃত লোকদের মধ্য থেকে বেঁচে উঠেছে। আর সেইজন্যই এইসব অলৌকিক
কাজ করতে পারছে।"

বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিহত হলেন

৩ এই হেরোদই যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারের মধ্যে শেকলে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার
অনুরোধেই তিনি একাজ করেছিলেন। ৪ কারণ যোহন হেরোদকে বার-বার বলতেন, "হেরোদিয়াকে তোমার ঐভাবে রাখা বৈধ
নয়।" ৫ হেরোদ এই জন্য যোহনকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি লোকদের ভয় করতেন, কারণ সাধারণ লোক
যোহনকে ভাববাদী বলে মানত।

৬ এরপর হেরোদের জন্মদিন এল, সেই উৎসবে হেরোদিয়ার মেয়ে, হেরোদ ও তাঁর অতিথিদের সামনে নেচে হেরোদকে খুব
খুশী করল। ৭ সেজন্য হেরোদ শপথ করে বললেন যে, সে যা চাইবে তিনি তাকে তাইদেবেন। ৮ মেয়েটি তার মায়ের পরামর্শ
অনুসারে বলল, "থালায় করে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটা আমায় এনে দিন।"

৯ যদিও রাজা হেরোদ এতে খুব দুঃখিত হলেন, তবু তিনি শপথ করেছিলেন বলে এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন
তাঁরা সেই শপথের কথা শুনেছিলেন বলে সম্মানের কথা ভেবে তিনি তা দিতে হুকুম করলেন। ১০ তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারের
মধ্যে যোহনের শিরশ্ছেদ করালেন। ১১ এরপর যোহনের মাথাটি থালায় করে নিয়ে এসে সেই মেয়েকে দেওয়া হলে, সে তা
নিয়ে তার মায়ের কাছে গেল। ১২ তারপর যোহনের অনুগামীরা এসে তাঁর দেহটি নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন। আর তাঁরা যীশুর
কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন।

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মার্ক ৬:৩০-৪৪; লূক ৯:১০-১৭; যোহন ৬:১-১৪)

১৩ যীশু সব কথা শুনে একা একটা নৌকা করে সেখান থেকে রওনা হয়ে কোন এক নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। কিন্তু
লোকেরা তা জানতে পেরে বিভিন্ন নগর থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথ ধরে তাঁর সঙ্গ ধরল। ১৪ তিনি নৌকা থেকে তীরে নেমে দেখলেন
বহুলোক জড় হয়েছে, তাদের প্রতি তাঁর করুণা হল। তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল, তাদের সকলকে তিনি সুস্থ করলেন।

১৫ সন্ধ্যা হলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "এ জনহীন প্রান্তর আর এখন বেলাও শেষ হয়ে এল, এই লোকদের চলে
যেতে বলুন, তারা যেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনে নিতে পারে।"

১৬ কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "তাদের যাবার দরকার নেই, তোমরাই তাদের কিছু খেতে দাও।"

১৭ তখন তার শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "এখানে আমাদের কাছে পাঁচখানা রুটি আর দুটো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

১৮ তিনি তাঁদের বললেন, "ওগুলো আমার কাছে নিয়ে এস।" ১৯ এরপর তিনি সেই লোকদের ঘাসের ওপর বসে যেতে
বললেন। পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দুটো মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে সেই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
দিলেন। তারপর সেই রুটি টুকরো টুকরো করে তাঁর শিষ্যদের হাতে পরিবেশন করার জন্য দিলেন। শিষ্যরা এক এক করে
লোকদের তা দিলেন। ২০ আর লোকেরা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। পরে শিষ্যরা পড়ে থাকা খাবারের টুকরো-টাকরা তুলে
নিলে তাতে বারোটি টুকরি ভর্ত্তি হয়ে গেল; ২১ যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া পাঁচ
হাজার পুরুষ মানুষ ছিল।

যীশু জলের উপর দিয়ে হাঁটেন

(মার্ক ৬:৪৫-৫২; যোহন ৬:১৬-২১)

২২ এরপরই যীশু তাঁর শিষ্যদের নৌকায় করে হ্রদের অপর পারে তাঁর সেখানে যাবার আগে তাদের পৌঁছাতে বললেন।
এরপর তিনি লোকদের বিদায় জানালেন। ২৩ লোকদের বিদায় দিয়ে, প্রার্থনা করবার জন্য তিনি একা পাহাড়ে উঠে গেলেন।
অন্ধকার হয়ে গেলেও তিনি সেখানে একাই রইলেন। ২৪ নৌকাটি তীর থেকে দূরে গিয়ে পড়েছিল, উল্টো হাওয়া বইতে থাকায়
ঢেউয়ের ধাক্কায় ভীষণভাবে দুলছিল।

২৫ সকাল তিনটে থেকে ছ'টার মধ্যে যীশুর শিষ্যরা নৌকায় ছিলেন। এমন সময় যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে
এলেন। ২৬ যীশুকে হ্রদের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে শিষ্যরা ভয়ে আঁতকে উঠলেন, তারা "ভূত, ভূত" বলে ভয়ে
চিৎকার করে উঠলেন।

২৭ সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁদের বললেন, “এতো আমি! সাহস কর! ভয় করো না।”
২৮ এর উত্তরে পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, এ যদি সত্যিই আপনি হন, তবে জলের ওপর দিয়ে আমাকেও আপনার কাছে
আসতে আদেশ করুন।”
২৯ যীশু বললেন, “এস।”
পিতর তখন নৌকা থেকে নেমে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যীশুর দিকে এগোতে লাগলেন। ৩০ কিন্তু যখন দেখলেন
প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে, তখন খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি আস্তে আস্তে ডুবতে লাগলেন আর চিৎকার করে বললেন,
“প্রভু, আমাকে বাঁচান।”
৩১ যীশু তখনই হাত বাড়িয়ে পিতরকে ধরে ফেলে বললেন, “হে অল্প-বিশ্বাসী! তুমি কেন সন্দেহ করলে?”
৩২ যীশু ও পিতর নৌকায় উঠলে পর ঝোড়ো বাতাস থেমে গেল।
৩৩ যাঁরা নৌকায় ছিলেন তাঁরা যীশুকে প্রণাম করে বললেন, “আপনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র।”

যীশু বহু অসুস্থ মানুষকে আরোগ্যদান করলেন

(মার্ক ৬:৫৩-৫৬)

৩৪ তাঁরা হ্রদ পার হয়ে গিনেষরৎ অঞ্চলে এলেন। ৩৫ সেই অঞ্চলের লোকরা তাঁকে চিনতে পেরে সেই অঞ্চলের সব জায়গায়
লোকদের কাছে তাঁর আসার খবর রটিয়ে দিল। তখন লোকেরা তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তাদের সকলকে যীশুর কাছে
নিয়ে এল। ৩৬ তারা যীশুকে অনুরোধ করল, যেন সেই রোগীরা কেবল তাঁর পোশাকের ঝালর স্পর্শ করতে পারে। আর যাঁরা
স্পর্শ করল, তারাই সুস্থ হয়ে গেল।

মানুষের তৈরী নিয়ম ও ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা

(মার্ক ৭:১-২৩)

১৫ ১ জেরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা যীশুকে বললেন,
২ “আমাদের পিতৃপুরুষরা যে নিয়ম আমাদের দিয়েছেন, আপনার অনুগামীরা কেন তা মেনে চলে না? খাওয়ার আগে
তারা ঠিকমতো হাত ধোয় না!”
৩ এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, “তোমাদের পরম্পরাগত আচার পালনের জন্য তোমরাই বা কেন ঈশ্বরের আদেশ
অমান্য করো? ৪ কারণ ঈশ্বর বলেছেন, ‘তোমরা বাবা-মাকে সম্মান করো।’ ††আর ‘যে কেউ তার বাবা-মার নিন্দা করবে
তার মৃত্যুদণ্ড হবে।’ ‡‡৫ কিন্তু তোমরা বলে থাকো, কেউ যদি তার বাবা কিংবা মাকে বলে, ‘আমি তোমাদের কিছুই সাহায্য
করতে পারব না, কারণ তোমাদের দেবার মত যা কিছু সব আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দানস্বরূপ উৎসর্গ করেছি,’ ৬ তবে বাবা
মায়ের প্রতি তার কর্তব্য কিছু থাকে না। তাই তোমাদের পরম্পরাগত রীতির দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের আদেশ মূল্যহীন করেছ।
৭ তোমরা হলে ভণ্ড! ভাববাদী যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে ঠিকই ভাববাণী করেছেন:
৮ ‘এই লোকগুলো মুখেই আমায় সম্মান করে,
কিন্তু তাদের অন্তর আমার থেকে অনেক দূরে থাকে।
৯ এরা আমার যে উপাসনা করে তা মিথ্যা,
কারণ এরা যে শিক্ষা দেয় তা মানুষের তৈরী কতকগুলি নিয়ম মাত্র।’” ¶¶
১০ এরপর যীশু লোকদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, “আমি যা বলি তা শোন ও তা বুঝে দেখ। ১১ মানুষ যা খায় তা মানুষকে
অশুচি করে না। কিন্তু মুখের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে, তাই মানুষকে অশুচি করে।”
১২ তখন যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, “আপনি কি জানেন ফরীশীরা আপনার এই কথা শুনে অপমান বোধ
করছেন?”
১৩ এর উত্তরে যীশু বললেন, “যে চারাগুলি আমার স্বর্গের পিতা লাগাননি, সেগুলি উপড়ে ফেলা হবে। ১৪ তাই ওদের কথা
বাদ দাও। ওরা নিজেরা অন্ধ, ওরা আবার অন্য অন্ধদের পথ দেখাচ্ছে। দেখ, অন্ধ যদি অন্ধকে পথ দেখাতে যায়, তবে দুজনেই
গর্তে পড়বে।”
১৫ তখন পিতর যীশুকে বললেন, “আপনি যা বললেন, তার অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দিন।”

---

††১৫:৪ উদ্ধৃতি যাত্রা ২০:১২; দ্বি. বি. ৫:১৬.
‡‡১৫:৪ উদ্ধৃতি যাত্রা ২১:১৭.
¶¶১৫:৯ উদ্ধৃতি যিশাইয় ২৯:১৩.

১৬ যীশু বললেন, "তোমরাও কি এখনও বুঝতে পারছ না? ১৭ তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের মধ্যে যায় তা উদরে
গিয়ে পৌঁছায় ও পরে তা বেরিয়ে পায়খানায় পড়ে? ১৮ কিন্তু মুখের মধ্য থেকে যা বার হয় তা মানুষের অন্তর থেকেই বার
হয় আর তাই মানুষকে অশুচি করে তোলে। ১৯ আমি একথা বলছি কারণ মানুষের অন্তর থেকেই সমস্ত মন্দচিন্তা, নরহত্যা,
ব্যভিচার, যৌনপাপ, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বার হয়। ২০ এসবই মানুষকে অশুচি করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ
অশুচি হয় না।"

যীশু ও একজন অ-ইহুদী স্ত্রীলোক

(মার্ক ৭:২৪-৩০)

২১ এরপর যীশু সেই জায়গা ছেড়ে সোর ও সীদোন অঞ্চলে গেলেন। ২২ একজন কনান দেশীয় স্ত্রীলোক সেই অঞ্চল থেকে
এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, "হে প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাকে দয়া করুন। একটা ভূত আমার মেয়ের ওপর ভর করেছে,
তাতে সে ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছে।"

২৩ যীশু তাকে একটা কথাও বললেন না, তখন তাঁর শিষ্যরা এসে যীশুকে অনুরোধ করে বললেন, "ওকে চলে যেতে বলুন,
কারণ ও চিৎকার করতে করতে আমাদের পিছন পিছন আসছে।"

২৪ এর উত্তরে যীশু বললেন, "সকলের কাছে নয়, কেবল ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছে আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

২৫ তখন সেই স্ত্রীলোকটি যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, দয়া করে আমায় সাহায্য করুন!"

২৬ এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া ঠিক নয়।"

২৭ স্ত্রীলোকটি তখন বলল, "হ্যাঁ প্রভু, কিন্তু মনিবদের টেবিল থেকে খাবারের যে সব টুকরো পড়ে কুকুরেই তা খায়।"

২৮ তখন যীশু তাকে বললেন, "হে নারী, তোমার বড়ই বিশ্বাস! যাও, তুমি যেমন চাইছ, তেমনই হোক্।" আর সেই মুহূর্ত্ত
থেকেই তার মেয়েটি সুস্থ হয়ে গেল।

যীশু বহু মানুষকে আরোগ্যদান করলেন

২৯ এরপর যীশু সেখান থেকে গালীল হ্রদের তীর ধরে চললেন। তিনি একটা পাহাড়ের ওপর উঠে সেখানে বসলেন।
৩০ আর বহু লোক সেখানে এসে জড়ো হল, তারা খোঁড়া, অন্ধ, নুলো, বোবা এবং আরও অনেককে সঙ্গে নিয়ে এল। তারা
ঐসব রোগীদের তাঁর পায়ের কাছে রাখল আর যীশু তাদের সকলকে সুস্থ করলেন। ৩১ লোকেরা যখন দেখল বোবা কথা বলছে,
নুলো সুস্থ সবল হচ্ছে, খোঁড়া চলাফেরা করছে, অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করছে, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল আর ইস্রায়েলের
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

যীশু চার হাজারেরও বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মার্ক ৮:১-১০)

৩২ যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন, "এই লোকদের জন্য আমার মনে কষ্ট হচ্ছে, কারণ এরা আজ তিন দিন হল আমার
সঙ্গে সঙ্গে আছে, এদের কাছে আর কোন খাবার নেই। এই ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদের আমি চলে যেতে বলতে পারি না, তাহলে
হয়তো এরা পথে মুর্ছা যাবে।"

৩৩ তখন শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "এই নির্জন জায়গায় এত লোককে খাওয়ানোর মতো অতো খাবার আমরা কোথায় পাবো?"

৩৪ যীশু তাঁদের বললেন, "তোমাদের কাছে কটা রুটি আছে?"

তাঁরা বললেন, "সাতখানা রুটি ও কয়েকটা ছোট মাছ আছে।"

৩৫ যীশু সেই সব লোককে মাটিতে বসে যেতে বললেন। ৩৬ তারপর তিনি সেই সাতটা রুটি ও মাছ ক'টা নিয়ে ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ দিলেন, পরে সেই রুটি টুকরো করে শিষ্যদের হাতে দিলেন, আর শিষ্যরা তা লোকদের দিতে লাগলেন। ৩৭ লোকেরা
সবাই বেশ পেট ভরে খেল। টুকরো-টাকরা যা পড়ে রইল, তা তোলা হলে পর তা দিয়ে সাতটা টুকরি ভর্ত্তি হয়ে গেল। ৩৮ যারা
খেয়েছিল তাদের মধ্যে মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাদ দিয়ে কেবল পুরুষ মানুষের সংখ্যাই ছিল চার হাজার। ৩৯ এরপর
যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে নৌকায় উঠে মগদনের অঞ্চলে গেলেন।

ইহুদী নেতারা যীশুকে পরীক্ষা করলেন

(মার্ক ৮:১১-১৩; লূক ১২:৫৪-৫৬)

১৬ ১ ফরীশী ও সদ্দূকীরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তারা ঐশ্বরিক শক্তির চিহ্নস্বরূপ কোন
অলৌকিক কাজ করে দেখাতে বললেন।

২ এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “সন্ধ্যা হলে তোমরা বলে থাকো দিনে আবহাওয়া ভাল থাকবে, কারণ আকাশের রঙ লাল
হয়েছে। ৩ আবার সকাল বেলা বলে থাকো, আজকে ঝোড়ো আবহাওয়া চলবে কারণ আজ আকাশ লাল ও অন্ধকার হয়েছে।
তোমরা আকাশের অবস্থা ভালই বিচার করে বোঝ, অথচ কালের চিহ্ন বুঝতে পারো না। ৪ এ যুগের দুষ্ট ও ভ্রষ্টাচারী লোকেরা
চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখানো হবে না।” এরপর যীশু তাদের ছেড়ে সেখান
থেকে চলে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের বিরুদ্ধে যীশুর সতর্কবাণী

(মার্ক ৮:১৪-২১)

৫ যীশু ও তাঁর শিষ্যরা হ্রদের ওপারে যাবার সময় সঙ্গে রুটি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। ৬ তখন যীশু তাদের বললেন,
“তোমরা সাবধান! ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক থেকো।”

৭ শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “আমরা রুটি আনিনি বলে সম্ভবতঃ উনি এই কথা বলছেন?”

৮ তাঁরা কি বলাবলি করছেন, তা জানতে পেরে যীশু বললেন, “হে অল্প-বিশ্বাসী মানুষ, তোমরা নিজেদের মধ্যে কেন
বলাবলি করছ যে তোমাদের রুটি নেই? ৯ তোমরা কি বোঝ না অথবা তোমাদের কি মনে নেই সেই পাঁচ হাজার লোকের জন্য
পাঁচ খানা রুটির কথা আর তারপরে কত টুকরি তোমরা ভর্ত্তি করেছিলে? ১০ আবার সেই চার হাজার লোকের জন্য সাতখানা
রুটির কথা, আর কত টুকরি তোমরা তুলে নিয়েছিলে? ১১ তোমরা কেন বুঝতে পার না যে আমি তোমাদের রুটির বিষয় বলিনি?
আমি তোমাদের ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক থাকতে বলেছি।”

১২ তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে রুটির খামির থেকে তিনি তাঁদের সতর্ক হতে বলেন নি, কিন্তু বলেছিলেন তাঁরা যেন ফরীশী
ও সদ্দূকীদের শিক্ষা থেকে সাবধান হন।

পিতর বললেন যীশুই খ্রীষ্ট

(মার্ক ৮:২৭-৩০; লূক ৯:১৮-২১)

১৩ এরপর যীশু কৈসরিয়া, ফিলিপী অঞ্চলে এলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, “মানবপুত্র §§কে? এ বিষয়ে
লোকে কি বলে?”

১৪ তাঁরা বললেন, “কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ বলে এলিয়, *আবার কেউ বলে আপনি যিরমিয় †বা
ভাববাদীদের মধ্যে কেউ একজন হবেন।”

১৫ তিনি তাঁদের বললেন, “কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?”

১৬ এর উত্তরে শিমোন পিতর বললেন, “আপনি সেই মশীহ (খ্রীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।”

১৭ এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “যোনার ছেলে শিমোন, তুমি ধন্য, কোনো মানুষের কাছ থেকে একথা তুমি জাননি, কিন্তু
আমার স্বর্গের পিতা একথা তোমায় জানিয়েছেন। ১৮ আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর ‡আর এই পাথরের ওপরেই
আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। মৃত্যুর কোন শক্তি ¶তার ওপর জয়লাভ করতে পারবে না। ১৯ আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের
চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এই পৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে
দেওয়া হবে।”

২০ এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন, যেন তারা কাউকে না বলে তিনিই খ্রীষ্ট।

যীশুর নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী

(মার্ক ৮:৩১-৯:১; লূক ৯:২২-২৭)

২১ সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে লাগলেন যে তাঁকে অবশ্যই জেরুশালেমে যেতে হবে। আর সেখানে কিভাবে
তাঁকে ইহুদী নেতা, প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাঁকে মেরে ফেলা হবে ও
তিন দিনের মাথায় তিনি মৃত্যুলোক থেকে বেঁচে উঠবেন।

---

§§১৬:১৩ মানবপুত্র যীশু নিজের জন্য এই নাম ব্যবহার করেছিলেন। দানিয়েল ৭:১৩-১৪ মশীহর জন্য এই নাম ব্যবহার
করা হয়েছে, যে নাম ঈশ্বর তাঁর মনোনীতদের উদ্ধার করবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

*১৬:১৪ এলিয় যীশুর অনেক বৎসর পূর্বের এক ভাববানী প্রচারক, যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলেছিলেন।

†১৬:১৪ যিরমিয় এক ভাববাদী প্রচারক, যিনি যীশুর জন্মের অনেক বৎসর পূর্বে মানুষের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছিলেন।

‡১৬:১৮ পিতর পিতর নামের অর্থ পাথর।

¶১৬:১৮ মৃত্যুর কোন শক্তি আক্ষরিক অর্থে “মৃত্যুর দরজা।”

২২ তখন পিতর তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, “প্রভু, এসবের হাত থেকে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা
করুন। এর কোন কিছুই আপনার প্রতি ঘটবে না।”
২৩ যীশু পিতরের দিকে ফিরে বললেন, “আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান! তুমি আমার বাধা স্বরূপ! তুমি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী
দিয়ে এ বিষয় চিন্তা করছ, ঈশ্বরের যা তা তুমি ভাবছ না।”
২৪ এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “কেউ যদি আমায় অনুসরণ করতে চায় তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক আর
নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসারী হোক্। ২৫ যে কেউ নিজের জীবন রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে। কিন্তু যে আমার
জন্য তার নিজের প্রাণ হারাতে চাইবে সে তা রক্ষা করবে। ২৬ কেউ যদি সমস্ত জগত লাভ করে তার প্রাণ হারায় তবে তার
কি লাভ? প্রাণ ফিরে পাবার জন্য তার দেবার মতো কি-ই বা থাকতে পারে? ২৭ মানবপুত্র যখন তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে
নিয়ে তাঁর পিতার মহিমায় আসবেন, তখন তিনি প্রত্যেক লোককে তার কাজ অনুসারে প্রতিদান দেবেন। ২৮ আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা কোনও মতে মৃত্যু দেখবে না, যে পর্যন্ত
মানবপুত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখে।”

মোশি ও এলিয়ের সঙ্গে যীশুকে দেখা গেল

(মার্ক ৯:২-১৩; লূক ৯:২৮-৩৬)

১৭ ১ ছ’দিন পর যীশু পিতর, যাকোব ও তার ভাই যোহনকে সঙ্গে নিয়ে নির্জন এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন। ২ সেখানে
তাঁদের সামনে যীশুর রূপান্তর হল। তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও তাঁর পোশাক আলোর মত সাদা হয়ে গেল।
৩ তারপর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।
৪ এই দেখে পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, ভালই হয়েছে যে আমরা এখানে আছি। যদি আপনার ইচ্ছে হয় তবে আমি
এখানে তিনটে তাঁবু খাটাতে পারি, একটা হবে আপনার, একটা মোশির জন্য আর একটা এলিয়র জন্য।”
৫ পিতর যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় একটা উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে দিল। সেই মেঘ থেকে একটি রব শোনা গেল,
“ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এর প্রতি আমি খুবই প্রীত। তোমরা এঁর কথা শোন।”
৬ যীশুর শিষ্যরা একথা শুনে খুব ভয় পেয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। ৭ তখন যীশু এসে তাদের স্পর্শ করে বললেন,
“ওঠো, ভয় করো না।” ৮ তাঁরা মুখ তুলে তাকালে যীশু ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে পেলেন না।
৯ তাঁরা যখন সেই পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের বললেন, “তোমরা যা দেখলে তা মানবপুত্র
মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কাউকে বলো না।”
১০ তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে ব্যবস্থার শিক্ষকরা কেন বলে থাকেন যে, প্রথমে এলিয়র আসা
আবশ্যক?” §
১১ এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, “এলিয় আসবেন, আর তিনি সব কিছু পুনঃস্থাপন করবেন। ১২ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,
এলিয় এসে গেছেন, আর লোকে তাকে চেনেনি। লোকেরা তাঁর প্রতি যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে। মানবপুত্রকেও তাদের হাতে
সেই একই রকম নির্যাতন ভোগ করতে হবে।” ১৩ তখন তাঁর শিষ্যরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁদের বাপ্তিস্মদাতা যোহনের
কথা বলছেন।

যীশু অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করলেন

(মার্ক ৯:১৪-২৯; লূক ৯:৩৭-৪৩)

১৪ যীশু যখন লোকদের মাঝে আবার ফিরে এলেন, তখন একজন লোক যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বলল,
১৫ “প্রভু আমার ছেলেটিকে দয়া করুন। তার মৃগী রোগ হয়েছে, তাতে সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সে প্রায়ই হয় আগুনে, নয় তো
জলে পড়ে যায়। ১৬ আমি তাকে আপনার শিষ্যদের কাছে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাকে সুস্থ করতে পারেন নি।”
১৭ এর উত্তরে যীশু বললেন, “তোমরা অবিশ্বাসী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক। কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব? কতকাল
আমি তোমাদের বহন করব? ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে এস।” ১৮ তখন যীশু সেই ভূতকে তিরস্কার করলে ভূতটি ছেলেটির
মধ্য থেকে বার হয়ে গেল, আর সেই মুহূর্ত্ত থেকেই ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।
১৯ পরে শিষ্যরা একান্তে যীশুর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা সেই ভূতকে তাড়াতে পারলাম না কেন?”

---

§১৭:১০ এলিয়র ... আবশ্যক দ্রষ্টব্য মালাখি ৪:৫-৬.

২০ যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের অল্প বিশ্বাসের কারণেই তোমরা তা পারলে না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ছোট্ট
সরষে দানার মতো এতটুকু বিশ্বাসও যদি তোমাদের থাকে, তবে তোমরা যদি এই পাহাড়কে বল, 'এখান থেকে সরে ওখানে
যাও' তবে তা সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।" ২১ **

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মার্ক ৯:৩০-৩২; লূক ৯:৪৩-৪৫)

২২ যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা একসঙ্গে যখন গালীলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন যীশু তাঁদের বললেন, "মানবপুত্রকে মানুষের
হাতে তুলে দেওয়া হবে। ২৩ তারা তাঁকে হত্যা করবে; কিন্তু তিন দিনের দিন মানবপুত্র মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।"
এতে শিষ্যরা খুবই দুঃখিত হলেন।

কর দেওয়ার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

২৪ যীশু ও তাঁর শিষ্যরা কফরনাহূমে গেলে, মন্দিরের জন্য যারা কর আদায় করত তারা পিতরের কাছে এসে বলল,
"আপনাদের গুরু কি মন্দিরের কর দেন না?"

২৫ পিতর বললেন, "হ্যাঁ, দেন।"

আর তিনি ঘরে গিয়ে কিছু বলার আগেই যীশু প্রথমে তাঁকে বললেন, "শিমোন তোমার কি মনে হয়? এই পৃথিবীর রাজারা
কাদের কাছ থেকে নানারকম কর আদায় করে? তারা কি তাদের নিজের সন্তানদের কাছ থেকে কর আদায় করে, না বাইরের
লোকেদের কাছ থেকে কর আদায় করে?"

২৬ পিতর বললেন, "তারা অন্য লোকদের কাছ থেকেই আদায় করে।"

তখন যীশু বললেন, "তাহলে তাদের সন্তানদের জন্য ছাড় আছে। ২৭ কিন্তু আমরা যেন ঐ কর আদায়কারীদের কোনরকম
অপমান বোধের কারণ না হই, সেই জন্য তুমি হ্রদে গিয়ে বঁড়শী ফেল আর প্রথমে যে মাছটা উঠবে তা নিয়ে এসে সেই
মাছটার মুখ খুললে তুমি একটি মুদ্রা পাবে, ওটা দিয়ে আমার ও তোমার দেয় কর মিটিয়ে দিও।"

কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ

(মার্ক ৯:৩৩-৩৭; লূক ৯:৪৬-৪৮)

১৮ ১ সেই সময় যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "প্রভু, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"
২ তখন যীশু একটি শিশুকে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে বললেন, ৩ "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন
পর্যন্ত না তোমাদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই শিশুদের মতো হবে, ততদিন তোমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে
না। ৪ তাই, যে কেউ নিজেকে নত-নম্র করে শিশুর মতো হয়ে ওঠে, সেই স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
৫ "আর যে কেউ এরকম কোন সামান্য সেবককে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে।

পাপের বিষয়ে যীশুর সতর্কতা

(মার্ক ৯:৪২-৪৮; লূক ১৭:১-২)

৬ "এই রকম নম্র মানুষদের মধ্যে যারা আমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কারও বিশ্বাসে যদি কেউ বিঘ্ন ঘটায়, তবে তার
গলায় ভারী একটা যাঁতা বেঁধে সমুদ্রের অতল জলে তাকে ডুবিয়ে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল হবে। ৭ ধিক্ এই জগত সংসার!
কারণ এখানে কত রকমেরই না প্রলোভনের জিনিস আছে। প্রলোভন জগতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে যার
দ্বারা তা আসে।
৮ "তাই তোমার হাত কিংবা পা যদি তোমার প্রলোভনে পড়ার কারণ স্বরূপ হয়, তবে তা কেটে ফেলো। দুহাত ও পা নিয়ে
নরকের অনন্ত আগুনে পড়ার চেয়ে বরং নুলো বা খোঁড়া হয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা ভাল। ৯ তোমার চোখ যদি তোমাকে
প্রলোভনের পথে টেনে নিয়ে যায়, তবে তা উপড়ে ফেলে দিও। দুচোখ নিয়ে নরকের আগুনে পড়ার চেয়ে বরং কানা হয়ে অনন্ত
জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল।

**১৭:২১ কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ ২১ যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ছাড়া আর কিছুতেই ঐরূপ
আত্মা বের হয় না।"

যীশু হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার দৃষ্টান্ত দিলেন

(লূক ১৫:৩-৭)

১০ "দেখো, তোমরা আমার এই নম্র মানুষদের মধ্যে একজনকেও তুচ্ছ করো না, কারণ আমি তোমাদের বলছি যে স্বর্গে
তাদের স্বর্গদূতেরা সব সময় আমার স্বর্গীয় পিতার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। ১১ ††
১২ "তোমরা কি মনে কর? যদি কোন লোকের একশোটি ভেড়া থাকে, আর তার মধ্যে যদি একটা ভুল পথে চলে যায় তবে
সে কি নিরানব্বইটাকে পাহাড়ের ধারে রেখে দিয়ে সেই হারানো ভেড়াটা খুঁজতে যাবে না? ১৩ আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
যখন সে সেই ভেড়াটা খুঁজে পায় তখন যে নিরানব্বইটা ভুল পথে যায় নি, তাদের চেয়ে যেটা হারিয়ে গিয়েছিল তাকে ফিরে
পেয়ে সে বেশী আনন্দ করে। ১৪ ঠিক সেই ভাবে, তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন, তিনি চান না, যে এই ছোটদের মধ্যে
একজনও হারিয়ে যায়।

যখন কেউ কোন অন্যায় করে

(লূক ১৭:৩)

১৫ "তোমার ভাই যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করে, তবে তার কাছে একান্তে গিয়ে তার দোষ দেখিয়ে দাও। সে যদি
তোমার কথা শোনে, তবে তুমি তাকে আবার তোমার ভাই বলে ফিরে পেলে। ১৬ কিন্তু সে যদি তোমার কথা না শোনে, তবে
আরো দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাও, যেন ঐ দুজন কিংবা তিনজন সাক্ষীর কথায় প্রত্যেকটা বিষয় সত্য বলে
প্রমাণিত হয়। ১৭ সে যদি তাদের কথা শুনতে না চায়, তবে মণ্ডলীতে তা জানাও। আর সে যদি মণ্ডলীর কথাও শুনতে না চায়,
তবে সে তোমার কাছে বিধর্মী ও কর আদায়কারীর মত হোক্।
১৮ "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমরা যা বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বাঁধা হবে। আর পৃথিবীতে তোমরা যা
খুলে দেবে স্বর্গেও তা খুলে দেওয়া হবে। ১৯ আমি তোমাদের আবার বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের মধ্যে দুজন যদি একমত
হয়ে কোন বিষয় নিয়ে প্রার্থনা কর, তবে আমার স্বর্গের পিতা তাদের জন্য তা পূরণ করবেন। ২০ একথা সত্য, কারণ আমার
অনুসারীদের মধ্যে দুজন কিংবা তিনজন যেখানে আমার নামে সমবেত হয়, সেখানে তাদের মাঝে আমি আছি।"

ক্ষমার বিষয়ে দৃষ্টান্ত

২১ তখন পিতর যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন, "প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে কতবার অন্যায় করলে আমি তাকে
ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত করব কি?"
২২ যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে বলছি, কেবল সাত বার নয়, কিন্তু সাতকে সত্তর দিয়ে গুণ করলে যতবার হয়
ততবার।"
২৩ "স্বর্গরাজ্য এভাবে তুলনা করা যায়, যেমন একজন রাজা যিনি তাঁর দাসদের কাছে হিসাব মিটিয়ে দিতে বললেন। ২৪ তিনি
যখন হিসাব নিতে শুরু করলেন, তখন তাদের মধ্যে একজন লোককে আনা হল যে রাজার কাছে দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা ধারত।
২৫ কিন্তু তার সেই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা ছিল না। তখন সেই মনিব রাজা হুকুম করলেন যেন সেই লোকটাকে তার স্ত্রী ও
ছেলেমেয়েকে আর তার যা কিছু আছে সমস্ত বিক্রি করে পাওনা আদায় করা হয়।
২৬ "তাতে সেই দাস মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে মনিবের পা ধরে বলল, 'আমার ওপর ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার সমস্ত ঋণই
শোধ করে দেব' ২৭ সেই কথা শুনে সেই দাসের প্রতি মনিবের অনুকম্পা হল, তিনি তার সব ঋণ মকুব করে দিয়ে তাকে মুক্ত
করে দিলেন।
২৮ "কিন্তু সেই দাস ছাড়া পেয়ে বাইরে গিয়ে তার একজন সহকর্মীর দেখা পেল, যে তার কাছে প্রায় একশো মুদ্রা ধারত।
সেই দাস তখন তার গলা টিপে ধরে বলল, 'তুই যে টাকা ধার করেছিস তা শোধ কর।'
২৯ "তখন তার সহকর্মী তার সামনে উপুড় হয়ে অনুনয় করে বলল, 'আমার প্রতি ধৈর্য্য ধর। আমি তোমার সব ঋণ শোধ
করে দেব।'
৩০ "কিন্তু সে তাতে রাজী হল না, বরং ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটকে রাখল। ৩১ তার অন্য সহকর্মীরা এই
ঘটনা দেখে খুবই দুঃখ পেল, তাই তারা গিয়ে তাদের মনিবের কাছে যা যা ঘটেছে সব জানাল।

---

††১৮:১১ কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ ১১ যুক্ত করা হয়েছে: "মানবপুত্র হারিয়ে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করতে
এসেছিলেন।" দ্রষ্টব্য লূক ১৯:১০.

৩২ "তখন সেই মনিব তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি দুষ্ট দাস! তুমি আমায় অনুরোধ করলে আর আমি তোমার সব ঋণ মকুব
করে দিলাম। ৩৩ আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতিও কি তোমার দয়া করা উচিত
ছিল না?' ৩৪ তখন তার মনিব ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিতে কারাগারে দিয়ে দিলেন।
৩৫ "তোমরা প্রত্যেকে যদি তোমাদের ভাইকে অন্তর দিয়ে ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গের পিতাও তোমাদের প্রতি ঠিক
ঐভাবে ব্যবহার করবেন।"

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা

(মার্ক ১০:১-১২)

১৯ ১ এসব কথা বলা শেষ করে যীশু গালীল ছেড়ে যর্দন নদীর অন্য পারে যিহূদিয়া প্রদেশে এলেন। ২ বহুলোক তাঁর পিছু
পিছু চলতে লাগল আর তিনি সেখানে তাদের সুস্থ করলেন।
৩ সেই সময় কয়েকজন ফরীশী এসে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "কোন লোকের পক্ষে তার খুশী মতো যে
কোন কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি বিধি-সম্মত?"
৪ যীশু বললেন, "তোমরা কি শাস্ত্রে পড়নি, যে শুরুতেই ঈশ্বর তাদের 'পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছিলেন?' ‡‡৫ এরপর
ঈশ্বর বলেছিলেন, 'এজন্য মানুষ বাবা-মাকে ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হবে, আর সেই দুজন এক দেহ হবে।' ¶¶৬ তাই তারা
আর দুজন নয় কিন্তু একজন। তাই ঈশ্বর যাদের যুক্ত করেছেন, মানুষ তাদের পৃথক না করুক।"
৭ তখন ফরীশীরা তাঁকে বললেন, "তবে মোশির বিধানে শুধুমাত্র বিবাহ বিচ্ছেদ পত্র দিয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করার বিষয়ে
লেখা আছে কেন?"
৮ তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের অন্তরের কঠোরতার জন্যই মোশি সেই বিধান দিয়েছিলেন, শুরুতে কিন্তু এরকম
ছিল না। ৯ তাই আমি তোমাদের বলছি, যদি কোন মানুষ ব্যভিচার দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য
কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে।" §§
১০ তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিস্থিতি যখন এমনই হয়, তখন বিয়ে না করাই ভাল।"
১১ যীশু তাঁদের বললেন, "সবাই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, কেবল যাদের সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারাই তা
মেনে নিতে পারে। ১২ কিছু লোক নপুংসক হয়েই মাতৃ গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, যারা বিয়ে করেই না। আর কিছু লোককে মানুষে
খোজা করে দেয়, সেজন্য তারা বিয়ে করে না। আবার এমন কিছু লোক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য বিয়ে করতে চায় না।
যে কেউ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে গ্রহণ করুক।"

যীশু ছোট ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করলেন

(মার্ক ১০:১৩-১৬; লূক ১৮:১৫-১৭)

১৩ এরপর লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করেন।
কিন্তু যীশুর শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। ১৪ তখন যীশু তাদের বললেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাধা দিও না, ওদের
আমার কাছে আসতে নিষেধ করো না; এদের মতো লোকদের জন্যই তো স্বর্গরাজ্য।" ১৫ এরপর যীশু সব ছেলেমেয়েদের
মাথায় হাত রাখলেন, তারপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

একজন ধনী লোক যীশুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করল

(মার্ক ১০:১৭-৩১; লূক ১৮:১৮-৩০)

১৬ একজন লোক একদিন যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন্ ভাল কাজ করতে
হবে?"
১৭ যীশু তাকে বললেন, "কোনটি ভাল একথা তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন? ভাল তো কেবল একজনই, আর তিনি ঈশ্বর।
যাই হোক্ তুমি যদি অনন্ত জীবন পেতে চাও, তবে তাঁর সব আজ্ঞা পালন কর।"
১৮ সে বলল, "কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করব?"

---

‡‡১৯:৪ উদ্ধৃতি আদি ১:২৭; ৫:২.
¶¶১৯:৫ উদ্ধৃতি আদি ২:২৪.
§§১৯:৯ পদ ৯ যৌন পাপের দ্বারা বিবাহের প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করাই হল ব্যভিচার।

যীশু তাকে বললেন, "'তুমি অবশ্যই নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, ১৯ তোমার বাবা-মাকে সম্মান করো' *ও 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবেসো।'" †

২০ সেই যুবক তখন যীশুকে বলল, "আমি তো এর সবই পালন করে আসছি, তাহলে আমার আর কি করা বাকি আছে?"

২১ যীশু তাঁকে বললেন, "যদি তুমি সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে চাও, তবে যাও, তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। তাতে তুমি স্বর্গে প্রচুর সম্পদ পাবে। তারপর এস, আমার অনুসারী হও।"

২২ কিন্তু সেই যুবক এই কথা শুনে বিষন্ন হয়ে চলে গেল, কারণ তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল।

২৩ যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হবে। ২৪ হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং ছুঁচের ফুটো দিয়ে উটের গলে যাওয়া সহজ।"

২৫ একথা শুনে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা তখন বললেন, "তাহলে উদ্ধার পাওয়া কার পক্ষে সম্ভব?"

২৬ যীশু তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।"

২৭ তখন পিতর বললেন, "দেখুন, আমরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার অনুসারী হয়েছি, তাহলে আমরা কি পাব?"

২৮ যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সেই নতুন জগতে যখন মানবপুত্র তাঁর মহিমামণ্ডিত সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরা যাঁরা আমার অনুসারী হয়েছ, তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসবে আর ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর বিচার করবে। ২৯ আর যে কেউ আমার জন্য বাড়ি ঘর, ভাই বোন, বাবা-মা, ছেলেমেয়ে অথবা জায়গা জমি ছেড়েছে, সে তার শতগুন বেশী পাবে এবং অনন্ত জীবনেরও অধিকারী হবে। ৩০ কিন্তু এমন অনেকে যারা এখন প্রথমে আছে তারা শেষে যাবে, আর যারা এখন শেষে আছে তারা প্রথম হবে।

যীশু মজুরদের বিষয় নিয়ে এক দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী শোনালেন

২০ ১ "স্বর্গরাজ্য এমন একজন জমিদারের মতো, যিনি তাঁর দ্রাক্ষা ক্ষেতে কাজ করার জন্য ভোরবেলাই মজুর আনতে বেরিয়ে পড়লেন। ২ তিনি মজুরদের দিনে একটি রৌপ্যমুদ্রা মজুরী দেবেন বলে ঠিক করে, তাদের তাঁর দ্রাক্ষা ক্ষেতে পাঠিয়ে দিলেন।

৩ "প্রায় নটার সময় তিনি বাড়ির বাইরে গেলেন আর দেখলেন, কিছু লোক বাজারে তখনও কিছু না করে দাঁড়িয়ে আছে। ৪ তিনি তাদের বললেন, 'তোমরাও আমার দ্রাক্ষা ক্ষেতে কাজ করতে যাও, আমি তোমাদের ন্যায় মজুরী দেব।' ৫ তখন তারাও দ্রাক্ষা ক্ষেতে কাজ করতে গেল।

"সেই ব্যক্তি আবার প্রায় বেলা বারোটা ও তিনটার সময় বাড়ির বাইরে গিয়ে ঐ একই রকম ভাবে মজুরদের কাজে পাঠালেন। ৬ প্রায় পাঁচটার সময় তিনি আবার বাইরে গেলেন ও আরো কিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের বললেন, 'তোমরা সারাদিন কোন কাজ না করে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

৭ "তারা তাঁকে বলল, 'কেউ আমাদের কাজে নেয় নি।'

"তখন ক্ষেতের মালিক তাদের বললেন, 'তোমরাও গিয়ে আমার ক্ষেতে কাজে লাগো।'

৮ "দিনের শেষে ক্ষেতের মালিক তাঁর নায়েবকে ডেকে বললেন, 'মজুরদের সকলকে ডাক ও তাদের মজুরী মিটিয়ে দাও; শেষের জন থেকে শুরু করে প্রথম জন পর্যন্ত সকলকে দাও।'

৯ "বিকেল পাঁচটায় যে মজুররা কাজে লেগেছিল, তারা এসে প্রত্যেকে একটা রূপোর টাকা নিয়ে গেল। ১০ প্রথমে যাদের কাজে লাগানো হয়েছিল, তারা বেশী পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু তারাও প্রত্যেকে একটা করে রূপোর টাকা পেল। ১১ তারা তা নিল বটে কিন্তু ক্ষেতের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, ১২ যারা শেষে কাজে লেগেছিল তারা মাত্র একঘন্টা কাজ করেছে, আর আপনি তাদের ও আমাদের সমান মজুরী দিলেন; অথচ আমরা কড়া রোদে সারা দিন ধরে কাজ করলাম।

১৩ "এর উত্তরে তিনি তাদের একজনকে বললেন, 'বন্ধু, আমি তো তোমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করিনি। তুমি কি এক টাকা মজুরীতে কাজ করতে রাজী হও নি? ১৪ তোমার যা পাওনা তা নিয়ে বাড়ি যাও। আমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে যা দিয়েছি, এই শেষের জনকেও তাই দেব। ১৫ যা আমার নিজের, তা আমার খুশীমতো ব্যবহার করার অধিকার কি আমার নেই? আমি দয়ালু, এই জন্য কি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?'

১৬ "ঠিক এই রকম যারা শেষের তারা প্রথম হবে, আর যারা প্রথম, তারা শেষে পড়ে যাবে।"

---

*১৯:১৯ যাত্রা ২০:১২-১৬; দ্বি. বি. ৫:১৬-২০.

†১৯:১৯ লেবীয় ১৯:১৮.

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মার্ক ১০:৩২-৩৪; লূক ১৮:৩১-৩৪)

১৭ এরপর যীশু জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর বারোজন শিষ্যও ছিলেন, পথে তিনি তাঁদের একান্তে ডেকে
নিয়ে গিয়ে বললেন, ১৮ "শোন, আমরা এখন জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছি। সেখানে মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার
শিক্ষকদের হাতে সঁপে দেওয়া হবে, তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। ১৯ তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবার জন্য, বেত মারবার ও ক্রুশে
দেবার জন্য অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।"

এক মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা

(মার্ক ১০:৩৫-৪৫)

২০ পরে সিবদিয়ের ছেলেদের মা তার দুই ছেলেকে নিয়ে যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আমার জন্য কিছু
করুন।

২১ যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি চাও?"

তিনি বললেন, "আপনি আমায় এই প্রতিশ্রুতি দিন যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলে একজন আপনার ডানপাশে
আর একজন বাঁ পাশে বসতে পায়।"

২২ এর উত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা কি চাইছ তা তোমরা জান না। আমি যে দুঃখের পেয়ালায় পান করতে যাচ্ছি তাতে কি
তোমরা পান করতে পার?"

ছেলেরা তাঁকে বলল, "হ্যাঁ, পারি!"

২৩ তিনি তাদের বললেন, "বাস্তবিক, তোমরা আমার পেয়ালায় পান করবে; কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাঁদিকে বসতে দেবার
অধিকার আমার নেই। আমার পিতা যাদের জন্য তা ঠিক করে রেখেছেন, তারাই তা পাবে।"

২৪ বাকি দশজন শিষ্য এই কথা শুনে ঐ দুই ভাইয়ের ওপর রেগে গেলেন। ২৫ তখন যীশু তাঁদের নিজের কাছে ডেকে বললেন,
"তোমরা একথা জান যে, অইহুদীদের শাসনকর্তারাই তাদের প্রভু, আর তাদের মধ্যে যারা প্রধান তারা তাদের ওপর হুকুম
চালায়। ২৬ কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেরকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক
হতে হবে। ২৭ আর তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে চায়, সে যেন তোমাদের দাস হয়। ২৮ মনে রেখো, তোমাদের
মানবপুত্রের মতো হতে হবে, যিনি সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন, আর অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে
নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে এসেছেন।"

দুজন অন্ধকে দৃষ্টিদান

(মার্ক ১০:৪৬-৫২; লূক ১৮:৩৫-৪৩)

২৯ তাঁরা যখন যিরীহো শহর ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন বহু লোক যীশুর পিছু পিছু চলল। ৩০ সেখানে পথের ধারে দুজন অন্ধ
বসেছিল। যীশু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন শুনে তারা চিৎকার করে বলল, "প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন।"

৩১ লোকেরা তাদের ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল। কিন্তু তারা আরো চিৎকার করে বলতে লাগল, "প্রভু দায়ূদের পুত্র,
আমাদের প্রতি দয়া করুন!"

৩২ তখন যীশু দাঁড়ালেন আর তাদের ডেকে বললেন, "তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করব?"

৩৩ তারা বলল, "প্রভু আমরা যেন দেখতে পাই।"

৩৪ তখন তাদের প্রতি যীশুর করুণা হল। তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, আর তখনই তারা দৃষ্টি ফিরে পেল ও তাঁর পেছনে
পেছনে চলল।

রাজার মতো যীশু জেরুশালেমে এলেন

(মার্ক ১১:১-১১; লূক ১৯:২৮-৩৮; যোহন ১২:১২-১৯)

২১ ১ যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুশালেমের কাছাকাছি জৈতুন পর্বতমালার ধারে অবস্থিত বৈৎফগী গ্রামের ধারে এসে
পৌঁছালেন। ২ তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে এই বলে পাঠালেন, "তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। সেখানে দেখবে
একটা গাধা বাঁধা আছে আর একটা বাচ্চাও তার সাথে আছে। তাদের খুলে আমার কাছে নিয়ে এস। ৩ কেউ যদি তোমাদের কিছু
জিজ্ঞেস করে, তবে তাকে বোলো, 'প্রভু এদের চান। তিনি পরে তাদের ফেরত দেবেন।'"

৪ এমনটি হল যেন এর দ্বারা ভাববাদীর ভাববাণী পূর্ণ হয়:

৫ "সিয়োন নগরীকে বল,

‘দেখ তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন।
তিনি নম্র, তিনি গাধার ওপরে,
একটি ভারবাহী গাধার বাচ্চার ওপরে চড়ে আসছেন।’” ‡

৬ যীশু যেমন বলেছিলেন তাঁর শিষ্যেরা গিয়ে তেমনি করলেন। ৭ তারা সেই গাধা ও গাধার বাচ্চাটা এনে তাদের ওপর
নিজেদের গায়ের কাপড় বিছিয়ে দিলে যীশু তাদের উপর বসলেন। ৮ লোকদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের জামা খুলে পথে
বিছিয়ে দিল, আবার অনেকে গাছের ডাল কেটে নিয়ে পথের ওপরে বিছিয়ে দিল। ৯ যারা যীশুর সামনে ও পিছনে ভীড় করে
যাচ্ছিল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল,
“দায়ূদের পুত্রের প্রশংসা হোক্।
‘যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য!’ ¶
স্বর্গে ঈশ্বরের প্রশংসা হোক্।”

১০ যীশু যখন জেরুশালেমে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত শহরে খুব শোরগোল পড়ে গেল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল,
“ইনি কে?”

১১ জনতা বলে উঠল, “ইনি যীশু, গালীলের নাসরতীয় শহরের সেই ভাববাদী।”

যীশু মন্দিরে গেলেন

(মার্ক ১১:১৫-১৯; লূক ১৯:৪৫-৪৮; যোহন ২:১৩-২২)

১২ এরপর যীশু মন্দির চত্বরে ঢুকলেন; আর যারা সেই মন্দির চত্বরের মধ্যে বেচাকেনা করছিল, তাদের তাড়িয়ে দিলেন।
যারা টাকা বদল করে দেবার জন্য টেবিল সাজিয়ে বসেছিল ও যাঁরা ডালায় করে পায়রা বিক্রি করছিল তিনি তাদের টেবিল
ও ডালা উল্টে দিলেন। ১৩ যীশু তাদের বললেন, “শাস্ত্রে লেখা আছে, ‘আমার গৃহ হবে প্রার্থনা গৃহ।’ §কিন্তু তোমরা তা
দস্যুদের আস্তানায় পরিণত করেছ। **”

১৪ এরপর মন্দির চত্বরের মধ্যে অনেক অন্ধ ও খঞ্জ যীশুর কাছে এলে তিনি তাদের সুস্থ করলেন। ১৫ প্রধান যাজকরা ও
ব্যবস্থার শিক্ষকরা দেখলেন যে, যীশু অনেক অলৌকিক কাজ করছেন, আর যখন দেখলেন মন্দির চত্বরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা
চিৎকার করে বলছে, “প্রশংসা, দায়ূদের পুত্রের প্রশংসা হোক্,” তখন তাঁরা রেগে গেলেন।

১৬ তাঁরা যীশুকে বললেন, “ওরা যা বলছে, তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ?”

যীশু তাদের জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, পাচ্ছি, তোমরা কি শাস্ত্রে পড় নি, ‘তুমি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরই
প্রশংসা করতে শিখিয়েছ?’” ††

১৭ এরপর যীশু তাদের ছেড়ে শহরের বাইরে বৈথনিয়ায় গিয়ে রাতে সেখানেই থাকলেন।

বিশ্বাসের শক্তি

(মার্ক ১১:১২-১৪, ২০-২৪)

১৮ পরদিন সকালে তিনি যখন জেরুশালেমে ফিরছিলেন, সেই সময় যীশুর খিদে পেল। ১৯ তিনি পথের ধারে একটি ডুমুর
গাছ দেখতে পেয়ে সেই গাছটার কাছে গেলেন। কিন্তু পাতা ছাড়া তাতে কিছু দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সেই গাছটিকে
বললেন, “তোমাতে আর কখনও ফল হবে না।” আর সেই ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেল।

২০ এই ঘটনা দেখে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, “এই ডুমুর গাছটা এত তাড়াতাড়ি কেমন করে শুকিয়ে গেল?”

২১ এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের যদি ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, যদি
সন্দেহ না কর, তবে ডুমুর গাছের প্রতি আমি যা করেছি, তোমরাও তা করতে পারবে। শুধু তাই নয়, তোমরা যদি ঐ পাহাড়কে
বল, ‘ওঠ, ঐ সাগরে গিয়ে আছড়ে পড়’ দেখবে তাই হবে। ২২ যদি বিশ্বাস থাকে, তবে প্রার্থনায় তোমরা যা চাইবে তা পাবে।”

---

‡২১:৫ উদ্ধৃতি সখরিয় ৯:৯.
¶২১:৯ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১১৮:২৫-২৬.
§২১:১৩ উদ্ধৃতি যিশ. ৫৬:৭.
**২১:১৩ উদ্ধৃতি যির. ৭:১১.
††২১:১৬ উদ্ধৃতি গীত ৮:২.

যীশুর ক্ষমতার বিষয়ে ইহুদী নেতাদের সন্দেহ

(মার্ক ১১:২৭-৩৩; লূক ২০:১-৮)

২৩ যীশু যখন আবার মন্দির চত্বরে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই সময় প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা তাঁর কাছে এসে
বললেন, "তুমি কোন অধিকারে এসব করছ? এই অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?"
২৪ এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই, আর তোমরা যদি তার উত্তর দাও তাহলে
আমিও তোমাদের বলব আমি কোন অধিকারে এসব করছি। ২৫ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার যোহন কোথা থেকে
পেয়েছিলেন? তা কি ঈশ্বরের কাছ থেকে, না মানুষের কাছ থেকে এসেছিল?"
তখন তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করে বলল, "আমরা যদি বলি, ঈশ্বরের কাছ থেকে, তাহলে ও আমাদের বলবে,
'তবে তোমরা কেন তাকে বিশ্বাস কর নি?' ২৬ কিন্তু আমরা যদি বলি, 'মানুষের কাছ থেকে,' তবে জনসাধারণের কাছ থেকে
ভয় আছে, কারণ লোকেরা যোহনকে ভাববাদী বলে মানে।"
২৭ তাই এর উত্তরে তারা যীশুকে বললেন, "আমরা জানি না।"
তখন যীশু তাদের বললেন, "তবে আমিও তোমাদের বলব না, কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি।"

দুই পুত্রের বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী

২৮ তারপর যীশু বললেন, "আচ্ছা, এ বিষয়ে তোমরা কি বলবে? একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। সে তার বড় ছেলের কাছে
গিয়ে বলল, 'বাছা, আজ তুমি আমার দ্রাক্ষা ক্ষেতে গিয়ে কাজ কর।'
২৯ "কিন্তু তার ছেলে বলল, 'আমি যেতে চাই না।' কিন্তু পরে সে তার মত বদলিয়ে কাজে গেল।
৩০ "এরপর লোকটি তার অপর ছেলের কাছে গিয়ে তাকেও সেই একই কথা বলল। এর উত্তরে অন্য ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ,
মহাশয় যাচ্ছি।' কিন্তু সে গেল না।
৩১ "এই দুজনের মধ্যে কে তার বাবার ইচ্ছা পালন করল?"
তারা বললেন, "বড় ছেলে।"
যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা, তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে
প্রবেশ করছে। ৩২ আমি একথা বলছি কারণ জীবনের সঠিক পথ দেখাবার জন্য যোহন তোমাদের কাছে এসেছিলেন আর
তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি। কিন্তু কর-আদায়কারী ও বেশ্যারা তাকে বিশ্বাস করেছে। এসব দেখেও তোমরা মন পরিবর্তন
করনি ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস করনি।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

(মার্ক ১২:১-১২; লূক ২০:৯-১৯)

৩৩ "আর একটি দৃষ্টান্ত শোন! এক জমিদার একটি দ্রাক্ষা ক্ষেত তৈরী করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন। পরে সেই ক্ষেতের
মধ্যে দ্রাক্ষা মাড়াবার জন্য গর্ত খুঁড়লেন। পাহারা দেবার জন্য একটা উঁচু পাহারা ঘর তৈরী করলেন। পরে কয়েকজন চাষীর
কাছে সেই দ্রাক্ষা ক্ষেত ইজারা দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। ৩৪ যখন দ্রাক্ষা তোলার সময় হল, তখন তিনি তাঁর ভাগ নিয়ে
আসবার জন্য তাঁর ক্রীতদাসদের সেই চাষীদের কাছে পাঠালেন।
৩৫ "কিন্তু চাষীরা তাঁর দাসদের একজনকে মারল, একজনকে খুন করল আর তৃতীয়জনকে পাথর ছুঁড়ে খুন করল। ৩৬ এরপর
তিনি প্রথম বারের চেয়ে আরো বেশী দাস সেখানে পাঠালেন, আর সেই চাষীরা ঐ দাসদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করল।
৩৭ পরে তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে তাদের কাছে পাঠালেন; তিনি ভাবলেন, 'ওরা নিশ্চয়ই ওঁর ছেলেকে মান্য করবে।'
৩৮ "কিন্তু চাষীরা যখন দেখল যে মালিকের ছেলে আসছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলল, 'দেখ, এই হচ্ছে
আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, এস, একে আমরা খুন করি, তাহলে আমরাই তার সম্পত্তির মালিক হয়ে যাব।' ৩৯ তখন তারা সেই
ছেলেকে ধরে দ্রাক্ষা ক্ষেতের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও তাকে হত্যা করল।
৪০ "এক্ষেত্রে দ্রাক্ষা ক্ষেতের মালিক যখন ফিরে আসবেন, তখন ঐ চাষীদের তিনি কি করবেন, তোমরা কি বল?"
৪১ ইহুদী যাজকরা যীশুকে বললেন, "তারা দুষ্ট লোক বলে তিনি তাদের নির্মমভাবে ধ্বংস করবেন ও সেই দ্রাক্ষা ক্ষেত অন্য
চাষীদের হাতে দেবেন, যারা ফলের মরশুমে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অংশ দেবে।"
৪২ তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি শাস্ত্রের এই অংশ পড় নি:
'রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটা বাতিল করে দিয়েছিল,
সেই পাথরটাই হয়ে উঠেছে কোণের প্রধান পাথর।
এটা প্রভুরই কাজ,

এটা আমাদের চোখে আশ্চর্য লাগে।' ‡‡

৪৩ "অতএব, আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, আর এমন লোকদের দেওয়া
হবে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহার করবে। ৪৪ আর ঐ যে পাথর তার ওপরে যে পড়বে সে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ
হয়ে যাবে, আর সেই পাথর যার ওপরে পড়বে তাকে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করবে।" ¶¶

৪৫ প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুর দেওয়া এই দৃষ্টান্তগুলি শুনে বুঝতে পারলেন যীশু তাঁদেরই বিষয়ে এই কথাগুলি
বললেন। ৪৬ তাই তাঁরা যীশুকে গ্রেপ্তার করাতে চাইলেন, কিন্তু জনসাধারণের ভয়ে তা করলেন না, কারণ সাধারণ লোকে তাঁকে
ভাববাদী বলে মনে করত।

নৈশ ভোজে আমন্ত্রিত লোকদের কাহিনী

(লূক ১৪:১৫-২৪)

২২ ১ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যীশু আবার তাদের বলতে শুরু করলেন। ২ তিনি বললেন, "স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে এই তুলনা দেওয়া
যেতে পারে, একজন রাজা যিনি তাঁর ছেলের বিয়ের ভোজ প্রস্তুত করলেন। ৩ সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের
ডাকবার জন্য তিনি তাঁর দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না।

৪ "রাজা আবার তাঁর অন্য দাসদের পাঠালেন, বললেন, 'যারা নিমন্ত্রিত তাদের সকলকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত,
আমার বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট বাছুরগুলো সব মারা হয়েছে, আর সব কিছুই প্রস্তুত। তোমরা বিবাহ ভোজে যোগ দিতে এস।'

৫ "কিন্তু নিমন্ত্রিত লোকেরা তাদের কথায় কান না দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল। কেউ বা তার ক্ষেতের কাজে গেল, আবার
কেউ গেল তার ব্যবসার কাজে। ৬ অন্যরা রাজার সেই দাসদের ধরে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল ও তাদের খুন করল। ৭ এতে
রাজা খুব রেগে গেলেন, তিনি তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে সেই খুনীদের মেরে ফেললেন, সৈন্যরা তাদের শহরটিও পুড়িয়ে দিল।

৮ "এরপর রাজা তাঁর দাসদের বললেন, 'বিয়ের ভোজ প্রস্তুত কিন্তু যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিল তারা তার যোগ্য ছিল না।
৯ তাই তোমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাও আর যত লোকের দেখা পাও, তাদের সকলকে এই ভোজে যোগ দেবার জন্য ডেকে
আনো।' ১০ তখন সেই দাসরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভাল ও মন্দ যাদের পেল তাদের সকলকে ডেকে আনল। তাতে বিয়ে বাড়ির
ভোজের ঘর অতিথিতে ভরে গেল।

১১ "কিন্তু রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলেন যে বিয়ে বাড়ির পোশাক পরে
আসে নি। ১২ রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, বিয়ে বাড়ির উপযুক্ত পোশাক ছাড়াই তুমি কেমন করে এখানে এলে?' কিন্তু
সে চুপ করে থাকল। ১৩ তখন রাজা তাঁর পরিচারকদের বললেন, 'এর হাত পা বেঁধে একে বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও, যেখানে
লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।'

১৪ "কারণ অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।"

ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল

(মার্ক ১২:১৩-১৭; লূক ২০:২০-২৬)

১৫ তখন ফরীশীরা সেখান থেকে চলে গেল, আর কেমন করে যীশুকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলা যায় সেই পরিকল্পনা করল।
১৬ তারা হেরোদীয়দের কয়েকজনের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন অনুগামীকে যীশুর কাছে পাঠাল। এই লোকেরা এসে বলল,
"গুরু, আমরা জানি আপনি একজন সৎ লোক। ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর কে কি বলে তার
ধার ধারেন না কারণ লোকে কি ভাববে তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। ১৭ তাহলে আপনার কি মত, কৈসরকে কর দেওয়া
উচিত কি না?"

১৮ যীশু তাদের বদ মতলব বুঝতে পেরে বললেন, "ভণ্ডের দল আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছ কেন? ১৯ যে টাকায় কর দেওয়া
হয় তা আমাকে দেখাও।" তারা একটা রূপোর টাকা তাঁর কাছে নিয়ে এল। ২০ তখন তিনি তাদের বললেন, "এর ওপরে এই
মূর্তি ও নাম কার?"

২১ তারা বলল, "রোম সম্রাট কৈসরের।"

তখন তিনি তাদের বললেন, "তবে যা কৈসরের তা কৈসরকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।"

২২ তারা এই জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল, তাঁকে আর বিরক্ত না করে সেখান থেকে চলে গেল।

---

‡‡২১:৪২ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১১৮:২২-২৩.

¶¶২১:৪৪ কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ ৪৪ নাই।

কিছু সদ্দূকীর যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা

(মার্ক ১২:১৮-২৭; লূক ২০:২৭-৪০)

২৩ যাঁরা বলে পুনরুত্থান নেই, সেই সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেই দিন যীশুর কাছে এসে তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন।
২৪ তাঁরা বললেন, "গুরু, মোশি বলেছেন যদি কোন লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তবে তার নিকটতম আত্মীয়রূপে তার
ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করবে ও তার ভাইয়ের হয়ে তার বংশ উৎপন্ন করবে। ২৫ আমাদের জানা এক পরিবারে সাত ভাই
ছিল। প্রথম জন বিয়ে করল, তার পরে সে মারা গেল। আর তার কোন সন্তান না থাকাতে, তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে
করল। ২৬ এই অবস্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম জন পর্যন্ত হল, তারা সেই স্ত্রীকে বিয়ে করল ও মারা গেল। ২৭ শেষে সেই
স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। ২৮ এখন আমাদের প্রশ্ন হল, পুনরুত্থানের সময় ঐ সাত ভাইয়ের মধ্যে সেই স্ত্রী কার হবে,
সকলেই তো তাকে বিয়ে করেছিল?"

২৯ এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "তোমরা ভুল করছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম।
৩০ জেনে রাখো, পুনরুত্থানের পর লোকেরা বিয়ে করে না, বা তাদের বিয়েও দেওয়া হয় না, তারা বরং স্বর্গদূতদের মতো
থাকে। ৩১ মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে তোমাদের ভালোর জন্য ঈশ্বর নিজে যে কথা বলেছেন, তা কি তোমরা পড়নি?
৩২ তিনি বলেছেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।' §§ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু
জীবিতদেরই ঈশ্বর।"

৩৩ সমবেত লোকেরা তাঁর এই শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

কোন্ আদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

(মার্ক ১২:২৮-৩৪; লূক ১০:২৫-২৮)

৩৪ ফরীশীরা যখন শুনলেন যে যীশুর জবাবে সদ্দূকীরা নিরুত্তর হয়ে গেছেন তখন তাঁরা দল বেঁধে যীশুর কাছে এলেন।
৩৫ তাঁদের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যীশুকে ফাঁদে ফেলবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, ৩৬ "গুরু, বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে
সবচেয়ে মহান আদেশ কোনটি?"

৩৭ যীশু তাঁকে বললেন, "'তোমার সমস্ত অন্তর ও তোমার সমস্ত প্রাণ ও মন দিয়ে তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।'
*৩৮ এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম ও মহান আদেশ। ৩৯ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এরই অনুরূপ, 'তুমি নিজেকে যেমন ভালবাস, তেমনি
তোমার প্রতিবেশীকেও ভালবাসবে।' †৪০ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ভাববাদীদের সমস্ত শিক্ষা, এই দুটি আদেশের উপর নির্ভর করে।"

যীশু ফরীশীদের প্রশ্ন করলেন

(মার্ক ১২:৩৫-৩৭; লূক ২০:৪১-৪৪)

৪১ ফরীশীরা তখনও সেখানে সমবেত ছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ৪২ "খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমরা কি মনে
কর? তিনি কার বংশধর?"

তাঁরা বললেন, "তিনি দায়ূদের পুত্র।"

৪৩ যীশু তাদের বললেন, "তবে দায়ূদ কিভাবে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেছেন? তিনি
বলেছিলেন,

৪৪ 'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
যতক্ষন না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের নীচে রাখি
ততক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বস ও শাসন কর।' ‡

৪৫ তাহলে, দায়ূদ যখন তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেছেন, তখন তিনি কেমন করে তাঁর সন্তান হতে পারেন?"

৪৬ কিন্তু এর উত্তরে কেউ একটি কথাও তাঁকে বলতে পারলেন না, আর সেই দিন থেকে কেউ তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা
করতেও সাহস করলেন না।

---

§§২২:৩২ উদ্ধৃতি যাত্রা ৩:৬.
*২২:৩৭ উদ্ধৃতি দ্বি. বি. ৬:৫.
†২২:৩৯ উদ্ধৃতি লেবীয় ১৯:১৮.
‡২২:৪৪ উদ্ধৃতি গীতসংহিতা ১১০:১.

যীশু ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনা করলেন

(মার্ক ১২:৩৮-৪০; লূক ১১:৩৭-৫২; ২০:৪৫-৪৭)

২৩ ১ এরপর যীশু লোকদের ও তাঁর শিষ্যদের বললেন, ২ "মোশির বিধি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেবার অধিকার ব্যবস্থার শিক্ষক
ও ফরীশীদের আছে। ৩ তাই তারা যা যা বলে, তা তোমরা করো এবং মেনে চলো: কিন্তু তারা যা করে তোমরা তা করো
না। আমি একথা বলছি, কারণ তারা যা বলে তারা তা করে না। ৪ তারা ভারী ভারী বোঝা যা বওয়া কঠিন, তা লোকদের কাঁধে
চাপিয়ে দেয়; কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আঙ্গুলও নাড়াতে চায় না।

৫ "তারা যা কিছু করে সবই লোক দেখানোর জন্য। তারা শাস্ত্রের পদ লেখা তাবিজ বড় করে তৈরী করে, আর নিজেদের
ধার্মিক দেখাবার জন্য পোশাকের প্রান্তে লম্বা লম্বা ঝালর লাগায়। ৬ তারা ভোজসভায় সম্মানের জায়গায় এবং সমাজ-গৃহে
গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসতে ভালবাসে। ৭ তারা হাটে-বাজারে লোকদের কাছ থেকে সম্মানসূচক অভিবাদন ও 'গুরু' ডাক শুনতে
খুবই ভালবাসে।

৮ "কিন্তু তোমরা দেখো, লোকে যেন তোমাদের 'শিক্ষক' বলে না ডাকে, কারণ একজনই তোমাদের শিক্ষক, আর তোমরা
সকলে পরস্পর ভাই বোন। ৯ এই পৃথিবীতে কাউকে 'পিতা' বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনই, তিনি স্বর্গে
থাকেন। ১০ কেউ যেন তোমাদের আচার্য্য বলে না ডাকে, কারণ তোমাদের আচার্য্য একজনই, তিনি খ্রীষ্ট। ১১ তোমাদের মধ্যে
যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের সেবক হবে। ১২ যে কেউ নিজেকে বড় করে, তাকে নত করা হবে। আর যে কেউ নিজেকে
নত করে, তাকে উন্নত করা হবে।

১৩ "ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা লোকদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ করে রাখছ,
নিজেরাও তাতে প্রবেশ করো না, আর যারা প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে তাদেরও প্রবেশ করতে দিচ্ছ না। ১৪ ¶

১৫ "ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! একজন লোককে নিজেদের ধর্মমতে নিয়ে আসার জন্য তোমরা
জলে স্থলে ঘুরে বেড়াও। আর সে যখন তোমাদের ধর্মে আসে, তখন তোমরা নিজেদের চেয়ে তাকে দ্বিগুণ নরকের উপযুক্ত
করে তোল।

১৬ "ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখাও। তোমরা বলে
থাক, 'কেউ যদি মন্দিরের দিব্যি দেয়, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু কেউ যদি মন্দিরের সোনার দিব্যি দেয়, তবে
সে সেই শপথে বাঁধা পড়ল; তাকে অবশ্যই তা পূরণ করতে হবে।' ১৭ মূর্খ অন্ধের দল! কোনটা শ্রেষ্ঠ, মন্দিরের সোনা অথবা
মন্দির, যা সেই সোনাকে পবিত্র করে?

১৮ "তোমরা আবার একথাও বলে থাক, 'কেউ যদি যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে, তাহলে সেই শপথ রক্ষা করার জন্য তার
কোন বাধ্যবাধকতা নেই । কিন্তু কেউ যদি যজ্ঞবেদীর ওপর যে নৈবেদ্য থাকে তার নামে শপথ করে, তবে তার শপথ রক্ষা
করার জন্য সে দায়বদ্ধ রইল।' ১৯ তোমরা অন্ধের দল! কোনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যজ্ঞবেদীতে নৈবেদ্য অথবা বেদী, যা তার
ওপরের নৈবেদ্যকে পবিত্র করে? ২০ তাই যখন কেউ যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে, তখন সে যজ্ঞবেদীর ওপর যা কিছু থাকে সে
সব কিছুরই বিষয়ে শপথ করে। ২১ আর কেউ যখন মন্দিরের নামে শপথ করে, তখন সে জায়গা ও তার মধ্যে যিনি থাকেন, তাঁর
নামেও শপথ করে। ২২ আর যদি কোন লোক স্বর্গের নামে শপথ করে, তখন সে ঈশ্বরের সিংহাসন ও যিনি সেই সিংহাসনে
বসে আছেন তাঁর নামেও শপথ করে।

২৩ "ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা পুদিনা, মৌরী ও জিরার দশভাগের একভাগ ঈশ্বরকে দিয়ে
থাক অথচ ন্যায়, দয়া ও বিশ্বস্ততা, ব্যবস্থার এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহেলা করে থাক। আগের ঐ বিষয়গুলি পালন
করার সঙ্গে সঙ্গে পরের এই বিষয়গুলি পালন করাও তোমাদের উচিত। ২৪ তোমরা অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা মশা ছেঁকে ফেল,
কিন্তু উট গিলে থাক।

২৫ "ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা থালা বাটির বাইরেটা পরিষ্কার করে থাক, কিন্তু ভেতরটা
থাকে লোভ ও আত্মতোষণে ভরা। ২৬ অন্ধ ফরীশী! প্রথমে তোমাদের পেয়ালার ভেতরটা পরিষ্কার কর, তাহলে গোটা পেয়ালার
ভেতরে ও বাইরে উভয় দিকই পরিষ্কার হবে।

২৭ "ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা চুনকাম করা কবরের মতো, যার বাইরেটা দেখতে খুব
সুন্দর, কিন্তু ভেতরে মরা মানুষের হাড়গোড় ও সব রকমের পচা জিনিস রয়েছে। ২৮ তোমরা ঠিক সেইরকম, বাইরের লোকদের
চোখে ধার্মিক, কিন্তু ভেতরে ভণ্ডামী ও দুষ্টতায় পূর্ণ।

¶২৩:১৪ কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ ১৪ যুক্ত করা হয়েছে: "ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা তোমাদের খারাপ সময়
আসছে। তোমরা ভণ্ড। তোমরা বিধবাদের বাড়ি কেড়ে নাও। লোকদের দেখানোর জন্য বড় বড় প্রার্থনা কর। তোমাদের আরও
কড়া শাস্তি পেতে হবে।" দ্রষ্টব্য মার্ক ১২:৪০; লূক ২০:৪৭.

২৯ “ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা ভাববাদীদের জন্য স্মৃতিসৌধ গাঁথ ও ঈশ্বর ভক্ত লোকদের
কবর সাজাও, ৩০ আর বলে থাক, ‘আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তবে ভাববাদীদের হত্যা করার জন্য
তাদের সাহায্য করতাম না।’ ৩১ এতে তোমরা নিজেদের বিষয়েই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, ভাববাদীদের যারা হত্যা করেছিল তোমরা
তাদেরই বংশধর। ৩২ তাহলে যাও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা শুরু করে গেছে তোমরা তার বাকি কাজ শেষ করো।
৩৩ “সাপ, বিষধর সাপের বংশধর! কি করে তোমরা ঈশ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাবে? তোমরা দোষী প্রমাণিত হবে ও নরকে
যাবে। ৩৪ তাই আমি তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী, জ্ঞানীলোক ও শিক্ষকদের পাঠাচ্ছি। তোমরা তাদের
কারো কারোকে হত্যা করবে, আর কাউকে বা ক্রুশে দেবে, কাউকে বা তোমরা সমাজ-গৃহে চাবুক মারবে। এক শহর থেকে
অন্য শহরে তোমরা তাদের তাড়া করে ফিরবে।
৩৫ “এইভাবে নির্দোষ হেবলের রক্তপাত থেকে শুরু করে বরখায়ার পুত্র সখরিয়, যাকে তোমরা মন্দিরের পবিত্র স্থান ও
যজ্ঞবেদীর মাঝখানে হত্যা করেছিলে, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যত নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত মাটিতে ঝরে পড়েছে, সেই সমস্তের
দায় তোমাদের ওপরে পড়বে। ৩৬ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই যুগের লোকদের ওপর ঐ সবের শাস্তি এসে পড়বে।

জেরুশালেমের লোকদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

(লূক ১৩:৩৪-৩৫)

৩৭ “হায় জেরুশালেম, জেরুশালেম! তুমি, তুমিই ভাববাদীদের হত্যা করে থাক, আর তোমার কাছে ঈশ্বর যাদের পাঠান
তাদের পাথর মেরে থাক। মুরগী যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নীচে জড়ো করে, তেমনি আমি তোমার লোকদের কতবার আমার
কাছে জড়ো করতে চেয়েছি, কিন্তু তোমরা রাজী হও নি। ৩৮ এখন তোমাদের মন্দির পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকবে। ৩৯ বাস্তবিক,
আমি তোমাদের বলছি, যে পর্যন্ত না তোমরা বলবে, ‘ধন্য, তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন, সে পর্যন্ত তোমরা আর আমাকে
দেখতে পাবে না।’” §

ভবিষ্যতে মন্দিরের বিনাশ

(মার্ক ১৩:১-৩১; লূক ২১:৫-৩৩)

২৪ ১ যীশু মন্দির থেকে যখন বাইরে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে মন্দিরের বড় বড় দালানের দিকে
তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। ২ এর জবাবে যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরা এখন এখানে এসব দেখছ, কিন্তু আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে একটা পাথর আর একটা পাথরের ওপর থাকবে না, এসবই ভুমিস্যাত হবে।”
৩ যীশু যখন জৈতুন পর্বতমালার ওপর বসেছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা একান্তে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, “আমাদের
বলুন, কখন এসব ঘটবে, আর আপনার আসার এবং এযুগের শেষ পরিণতির সময় জানার চিহ্নই বা কি হবে?”
৪ এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “দেখো, কেউ যেন তোমাদের না ঠকায়। ৫ আমি তোমাদের একথা বলছি কারণ অনেকে
আমার নামে আসবে আর তারা বলবে, ‘আমি খ্রীষ্ট।’ আর তারা অনেক লোককে ঠকাবে। ৬ তোমরা নানা যুদ্ধের কথা শুনবে
এবং তোমাদের কানে যুদ্ধের গুজব আসেব। কিন্তু দেখো, তোমরা ভয় পেও না, কারণ ঐ সব ঘটনা অবশ্যই ঘটবে কিন্তু তখনও
শেষ নয়। ৭ হ্যাঁ, এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে; আর এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যাবে। সর্বত্র দুর্ভিক্ষ
ও ভূমিকম্প হবে। ৮ কিন্তু এসব কেবল যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।
৯ “সেই সময় শাস্তি দেবার জন্য তারা তোমাদের ধরিয়ে দেবে ও হত্যা করবে। আমার শিষ্য হয়েছ বলে জগতের
সকল জাতির লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করবে। ১০ সেই সময় অনেক লোক বিশ্বাস থেকে সরে যাবে। তারা একে অপরকে
শাসনকর্তাদের হাতে ধরিয়ে দেবে আর তারা পরস্পরকে ঘৃণা করবে। ১১ অনেক ভণ্ড ভাববাদীর আবির্ভাব হবে, যাঁরা বহু লোককে
ঠকাবে। ১২ অধর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ লোকদের মধ্য থেকে ভালবাসা কমে যাবে। ১৩ কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে
স্থির রাখবে, সে রক্ষা পাবে। ১৪ আর রাজ্যের (স্বর্গ) এই সুসমাচার জগতের সর্বত্র প্রচার করা হবে। সমস্ত জাতির কাছে
তা সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, আর তারপরই উপস্থিত হবে সেই সময়।
১৫ “তোমরা তখন দেখবে যে, ভাববাদী দানিয়েলের মধ্য দিয়ে যে ‘সর্বনাশা ঘৃণার বস্তুর’ **কথা বলা হয়েছিল তা পবিত্র
স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।” (যে একথা পড়ছে সে বুঝুক এর অর্থ কি।) ১৬ “সেই সময় যারা যিহূদিয়াতে থাকবে, তারা পাহাড় অঞ্চলে
পালিয়ে যাক্। ১৭ যে ছাদে থাকবে, সে যেন ঘর থেকে তার জিনিস নেবার জন্য নীচে না নামে। ১৮ ক্ষেতের মধ্যে যে কাজ
করবে, সে তার জামা নেবার জন্য ফিরে না আসুক।

---

§২৩:৩৯ উদ্ধৃতি গীত ১১৮:২৬.
**২৪:১৫ সর্বনাশা … বস্তু দ্রষ্টব্য দানি. ৯:২৭, ১২:১১.

১৯ "হায়! সেই মহিলারা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী থাকবে, বা যাদের কোলে থাকবে দুধের শিশু। ২০ তাই প্রার্থনা কর
যেন শীতকালে বা বিশ্রামবারে তোমাদের পালাতে না হয়। ২১ সেই দিনগুলিতে এমন মহাকষ্ট হবে যা জগতের শুরু থেকে এই
সময় পর্যন্ত আর কখনও হয় নি এবং হবে ও না।
২২ "আরো বলছি, সেই দিনগুলির সংখ্যা ঈশ্বর যদি কমিয়ে না দিতেন তবে কেউই অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু তাঁর মনোনীত
লোকদের জন্য তিনি সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে রেখেছেন।
২৩ "সেই সময় কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, মশীহ (খ্রীষ্ট)' এখানে, অথবা 'দেখ, তিনি ওখানে,' তাহলে সে কথায়
বিশ্বাস করো না। ২৪ আমি একথা বলছি, কারণ অনেক ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদীর উদয় হবে। তারা মহা আশ্চর্য কাজ করবে
ও চিহ্ন দেখাবে, যেন লোকদের ঠকাতে পারে। যদি সম্ভব হয়, এমনকি ঈশ্বরের মনোনীত লোকদেরও ঠকাবে। ২৫ দেখ, আমি
আগে থেকেই তোমাদের এসব কথা বলে রাখলাম।
২৬ "তাই তারা যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, খ্রীষ্ট প্রান্তরে আছেন!' তবে তোমরা সেখানে যেও না, অথবা যদি বলে দেখ,
'তিনি ভেতরের ঘরে লুকিয়ে আছেন,' তাদের কথায় বিশ্বাস করো না। ২৭ আকাশে বিদ্যুত যেমন পূর্ব দিকে দেখা দিয়ে পশ্চিম
দিক পর্যন্ত চমকে দেয়, তেমনি করেই মানবপুত্রের আবির্ভাব হবে। ২৮ যেখানে শব, সেখানেই শকুন এসে জড় হবে।
২৯ "মহাক্লেশের সেই দিনগুলির পরই,
'সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে,
চাঁদ আর আলো দেবে না।
তারাগুলো আকাশ থেকে খসে পড়বে
আর আকাশমণ্ডলে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হবে।' ††
৩০ "সেই সময় আকাশে মানবপুত্রের চিহ্ন দেখা দেবে। তখন পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী হা-হুতাশ করবে; আর তারা মানবপুত্রকে
মহাপরাক্রম ও মহিমামণ্ডিত হয়ে আকাশের মেঘে করে আসতে দেখবে। ৩১ খুব জোরে তূরীধ্বনির সঙ্গে তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের
পাঠাবেন। তাঁরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, চার দিক থেকে তাঁর মনোনীত লোকদের জড়ো করবেন।
৩২ "ডুমুর গাছ দেখে শিক্ষা নাও, তার কচি ডালে পাতা এলে জানা যায় গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে। ৩৩ ঠিক সেই রকম,
যখন তোমরা দেখবে এসব ঘটছে, বুঝবে মানবপুত্রের পুনরুত্থানের সময় এসে গেছে, তা দরজার গোড়ায় এসে পড়েছে।
৩৪ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না এসব ঘটছে এই যুগের লোকদের শেষ হবে না। ৩৫ আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী
বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কোন কথা বিলুপ্ত হবে না।

উপযুক্ত সময়ের কথা কেবল ঈশ্বরের জানা

(মার্ক ১৩:৩২-৩৭; লূক ১৭:২৬-৩০, ৩৪-৩৬)

৩৬ "সেই দিন ও মুহূর্ত্তের কথা কেউ জানে না, এমন কি স্বর্গদূতরা অথবা পুত্র নিজেও তা জানেন না, কেবলমাত্র পিতা
(ঈশ্বর) তা জানেন।
৩৭ "নোহের সময় যেমন হয়েছিল, মানবপুত্রের আগমনের সময় সেইরকম হবে। ৩৮ নোহের সময়ে বন্যা আসার আগে,
যে পর্যন্ত না নোহ সেই জাহাজে ঢুকলেন, লোকেরা সমানে ভোজন পান করেছে, বিয়ে করেছে ও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছে।
৩৯ যে পর্যন্ত না বন্যা এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারে নি যে কি ঘটতে যাচ্ছে।
"মানবপুত্রের আগমনও ঠিক সেইরকম ভাবেই হবে। ৪০ সেই সময় দুজন লোক মাঠে কাজ করবে। তাদের একজনকে নিয়ে
যাওয়া হবে, অন্য জন পড়ে থাকবে। ৪১ দুজন স্ত্রীলোক যাঁতা পিষবে, তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর অন্যজন
পড়ে থাকবে।
৪২ "তাই তোমরা সজাগ থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কোন দিন আসবেন, তা তোমরা জানো না। ৪৩ তবে একথা মনে রেখো,
যদি গৃহস্থ জানত রাত্রের কোন সময় চোর আসবে, তবে সে জেগে থাকত। সে চোরকে নিজের ঘরের সিঁধ কাটতে দিত না।
৪৪ তাই তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ তোমরা যখন তাঁর আগমনের বিষয়ে ভাববেও না, মানবপুত্র সেই সময়ই আসবেন।

উপযুক্ত দাস ও দুষ্ট দাস

(লূক ১২:৪১-৪৮)

৪৫ "সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস তাহলে কে, যার ওপর তার প্রভু তাঁর বাড়ির অন্যান্য দাসদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার
দায়িত্ব দিয়েছেন? ৪৬ সেই দাস ধন্য যার মনিব ফিরে এসে তাকে তার কর্তব্য করতে দেখবেন। ৪৭ আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, তিনি সেই দাসকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দেবেন।

---

††২৪:২৯ উদ্ধৃতি যিশাইয় ১৩:১০; ৩৪:৪-৫.

৪৮ "কিন্তু ধর, সেই দাস যদি দুষ্ট হয়, আর মনে মনে বলে, আমার মনিবের ফিরে আসতে অনেক দেরী আছে। ৪৯ তাই সে
তার সঙ্গী দাসদের মারধর করে এবং মাতালদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে শুরু করে। ৫০ তাহলে যে দিন ও যে সময়ের কথা
সেই দাস ভাবতেও পারবে না বা জানবেও না, সেই দিন ও সেই মুহূর্ত্তেই তার মনিব এসে হাজির হবেন। ৫১ তখন তার মনিব
তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন, ভণ্ডদের মধ্যে তাকে স্থান দেবেন-যেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘসে।

দশজন কনের দৃষ্টান্তমূলক গল্প

২৫ ১ "স্বর্গরাজ্য কেমন হবে, তা দশজন কনের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যারা তাদের প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে বার হল। ২ তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ আর অন্য পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। ৩ সেই নির্বোধ কনেরা তাদের
বাতি নিল বটে কিন্তু সঙ্গে তেল নিল না। ৪ অপরদিকে বুদ্ধিমতী কনেরা তাদের প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেলও নিল। ৫ বর
আসতে দেরী হওয়াতে তারা সকলেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

৬ "কিন্তু মাঝরাতে চিৎকার শোনা গেল, 'দেখ, বর আসছে! তাকে বরণ করতে এগিয়ে যাও।'

৭ "সেই কনেরা তখন উঠে তাদের প্রদীপ ঠিক করল। ৮ কিন্তু নির্বোধ কনেরা বুদ্ধিমতী কনেদের বলল, 'তোমাদের তেল
থেকে আমাদের কিছু তেল দাও, কারণ আমাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে।'

৯ "এর উত্তরে সেই বুদ্ধিমতী কনেরা বলল, 'না। তেল যা আছে তাতে হয়তো আমাদের ও তোমাদের কুলোবে না, তোমরা
বরং যারা তেল বিক্রি করে তাদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে আনো।'

১০ "তারা যখন তেল কেনার জন্য বাইরে যাচ্ছে, এমন সময় বর এসে উপস্থিত হল, তখন যে কনেরা প্রস্তুত ছিল তারা
বরের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

১১ "শেষে অন্য কনেরা এসে বলল, 'শুনছেন, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।'

১২ "কিন্তু এর উত্তরে বর বলল, 'সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না।'

১৩ "তাই তোমরা সজাগ থেকো, কারণ তোমরা সেই দিন বা মুহূর্ত্তের কথা জান না, কখন মানবপুত্র ফিরে আসবেন।

তিনজন দাসের কাহিনী

(লূক ১৯:১১-২৭)

১৪ "স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো, যিনি বিদেশে যাবার আগে চাকরদের ডেকে সম্পত্তির ভার তাদের হাতে দিয়ে
গেলেন। ১৫ তিনি একজনকে পাঁচ থলি মোহর, আর একজনকে দু থলি মোহর এবং আর একজনকে এক থলি মোহর দিলেন।
যার যেমন ক্ষমতা সেই অনুসারে দিয়ে তিনি বিদেশে চলে গেলেন। ১৬ যে পাঁচ থলি মোহর পেয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা
খাটাতে শুরু করল, আর তাই দিয়ে আরো পাঁচ থলি মোহর লাভ করল। ১৭ যে লোক দু'থলি মোহর পেয়েছিল সেও সেই টাকা
খাটিয়ে আরো দু'থলি মোহর রোজগার করল। ১৮ কিন্তু যে এক থলি মোহর পেয়েছিল, সে গিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মনিবের
টাকা সেই গর্তে পুঁতে রাখল।

১৯ "অনেক দিন পর সেই চাকরদের মনিব ফিরে এসে তাদের কাছে হিসাব চাইলেন। ২০ যে পাঁচ থলি মোহর পেয়েছিল, সে
আরো পাঁচ থলি মোহর এনে বলল, 'হুজুর, আপনি আমাকে পাঁচ থলি মোহর দিয়েছিলেন, দেখুন আমি তাই দিয়ে আরো পাঁচ
থলি মোহর রোজগার করেছি।'

২১ "তার মনিব তখন তাকে বললেন, 'বেশ, তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি এই সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকাতে আমি
তোমার হাতে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এস, তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও।'

২২ "এরপর যে দু থলি মোহর পেয়েছিল, সেও তার মনিবের কাছে এসে বলল, 'হুজুর, আপনি আমায় দু থলি মোহর
দিয়েছিলেন, দেখুন আমি তাই দিয়ে আরো দু থলি মোহর রোজগার করেছি।'

২৩ "তার মনিব তাকে বললেন, 'বেশ! তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি সামান্য বিষয়ের উপর বিশ্বস্ত হলে, তাই আমি
আরো অনেক কিছুর ভার তোমার ওপর দেব। এস, তুমি তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও।'

২৪ "এরপর যে লোক এক থলি মোহর পেয়েছিল সে তার মনিবের কাছে এসে বলল, 'হুজুর আমি জানি আপনি বড় কড়া
লোক। আপনি যেখানে বীজ বোনেন নি সেখানে কাটেন; আর যেখানে কোন বীজ ছড়ান নি সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করেন:
২৫ তাই আমি ভয়ে আপনার দেওয়া মোহরের থলি মাটিতে পুঁতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আপনার যা ছিল তা নিন।'

২৬ "এর উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, 'তুমি দুষ্ট ও অলস দাস! তুমি তো জানতে আমি যেখানে বুনি না সেখানেই কাটি;
আর তুমি এও জান যেখানে আমি বীজ ছড়াই না সেখান থেকেই সংগ্রহ করি। ২৭ তাই তোমার উচিত ছিল মহাজনদের কাছে
আমার টাকা জমা রাখা, তাহলে আমি এসে আমার টাকার সঙ্গে কিছু সুদও পেতাম।'

২৮ "তাই তোমরা এর কাছ থেকে, 'ঐ মোহর নিয়ে যার দশ থলি মোহর আছে তাকে দাও। ২৯ হ্যাঁ, যার আছে তাকে আরো
দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর হবে। কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছে থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।' ৩০ তোমরা ঐ
অকর্মন্য দাসকে অন্ধকারে বাইরে ফেলে দাও; সেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।

মানবপুত্র সকল লোকের বিচার করবেন

৩১ "মানবপুত্র যখন নিজ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে তাঁর স্বর্গদূতদেব সঙ্গে নিয়ে এসে মহিমার সিংহাসনে বসবেন, ৩২ তখন
সমস্ত জাতি তাঁর সামনে জড়ো হবে। রাখাল যেমন ভেড়া ও ছাগল আলাদা করে, তেমনি তিনি সব লোককে দুভাগে ভাগ
করবেন। ৩৩ তিনি নিজের ডানদিকে ভেড়াদের রাখবেন আর বাঁদিকে ছাগলদের রাখবেন।
৩৪ "এরপর রাজা তাঁর ডানদিকের যারা তাদের বলবেন, 'আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, তোমরা এস! জগত সৃষ্টির শুরুতেই
যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তার অধিকার গ্রহণ কর। ৩৫ কারণ আমি ক্ষুধিত ছিলাম, তোমরা আমায় খেতে
দিয়েছিলে। আমি পিপাসিত ছিলাম আর তোমরা আমাকে পান করবার জল দিয়েছিলে। আমি অচেনা আগন্তুক রূপে এসেছিলাম
আর তোমর আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে। ৩৬ যখন আমার পরনে কোন কাপড় ছিল না, তখন তোমরা আমায় পোশাক পরিয়েছিলে।
আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা করেছিলে। আমি কারাগারে ছিলাম, তোমর আমায় দেখতে এসেছিলে।'
৩৭ "এর উত্তরে যারা ভাল তারা বলবে, 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, পিপাসিত দেখে জল
পান করতে দিয়েছিলাম? ৩৮ কখনই বা আপনাকে অচেনা আগন্তুক দেখে আতিথেয়তা করেছিলাম অথবা আপনার পরনে কাপড়
নেই দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? ৩৯ আর কখনই বা অসুস্থ বা কারাগারে আছেন দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?'
৪০ "এর উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই তুচ্ছতমদের মধ্যে যখন কোন একজনের
প্রতি তোমরা এরূপ করেছিলে, তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।'
৪১ "এরপর রাজা তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন, 'ওহে অভিশপ্তরা, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও, দিয়াবল ও
তার দূতদের জন্য যে ভয়াবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়। ৪২ কারণ আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম,
তখন তোমরা আমায় খেতে দাও নি। আমার যখন পিপাসা পেয়েছিল, তখন আমায় জল দাও নি। ৪৩ আমি অচেনা আগন্তুকরূপে
এসেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার আতিথেয়তা করনি। আমার পোশাক ছিল না, কিন্তু তোমরা আমায় পোশাক দাও নি। আমি
অসুস্থ ছিলাম ও কারাগারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার খোঁজ নাও নি।'
৪৪ "এর উত্তরে তারা তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত, কি পিপাসিত, কি আগন্তুকরূপে দেখে অথবা কবেই বা
আপনার পরনে কাপড় ছিল না, বা আপনি অসুস্থ ছিলেন ও কারাগারে গিয়েছিলেন বলে আমরা আপনার সাহায্য করিনি?'
৪৫ "এ কথার উত্তরে রাজা বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যখন এই অতি সামান্য যারা তাদের কোন
একজনের প্রতি তা করনি, তখন আমারই প্রতি তা কর নি।'
৪৬ "এরপর অধার্মিক লোকেরা যাবে অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে, কিন্তু ধার্মিকরা প্রবেশ করবে অনন্ত জীবনে।"

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করলেন

(মার্ক ১৪:১-২; লূক ২২:১-২; যোহন ১১:৪৫-৫৩)

২৬ ১ এইসব কথা শেষ করে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ২ "তোমরা জানো, আর দুদিন পরই নিস্তারপর্ব শুরু হবে, তখন
মানবপুত্রকে ক্রুশে দেবার জন্য শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।"
৩ সেই সময় মহাযাজক কায়াফার বাড়ির উঠানে প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা এসে ষড়যন্ত্র করতে বসল, ৪ যেন তারা
যীশুকে গ্রেপ্তার করতে পারে ও তাঁকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করতে পারে। ৫ তারা বলল, "আমরা নিস্তারপর্বের সময় একাজ করব
না, তাতে লোকদের মধ্যে হয়তো গণ্ডগোল বাধতে পারে।"

একটি স্ত্রীলোক বিশেষ এক কাজ করলেন

(মার্ক ১৪:৩-৯; যোহন ১২:১-৮)

৬ যীশু যখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন সেই সময় একজন স্ত্রীলোক যীশুর কাছে এল। ৭ তার কাছে
শ্বেতপাথরের ‡‡বোতলে খুব দামী সুগন্ধি ছিল। যীশু যখন সেখানে খেতে বসেছিলেন, তখন সে ঐ আতর যীশুর মাথায় ঢেলে
দিল।
৮ তাই দেখে তাঁর শিষ্যরা রেগে গেলেন, তাঁরা বললেন, "এভাবে অপচয় করা হচ্ছে কেন? ৯ এটা তো অনেক টাকায় বিক্রি
করা যেত, আর সেই টাকা গরীবদের দেওয়া যেত।"

---

‡‡২৬:৭ শ্বেতপাথর এক ধরণের পাথর যাতে খুব সুন্দর পালিশ করা যায়।

১০ তারা যা বলাবলি করছিল, যীশু তা জানতে পেরে তাদের বললেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে কেন দুঃখ দিচ্ছ? ও তো
আমার প্রতি ভাল কাজই করল। ১১ কারণ গরীবরা তোমাদের সঙ্গে সব সময়ই থাকবে। ¶¶কিন্তু তোমরা আমায় সব সময় পাবে
না। ১২ আমার দেহের ওপর আতর ঢেলে দিয়ে সে তো আমাকে সমাধিতে রাখার উপযোগী কাজই করল। ১৩ আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, সারা জগতে যেখানেই এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই এর এই কাজের কথা বলা হবে।"

যিহূদা যীশুর শত্রু

(মার্ক ১৪:১০-১১; লূক ২২:৩-৬)

১৪ তখন বারো জন শিষ্যর মধ্যে একজন, যার নাম যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, সে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে বলল, ১৫ "আমি
যদি তাঁকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিই, তবে আপনারা আমায় কি দেবেন বলুন?" তারা তাকে গুনে গুনে ত্রিশটা রূপোর টাকা
দিল। ১৬ সেই মুহূর্ত্ত থেকেই যিহূদা তাঁকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

যীশু নিস্তারপর্বের ভোজ খেলেন

(মার্ক ১৪:১২-২১; লূক ২২:৭-১৪, ২১-২৩; যোহন ১৩:২১-৩০)

১৭ খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আপনার জন্য আমরা কোথায়
নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন করব? আপনি কি চান?"

১৮ যীশু বললেন, "তোমরা ঐ গ্রামে আমার পরিচিত একজনের কাছে যাও, তাকে গিয়ে বল, 'গুরু বলেছেন, আমার নির্ধারিত
সময় কাছে এসে গেছে, আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিস্তারপর্ব পালন করব।'" ১৯ তখন শিষ্যরা যীশুর
কথামতো কাজ করলেন, তারা সেখানে নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

২০ সন্ধ্যা হলে পর যীশু সেই বারো জন শিষ্যের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে বসলেন। ২১ তাঁরা যখন খাচ্ছেন সেই সময়
যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।"

২২ এতে শিষ্যরা খুবই দুঃখ পেয়ে এক একজন করে যীশুকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "প্রভু, সে কি আমি?"

২৩ তখন যীশু বললেন, "যে আমার সঙ্গে বাটিতে হাত ডোবালো, সেই আমাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে। ২৪ মানবপুত্রের
বিষয়ে শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, সেই ভাবেই তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু ধিক্ সেই লোক, যে মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেবে। সেই
লোকের জন্ম না হওয়াই তার পক্ষে ভাল ছিল।"

২৫ যে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, সেই যিহূদা বলল, "গুরু সে নিশ্চয়ই আমি নই?"

যীশু তাকে বললেন, "তুমি নিজেই তো একথা বলছ।"

প্রভুর ভোজ

(মার্ক ১৪:২২-২৬; লূক ২২:১৫-২০; ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৫)

২৬ তাঁরা খাচ্ছিলেন, এমন সময় যীশু একটি রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর সেই রুটি টুকরো টুকরো করে
শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এই নাও, খাও, এ আমার দেহ।"

২৭ এরপর তিনি পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন আর পানপাত্রটি শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "তোমরা সকলে এর থেকে
পান কর। ২৮ কারণ এ আমার রক্ত, নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রক্ত যা বহুলোকের পাপ মোচনের জন্য পাতিত হল।
২৯ আমি তোমাদের বলছি, এখন থেকে আমি এই দ্রাক্ষারস আর কখনও পান করব না, যে পর্যন্ত না আমার পিতার রাজ্যে
তোমাদের সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করি।"

৩০ এরপর তাঁরা একটি গান করতে করতে জৈতুন পর্বতমালায় চলে গেলেন।

যীশু বললেন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ত্যাগ করবে

(মার্ক ১৪:২৭-৩১; লূক ২২:৩১-৩৪; যোহন ১৩:৩৬-৩৮)

৩১ যীশু তাদের বললেন, "আমার কারণে তোমরা আজ রাত্রেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আমি একথা বলছি কারণ শাস্ত্রে
লেখা আছে,
'আমি মেষপালককে আঘাত করবো।
তাঁর মৃত্যুয় হলে পালের মেষরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।' §§

¶¶২৬:১১ কারণ ... থাকবে দ্রষ্টব্য দ্বি. বি. ১৫:১১.
§§২৬:৩১ উদ্ধৃতি সখরিয় ১৩:৭.

৩২ কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হবার পর, তোমাদের আগে আগে গালীলে যাব।”

৩৩ এর উত্তরে পিতর বললেন, “আপনার কারণে সকলেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু আমি কখনই বিশ্বাস হারাবো না।”

৩৪ যীশু বললেন, “আমি সত্যি বলছি, আজ রাত্রেই তুমি বলবে যে তুমি আমাকে চেনো না। ভোরে মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।”

৩৫ কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, “আমি আপনাকে চিনি না, একথা আমি কখনও বলব না। আপনার সঙ্গে আমি মরতেও প্রস্তুত।” অন্য শিষ্যরাও সকলে একই কথা বললেন।

যীশুর নির্জনে প্রার্থনা

(মার্ক ১৪:৩২-৪২; লূক ২২:৩৯-৪৬)

৩৬ এরপর যীশু তাঁদের সঙ্গে গেতশিমানী নামে একটা জায়গায় গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, “আমি ওখানে গিয়ে যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসে থাক।” ৩৭ এরপর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলতে থাকলেন। যেতে যেতে তাঁর মন উদ্বেগ ও ব্যথায় ভরে গেল, তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। ৩৮ তখন তিনি তাদের বললেন, “দুঃখে আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। তোমরা এখানে থাক আর আমার সঙ্গে জেগে থাকো।”

৩৯ পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, “আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই কষ্টের পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে যাক; তবু আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।” ৪০ এরপর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা ঘুমাচ্ছেন। তিনি পিতরকে বললেন, “একি! তোমরা আমার সঙ্গে এক ঘন্টাও জেগে থাকতে পারলে না? ৪১ জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে না পড়। তোমাদের আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল।”

৪২ তিনি গিয়ে আর একবার প্রার্থনা করলেন, “হে আমার পিতা, এই দুঃখের পানপাত্র থেকে আমি পান না করলে যদি তা দূর হওয়া সম্ভব না হয় তবে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।”

৪৩ পরে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যরা আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের চোখ ভারী হয়ে গিয়েছিল। ৪৪ তখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন ও তৃতীয় বার প্রার্থনা করলেন। তিনি আগের মতো সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন।

৪৫ পরে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, “তোমরা এখনও ঘুমিয়ে রয়েছ ও বিশ্রাম করছ? শোন, সময় ঘনিয়ে এল, মানবপুত্রকে পাপীদের হতে তুলে দেওয়া হবে। ৪৬ ওঠ, চল আমরা যাই! ঐ দেখ! যে লোক আমায় ধরিয়ে দেবে, সে এসে গেছে।”

যীশুকে গ্রেপ্তার করা হল

(মার্ক ১৪:৪৩-৫০; লূক ২২:৪৭-৫৩; যোহন ১৮:৩-১২)

৪৭ তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময় সেই বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন, যিহূদা সেখানে এসে হাজির হল, তার সঙ্গে বহুলোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে এল। প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা এদের পাঠিয়েছিলেন। ৪৮ যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে ঐ লোকদের একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে বলেছিল, “আমি যাকে চুমু দেব, সেই ঐ লোক, তাকে তোমরা ধরবে।” ৪৯ এরপর যিহূদা যীশুর কাছে এগিয়ে এসে বলল, “গুরু, নমস্কার,” এই বলে সে তাঁকে চুমু দিল।

৫০ যীশু তাঁকে বললেন, “বন্ধু, তুমি যা করতে এসেছ কর।”

তখন তারা এগিয়ে এসে জাপটে ধরে যীশুকে গ্রেপ্তার করল। ৫১ সেই সময় যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁর তরোয়ালের দিকে হাত বাড়ালেন আর তা বার করে মহাযাজকদের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে দিলেন।

৫২ তখন যীশু তাকে বললেন, “তোমার তরোয়ালটি খাপে রাখ। যারা তরোয়াল চালায় তারা তরোয়ালের আঘাতেই মরবে। ৫৩ তোমরা কি ভাব যে, আমি আমার পিতা ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি না? চাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য বারোটিরও বেশী স্বর্গদূতবাহিনী পাঠিয়ে দেবেন। ৫৪ কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে শাস্ত্রের বাণী কিভাবে পূর্ণ হবে, শাস্ত্র যখন বলছে এভাবেই সব কিছু অবশ্যই ঘটবে?”

৫৫ সেই সময় যীশু লোকদের বললেন, “লোকে যেমন ডাকাত ধরতে যায়, সেই ভাবে তোমরা ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমায় ধরতে এসেছ? আমি তো প্রতিদিন মন্দিরের মধ্যে বসে শিক্ষা দিয়েছি; ৫৬ কিন্তু তোমরা আমায় গ্রেপ্তার কর নি। যাইহোক্, এসব কিছুই ঘটল যেন ভাববাদীদের লেখা সকল কথাই পূর্ণ হয়।” তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

(মার্ক ১৪:৫৩-৬৫; লূক ২২:৫৪-৫৫, ৬৩-৭১; যোহন ১৮:১৩-১৪, ১৯-২৪)

৫৭ তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করে মহাযাজক কায়াফার বাড়িতে নিয়ে এল, সেখানে ব্যবস্থার শিক্ষক ও ইহুদী নেতারা জড়ো
হয়েছিলেন। ৫৮ পিতর দূর থেকে যীশুর পিছনে পিছনে মহাযাজকের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত গেলেন। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা দেখবার
জন্য তিনি ভেতরে গিয়ে দাসদের সঙ্গে বসলেন।

৫৯ যীশুকে যেন মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে তাই যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করার জন্য প্রধান যাজকরা ও ইহুদী মহাসভার
সব সভ্যরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। ৬০ অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য সেখানে হাজির হয়েছিল, তবু যে সাক্ষ্য যীশুকে
হত্যা করার জন্য দরকার তা পাওয়া গেল না। ৬১ শেষে দুজন লোক এসে বলল, "এই লোক বলেছিল, 'আমি ঈশ্বরের মন্দির
ভেঙে ফেলতে ও তা আবার তিন দিনের ভেতরে গেঁথে তুলতে পারি।'"

৬২ তখন মহাযাজক উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে বললেন, "তুমি কি এর জবাবে কিছুই বলবে না? এরা তোমার বিরুদ্ধে কি সাক্ষ্য
দিচ্ছে?" ৬৩ কিন্তু যীশু নীরব থাকলেন।

তখন মহাযাজক তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্যি দিচ্ছি, আমাদের বল, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট,
ঈশ্বরের পুত্র?"

৬৪ যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, তুমিই একথা বললে। তবে আমি তোমাকে এটাও বলছি, এখন থেকে তোমরা মানবপুত্রকে
মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বরের ডানপাশে বসে থাকতে ও আকাশে মেঘের মধ্যে দিয়ে আসতে দেখবে।"

৬৫ তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "এ ঈশ্বরের নিন্দা করল, আমাদের আর অন্য সাক্ষ্যের দরকার
কি? দেখ, তোমরা এখন ঈশ্বর নিন্দা শুনলে! ৬৬ তোমরা কি মনে কর?"

এর উত্তরে তারা বলল, "এ মৃত্যুর যোগ্য।"

৬৭ তখন তারা যীশুর মুখে থুথু দিল ও তাঁকে ঘুসি মারল। ৬৮ কেউ কেউ তাঁকে চড় মারল ও বলল, "ওরে খ্রীষ্ট, আমাদের
জন্য কিছু ভাববানী বল, কে তোকে মারল?"

পিতর যীশুকে স্বীকার করতে ভয় পেলেন

(মার্ক ১৪:৬৬-৭২; লূক ২২:৫৬-৬২; যোহন ১৮:১৫-১৮, ২৫-২৭)

৬৯ পিতর যখন বাইরে উঠোনে বসেছিলেন তখন একজন দাসী এসে বলল, "তুমিও গালীলে যীশুর সঙ্গে ছিলে।"

৭০ কিন্তু পিতর সবার সামনে একথা অস্বীকার করে বললেন, "তুমি কি বলছ, আমি তার কিছুই জানি না।"

৭১ তিনি যখন ফটকের সামনে গেলেন, তখন আর একজন দাসী তাকে দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের বলল, "এ লোকটা
নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল।"

৭২ পিতর আবার অস্বীকার করলেন। তিনি দিব্যি করে বললেন, "আমি ঐ লোকটাকে মোটেই চিনি না।"

৭৩ এর কিছু পরে, সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পিতরের কাছে এসে বলল, "তুমি ঠিক ওদেরই একজন কারণ তোমার
কথার উচ্চারণের ধরণ দেখেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।"

৭৪ তখন পিতর দিব্যি করে শাপ দিয়ে বললেন, "আমি ঐ লোকটাকে আদৌ চিনি না।" আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল।
৭৫ তখন পিতরের মনে পড়ে গেল যীশু তাকে যা বলেছিলেন, "ভোরের মোরগ ডাকার আগেই তুমি তাকে তিনবার অস্বীকার
করবে।" আর পিতর বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

রাজ্যপাল পীলাতের কাছে যীশু

(মার্ক ১৫:১; লূক ২৩:১-২; যোহন ১৮:২৮-৩২)

২৭ ১ ভোর হলে প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা সবাই মিলে যীশুকে হত্যা করার চক্রান্ত করল। ২ তারা তাঁকে বেঁধে
রোমীয় রাজ্যপাল পীলাতের কাছে হাজির করল।

যিহূদার আত্মহত্যা

(প্রেরিত ১:১৮-১৯)

৩ যীশুকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই যিহূদা যখন দেখল যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন তার মনে
খুব ক্ষোভ হল। সে তখন যাজকদের ও সমাজপতিদের কাছে গিয়ে সেই ত্রিশটা রূপোর টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ৪ "একজন
নিরপরাধ লোককে হত্যা করার জন্য আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমি মহাপাপ
করেছি।"

ইহুদী নেতারা বলল, "তাতে আমাদের কি? তুমি বোঝগে যাও।"

৫ তখন যিহূদা সেই টাকা মন্দিরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল, পরে বাইরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

৬ প্রধান যাজকরা সেই রূপোর টাকাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "মন্দিরের তহবিলে এই টাকা জমা করা আমাদের বিধি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ, কারণ এটা খুনের টাকা।" ৭ তাই তাঁরা পরামর্শ করে ঐ টাকায় কুমোরদের একটা জমি কিনলেন যাতে জেরুশালেমে যেসব বিদেশী মারা যাবে, তাদের সেখানে কবর দেওয়া যেতে পারে। ৮ সেই জন্য ঐ কবরখানাকে আজও লোকে "রক্তক্ষেত্র" বলে। ৯ এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র ভাববাণী পূর্ণ হল:

"তারা সেই ত্রিশটা রূপোর টাকা নিল, এটাই হল তাঁর মূল্য, ইস্রায়েলের জনগণই তাঁর মূল্য নির্ধারণ করেছিল। ১০ আর প্রভুর নির্দেশ অনুসারেই সেই টাকা দিয়ে তারা কুমোরের জমি কিনেছিল।"

রাজ্যপাল পীলাত ও যীশু

(মার্ক ১৫:২-৫; লূক ২৩:৩-৫; যোহন ১৮:৩৩-৩৮)

১১ এদিকে যীশুকে রাজ্যপালের সামনে হাজির করা হল; রাজ্যপাল যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদীদের রাজা?"

যীশু বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন।"

১২ কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা সমানে যখন তাঁর বিরুদ্ধে দোষ দিচ্ছিল, তখন তিনি তার একটারও জবাব দিলেন না।

১৩ তখন পীলাত তাঁকে বললেন, "ওরা, তোমার বিরুদ্ধে কত দোষ দিচ্ছে, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?"

১৪ কিন্তু যীশু তাঁকে কোন জবাব দিলেন না, এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগেরও উত্তর দিলেন না। এতে পীলাত আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

যীশুকে মুক্তি দেবার বিফল চেষ্টা

(মার্ক ১৫:৬-১৫; লূক ২৩:১৩-২৫; যোহন ১৮:৩৯-১৯:১৬)

১৫ রাজ্যপালের রীতি অনুসারে প্রত্যেক নিস্তারপর্বের সময় জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কয়েদীকে তিনি মুক্ত করে দিতেন। ১৬ সেই সময় বারাব্বা *নামে এক কুখ্যাত আসামী কারাগারে ছিল।

১৭ তাই লোকরা সেখানে একসঙ্গে জড়ো হলে পীলাত তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের জন্য আমি কাকে ছেড়ে দেব? তোমরা কি চাও, বারাব্বাকে বা যীশু, যাকে খ্রীষ্ট বলে তাকে?" ১৮ কারণ পীলাত জানতেন, তারা যীশুর ওপর ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

১৯ পীলাত যখন বিচার আসনে বসে আছেন, সেই সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, "ঐ নির্দোষ লোকটির প্রতি তুমি কিছু করো না, কারণ রাত্রে স্বপ্নে আমি তাঁর বিষয়ে যা দেখেছি তাতে আজ বড়ই উদ্বেগে কাটছে।"

২০ কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা জনতাকে প্ররোচনা দিতে লাগল, যেন তারা বারাব্বাকে ছেড়ে দিতে ও যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলে।

২১ তখন রাজ্যপাল তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "এই দুজনের মধ্যে তোমরা কাকে চাও যে আমি তোমাদের জন্য ছেড়ে দিই?"

তারা বলল, "বারাব্বাকে!"

২২ পীলাত তখন তাদের বললেন, "তাহলে যীশু যাকে মশীহ বলে তাকে নিয়ে কি করব?"

তারা সবাই বলল, "ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক্।"

২৩ পীলাত বললেন, "কেন? ও কি অন্যায় করেছে?"

কিন্তু তারা তখন আরো জোরে চিৎকার করতে লাগল, "ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও!"

২৪ পীলাত যখন দেখলেন যে তাঁর চেষ্টার কোন ফল হল না, বরং আরো গোলমাল হতে লাগল, তখন তিনি জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, "এই লোকের রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই। এটা তোমাদেরই দায়!"

২৫ এই কথার জবাবে লোকেরা সমস্বরে বলল, "আমরা ও আমাদের সন্তানরা ওর রক্তের জন্য দায়ী থাকব।"

২৬ তখন পীলাত তাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দিলেন; কিন্তু যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য সঁপে দিলেন।

---

*২৭:১৬ বারাব্বা কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে বারাব্বাকে "যীশু বারাব্বা" নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

পীলাতের সৈন্যরা যীশুকে বিদ্রূপ করতে লাগল

(মার্ক ১৫:১৬-২০; যোহন ১৯:২-৩)

২৭ এরপর রাজ্যপালের সেনারা যীশুকে রাজভবনের সভাগৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে সমস্ত সেনাদলকে তাঁর চারধারে জড়ো
করল। ২৮ তারা যীশুর পোশাক খুলে নিল, আর তাঁকে একটা লাল রঙের পোশাক পরাল। ২৯ পরে কাঁটা লতা দিয়ে একটা মুকুট
তৈরী করে তা তাঁর মাথায় চেপে বসিয়ে দিল, আর তাঁর ডান হাতে একটা লাঠি দিল। পরে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে তাঁকে ঠাট্টা
করে বলল, "ইহুদীদের রাজা, দীর্ঘজীবি হোন্!" ৩০ তারা তাঁর মুখে থুথু দিল ও তাঁর লাঠিটি নিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল।
৩১ এইভাবে তাঁকে বিদ্রূপ করবার পর তারা সেই পোশাকটি তাঁর গা থেকে খুলে নিয়ে তাঁর নিজের পোশাক আবার পরিয়ে দিল,
তারপর তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল।

যীশুকে ক্রুশে হত্যা করা হল

(মার্ক ১৫:২১-৩২; লূক ২৩:২৬-৩৯; যোহন ১৯:১৭-১৯)

৩২ সৈন্যরা যখন যীশুকে নিয়ে নগরের বাইরে যাচ্ছে, তখন পথে শিমোন নামে কুরীণীয় অঞ্চলের একজন লোককে দেখতে
পেয়ে যীশুর ক্রুশ বইবার জন্য তাকে তারা জোর করে বাধ্য করল। ৩৩ পরে তারা "গলগথা" নামে এক জায়গায় এসে পৌঁছল।
(গলগথা শব্দটির অর্থ "মাথার খুলিস্থান।") ৩৪ সেখানে পৌঁছে তারা যীশুকে মাদক দ্রব্য মেশানো তিক্ত দ্রাক্ষারস পান করতে
দিল; কিন্তু তিনি তা সামান্য আস্বাদ করে আর খেতে চাইলেন না। ৩৫ তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে তাঁর জামা কাপড় খুলে নিয়ে
ঘুঁটি চেলে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। ৩৬ আর সেখানে বসে যীশুকে পাহারা দিতে লাগল। ৩৭ তাঁর বিরুদ্ধে আনা
অভিযোগের এই লিপি ফলকটি তাঁর মাথার উপরে ক্রুশে লাগিয়ে দিল, "এ যীশু, ইহুদীদের রাজা।"

৩৮ তারা দুজন দস্যুকেও যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডানদিকে ও অন্যজনকে তাঁর বাঁ দিকে। ৩৯ সেই সময় ঐ
রাস্তা দিয়ে যে সব লোক যাতায়াত করছিল, তারা তাদের মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, ৪০ "তুমি না মন্দির ভেঙ্গে আবার
তা তিন দিনের মধ্যে তৈরী করতে পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা কর। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশ থেকে
নেমে এস।"

৪১ সেইভাবেই প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ইহুদী নেতারা বিদ্রূপ করে তাঁকে বলতে লাগলেন, ৪২ "এ লোক
তো অপরকে রক্ষা করত, কিন্তু এ নিজেকে বাঁচাতে পারে না! ও তো ইস্রায়েলের রাজা, তাহলে এখন ও ক্রুশ থেকে নেমে
আসুক, তাহলে আমরা ওর ওপর বিশ্বাস করব। ৪৩ ঐ লোকটি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করে। যদি তিনি চান, তবে ওকে
এখনই রক্ষা করুন, কারণ ও তো বলেছে, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।'" ৪৪ তাঁর সঙ্গে যে দুজন দস্যুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল,
তারাও সেইভাবেই তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

যীশুর মৃত্যু

(মার্ক ১৫:৩৩-৪১; লূক ২৩:৪৪-৪৯; যোহন ১৯:২৮-৩০)

৪৫ সেই দিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারে ঢেকে রইল। ৪৬ প্রায় তিনটের সময় যীশু খুব
জোরে বলে উঠলেন, " এলি, এলি লামা শবক্তানী? " যার অর্থ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ
করেছ?" †

৪৭ যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন একথা শুনে বলতে লাগল, "ও এলিয়কে ডাকছে।"

৪৮ তাদের মধ্যে একজন তখনই দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ কিছুটা সিরকায় ডুবিয়ে দিয়ে একটা নলের মাথায় সেটা লাগিয়ে
তা যীশুর মুখে তুলে ধরে তাকে খেতে দিল। ৪৯ কিন্তু অন্যরা বলতে লাগল, "ছেড়ে দাও, দেখি এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন
কি না?"

৫০ পরে যীশু আর একবার খুব জোরে চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

৫১ সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার সেই ভারী পর্দাটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দুভাগ হয়ে গেল, পৃথিবী কেঁপে উঠল,
বড় বড় পাথরের চাঁই ফেটে গেল, ৫২ সমাধিগুহাগুলি খুলে গেল, আর মারা গিয়েছিলেন এমন অনেক ঈশ্বরের লোকের দেহ
পুনরুত্থিত হল। ৫৩ যীশুর পুনরুত্থানের পর এরা কবর ছেড়ে পবিত্র নগর জেরুশালেমে গিয়ে বহুলোককে দেখা দিয়েছিলেন।

৫৪ ক্রুশের পাশে শতপতি ও তার সঙ্গে যাঁরা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও অন্য সব ঘটনা দেখে ভীষণ ভয়
পেয়ে বলল, "সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"

---

†২৭:৪৬ উদ্ধৃতি গীত ২২:১.

৫৫ সেখানে বহু স্ত্রীলোক ছিলেন, যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। এই মহিলারা গালীল থেকে যীশুর দেখাশোনার
জন্য তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। ৫৬ তাঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোষেফের মা মরিয়ম আর যাকোব ও
যোহনের ‡মা।

যীশুর সমাধি

(মার্ক ১৫:৪২-৪৭; লূক ২৩:৫০-৫৬; যোহন ১৯:৩৮-৪২)

৫৭ সন্ধ্যা নেমে আসছে এমন সময় আরিমাথিয়ার যোষেফ নামে এক ধনী ব্যক্তি জেরুশালেমে এলেন; তিনিও যীশুর একজন
অনুগামী ছিলেন। ৫৮ পীলাতের কাছে গিয়ে যোষেফ যীশুর দেহটা চাইলেন। তখন পীলাত তাঁকে তা দিতে হুকুম করলেন।
৫৯ যোষেফ দেহটি নিয়ে পরিষ্কার একটা কাপড়ে জড়ালেন। ৬০ তারপর সেই দেহটা নিয়ে তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের গায়ে যে
নতুন সমাধিগুহা কেটে রেখেছিলেন, তাতে রাখলেন। পরে সেই সমাধির মুখ বন্ধ করতে বড় একটা পাথর গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে
তা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। ৬১ মরিয়ম মগ্দলীনী ও সেই অন্য মরিয়ম কবরের সামনে বসে রইলেন।

যীশুর সমাধিগুহা পাহারা দেওয়া হল

৬২ পরের দিন, যখন শুক্রবার শেষ হল, অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্বের পরের দিন, প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা গিয়ে পীলাতের
সঙ্গে দেখা করল। ৬৩ তারা বলল, “হুজুর, আমাদের মনে পড়ছে সেই প্রতারক তাঁর জীবনকালে বলেছিল, ‘আমি তিনদিন পরে
মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হব।’ ৬৪ তাই আপনি হুকুম দিন যেন তিন দিন কবরটা পাহারা দেওয়া হয়, তা না হলে ওর শিষ্যরা
হয়তো এসে দেহটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে বলবে, তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন; তাহলে প্রথমটার চেয়ে শেষ ছলনাটা
আরো খারাপ হবে।”
৬৫ পীলাত তাদের বললেন, “তোমাদের কাছে পাহারা দেবার লোক আছে, তোমরা গিয়ে যত ভালভাবে পারো পাহারা দেবার
ব্যবস্থা কর।” ৬৬ তখন তারা সকলে গিয়ে কবরের মুখের সেই পাথররাশির উপর সীলমোহর করল ও সেখানে একদল প্রহরী
মোতায়েন করে সমাধিটি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করল।

মৃত্যু থেকে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ

(মার্ক ১৬:১-৮; লূক ২৪:১-১২; যোহন ২০:১-১০)

২৮ ১ বিশ্রামবারের শেষে সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ, ববিবার খুব ভোরে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবরটা
দেখতে এলেন।
২ তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা সমাধিগুহার মুখ
থেকে সরিয়ে দিলেন ও তার ওপরে বসলেন। ৩ তাঁর চেহারা বিদ্যুত ঝলকের মতো উজ্জ্বল ও তাঁর পোশাক তুষারশুভ্র। ৪ তাঁর
ভয়ে পাহারাদাররা কাঁপতে কাঁপতে মড়ার মতো হয়ে গেল।
৫ সেই স্বর্গদূত ঐ স্ত্রীলোকদের বললেন, “তোমরা ভয় পেও না, আমি জানি তোমরা যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে
খুঁজছ। ৬ কিন্তু তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। এস, যেখানে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল
তা দেখ; ৭ আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল, ‘তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি তোমাদের আগে
আগে গালীলে যাচ্ছেন, তোমরা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।’” তারপর স্বর্গদূত বললেন, “আমি তোমাদের যে কথা বললাম
তা মনে রেখো।”
৮ তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন। তাঁরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁদের মন
আনন্দে ভরে গিয়েছিল, তাঁরা যীশুর শিষ্যদের একথা বলার জন্য দৌড়ালেন। ৯ হঠাৎ যীশু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন,
“শুভেচ্ছা নাও!” তখন তাঁরা যীশুর কাছে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে প্রণাম করলেন। ১০ যীশু তাঁদের বললেন, “ভয়
করো না, তোমরা যাও, আমার ভাইদের গিয়ে বল, তারা যেন গালীলে যায়, সেখানেই আমার দেখা পাবে।”

ইহুদী নেতাদের কাছে সংবাদ এল

১১ সেই মহিলারা যখন যাচ্ছিলেন, তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গিয়ে যা যা ঘটেছিল তা প্রধান যাজকদের
বলল। ১২ প্রধান যাজকরা ইহুদী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটা ফন্দি আঁটলো। তারা সেই পাহারাদারদের অনেক টাকা দিয়ে
বলল, ১৩ “তোমরা লোকদের বলো আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম সেই সময় যীশুর শিষ্যরা এসে তাঁর দেহটা চুরি করে নিয়ে
গেছে। ১৪ আর একথা যদি রাজ্যপালের কানে যায়, আমরা তাঁকে বোঝাব আর তোমাদের ঝামেলার হাত থেকে দূরে রাখব।”

---

‡২৭:৫৬ যাকোব ও যোহন আক্ষরিক অর্থে, “সিবদিয়ের ছেলেদের বোঝানো হয়েছে।”

১৫ তারা সেই টাকা নিয়ে তাদের যেমন বলতে শেখানো হয়েছিল তেমনই বলল। ইহুদীদের মধ্যে আজও এই গল্পটাই প্রচলিত আছে।

শিষ্যদের সঙ্গে যীশু কথা বললেন

(মার্ক ১৬:১৪-১৮; লূক ২৪:৩৬-৪৯; যোহন ২০:১৯-২৩; প্রেরিত ১:৬-৮)

১৬ এবার সেই এগারো জন শিষ্য গালীলে ফিরে গিয়ে যীশু তাঁদের যেমন বলেছিলেন সেই মতো সেই পর্বতে গেলেন। ১৭ তাঁরা
যীশুকে দেখে ভুমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তবে তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল, ১৮ তখন যীশু কাছে এসে
তাদের বললেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। ১৯ তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল
জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও। ২০ আমি তোমাদের যেসব আদেশ
দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"